ভূমিকা।

আমার রচিত শান্ত-রসাত্মক কবিতা ও গীতগুলি একত্র করিয়া "প্রেমানন্দকাব্য" নামে প্রচার করা গিয়াছে। স্বদেশানুরসোদ্দীপক, সামাজিক, প্রেম-বিষয়ক ও অন্যান্য নানা প্রকারের কবিতা ও গীত গুলি একত্রিত হইয়া মিত্রকাব্য নামে প্রচারিত হইল। গ্রন্থকারের বয়ক্রম যখন বিংশতি বর্ষ, ক্ষুদ্রাকারে প্রকাশিত হইয়াও, মিত্রকাব্য তখনই সাহিত্যসমাজের যথেষ্ট স্নেহ লাভ করিয়াছিল। গ্রন্থকারের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে মিত্রকাব্যের কলেবর-বৃদ্ধি, এবং তৎসঙ্গে সাহিত্য-সমাজেরও স্নেহের বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। আশা করি, এবারও মিত্রকাব্য সেই স্নেহ অধিকতররূপে লাভ করিতে পারিবে। আর একটী কথা বলিলেই বক্তব্যের শেষ হয়; সে কথাটী এই যে, মিত্রাক্ষরে লিখিত কবিতার সমষ্টি বলিয়াই এই পুস্তকের নাম মিত্রকাব্য হইয়াছে: উহার অন্য কোন কারণ নাই।

কলিকাতা, ১লা বৈশাখ,
১৩০৪ বঙ্গাব্দ।

গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ। (স্বদেশানুরাগোদ্দীপক কবিতাবলী)

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
আশার সঙ্গীত	১২
ভারত-মঙ্গল	১৭
কলির রাজস্য়	২২
কবির স্বপ্ন	৪০
ভারত-কলঙ্ক	৫৪
যশোহরের পতন	৬৭
য়ুরোপ-প্রবাসী বন্ধুর প্রতি	৭৫
শিবজীর যুদ্ধযাত্রা	৭৯
উদ্দীপনা	৮৩

জাতীয় সংগীত যথা,—

গাওরে আনন্দে সবে ভারতীর জয়	৯২
হায় কি কপাল দোষে এমন হইল রে	৯৩
হায় কি কর্ম্মফলে হেন পাপানলে	৯৩
ভারত সন্তান সবে দেখরে নয়ন মেলে	৯৪
সহিতে না পারি আর এ যাতনা-ভার	৯৫
কোথায় রহিলে সব ভারত-ভূষণ	৯৬
সহেনা সহেনা প্রাণে আর সহেনা	৯৬
বলরে বিধাতঃ বল কতদিন	৯৭
ভারত-মূরতি কেমনে আঁকিব	৯৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। (সামাজিক কবিতাবলী)

বিষয়।				পৃষ্ঠা
সতীমাহাত্ম্য	...	...	...	৯৯
ভারত-বিদুষী	...	...	...	১০৮
বিবাহ-বিভ্রাট	...	...	...	১১২
সুরা-রাক্ষসার উক্তি	...	...	...	১২০
দন্তাসুরের আত্মপরিচয়	...	...	...	১২৪
বালবিধবার স্বপ্ন	...	...	...	১২৭
সামাজিক গীত যথা,—				
ভারত-নারীর দশা ভাবিতে প্রাণ বিদরে	...		...	১৩২
চেয়ে দেখ দেখ ওহে ভারত-সন্তানগণ	...		...	১৩২
আহা কি আনন্দে আজ হৃদয় মগন	...		...	১৩৩
গাও সবে মিলে বন্ধুগণে	...		...	১৩৪
আজ শুভদিনে মরি কি আনন্দ হইল	...		...	১৩৫
এস এস এস সবে এস প্রিয় ভগ্নিগণ	...		...	১৩৬
উঠ উঠ উঠ সবে ভারত-সন্তানগণ	...		...	১৩৭
সাধের ভারতভূমি ঢাকিল কি অন্ধকারে	...		...	১৩৭
মরি কিবা মূরতি ভীষণ, একি দৈত্য ক্রূরদরশন			...	১৩৮
আমার কাজ কি রে এজীবনে	...		...	১৩৯
ভারত-শ্মশান-মাঝে আমি রে বিধবা বালা	...		...	১৪১
উঠ উঠ উঠ সবে অলস হয়ে থেকোনা	...		...	১৪১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ। (প্রেম-বিষয়ক কবিতাবলী)

পাগলাম বা প্রেমোন্মাদ	...	...	১৪২
কমলে কামিনী বা উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম	...	...	১৫৬

বিষয়				পৃষ্ঠা
বিনোদ ও মালতী		...	...	১৫৯
ফুলের রাণী		...	...	১৬৮
আদরিণী	...	...	...	১৬৯
চোকের দেখা	...	...	...	১৭০
প্রেমময়ী	...	...	...	১৭২
প্রেমযোগী	...	...	...	১৭৩
আগমনী	...	...	...	২৭৫
আঁধার বঁধু		...	...	১৭৭
মানের কি প্রেমের গৌরব		...	...	১৮০
কদম্ব-সখা	...	...	...	১৮২
পোড়া পাপিয়া	...	...	...	১৮৬
বিষাদ	...	...	...	১৯০
বিচ্ছেদ	...	...	...	১৯১
প্রেমসঙ্গীত যথা,—				
ভালবাসা জানিনা কি ধন	...	...	...	১৯২
ভুলিব কেমনে সে বিধুবদনে		...	...	১৯৩
স্বপনে দেখেছি আমি হৃদয়ের প্রিয়ধনে		...	...	১৯৩
কি বলে বুঝাবো আমি হৃদয়ের ভালবাসা		...	...	১৯৪
বড়সাধ লুকাইয়ে ভালবাসা করি দান		...	...	১৯৪
আমার মনের কথা সকলি রহিল মনে		...	...	১৯৪
তুমি ভালবাস বলে আমি কি গো ভালবাসি			...	১৯৫
কেন গিয়েছিলেম আমি সেই যমুনার পারে			...	১৯৫
সাধে কি গোলাপফুলে আমি ভালবাসি সই			...	১৯৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ। (বিবিধ-বিষয়িণী কবিতাবলী)

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
বিজয়া-দশমী	১৯৭
কালমাহাত্ম্য	২০৫
ইন্দ্রপ্রস্থ-দর্শন	২১০
সুখস্থান	২১৪
হিমালয়-দর্শন	২১৮
বিশ্বাসের বল	২২২
সুরধুনী	২২৫
নিশীথ-চিন্তা	২২৯
ভরত-মিলন	২৩৩
মানবের ভাগ্য	২৩৮
পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক গীত,—	
দক্ষযজ্ঞে সতীর প্রতি শিব	২৪৯
হিরণ্য কশিপুর প্রতি প্রহ্লাদ	২৫০
বাল্মীকির প্রতি	২৫১
লক্ষ্মণের প্রতি সীতা	২৫২
ইন্দ্রজিতের প্রতি মেঘনাদ	২৫২
বসুদেবের প্রতি দৈবকী	২৫৩
অভিমন্যুশোকে উত্তরা	২৫৪
বুদ্ধদেবের প্রতি	২৫৫
পৃথ্বিরাজের প্রতি সংযোগ্‌তা	২৫৫
বিধাতার প্রতি চৈতন্য	২৫৬
রামমোহন রায়ের প্রতি	২৫৭
বিবিধ সংগীত যথা,—	
হিমালয়-দর্শনে	২৫৭
লর্ড রিপণের বিদায়-কালে	২৫৮
সমাজের নীচতা ও কপটতা লক্ষ্য করিয়া	২৫৯
ঐ ঐ ঐ	২৬০

বন্দনা।

হে মাতঃ কবিতেশ্বরি, রেখো দাসে তব পদে,
ভরসা কেবল পদ বিপদ-সুখ-সম্পদে ;
নাহি মাতঃ জ্ঞান-বুদ্ধি,
নাহি মাতঃ চিত্ত-শুদ্ধি,
সমৃদ্ধি কেবল তব দয়া মাত্র হে বরদে !

কেহ যুগ-যুগান্তর ধ্যানে মুগ্ধ রাঙা পদে,
কেহ পূজে মৃগমদে মাখাইয়া কোকনদে ;
নাহি মাত্র হেন শক্তি,
দীন, তবু হীনভক্তি !
পতঙ্গ পশিতে কভু পারে কি গো পুণ্যহ্রদে ?

কি গা'ব মহত্ত্ব তব, আমি ভ্রান্ত ভ্রান্তিমদে ;
মক্ষিকা বুঝিতে নারে কি শোভা নব-নীরদে !
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি, দেবের দুর্লভ তুমি,
প্রভাকর-প্রভা মাতঃ ধরে কভু কি গোষ্পদে ?

মিত্রকাব্য ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

(স্বদেশানুরাগোদ্দীপক কবিতাবলী ।)

আশার সঙ্গীত ।

১

লইয়া মধুর বাঁশি, ঊষার পশ্চাতে হাসি
ধীরে ধীরে আইলেন আশা সুহাসিনী,
মধুর মন্থর গতি, মধুর মুখের জ্যোতি,
মধুর নয়ন-কোণে মধুর চাহনি !

২

অরুণ-কিরণ-রেখা অন্তরীক্ষে দিলে দেখা,
আলস্য আঁধার দুই দূরে চলে যায় ;
হেরি সে সৌন্দর্য্য-রাশি, আনন্দ-সাগরে ভাসি
কলকণ্ঠে বিহঙ্গেরা কত গীত গায় ।

৩

কবির হৃদয়-দ্বারে বসিলেন আলো ক'রে
সহস্র অরুণরূপে সুর-সিমন্তিনী ;
তুলিয়া মধুর তান, মাতায়ে কবির প্রাণ,
গাইলা ললিত স্বরে মৃতসঞ্জীবনী,—

৪

"—উঠ উঠ ত্বরা করি, মোহনিদ্রা পরিহরি,
অচেতন স্পন্দহীন থাকিওনা আর ;
প্রকৃতি মধুর অতি, হাসিতেছে বসুমতী,
উষার আলোক করে অমিয়া-সঞ্চার।

৫

চলেছে প্রভাত-বায়, বিহঙ্গ আকাশে ধায়,
বিধাতার শৃঙ্গনাদ করহ শ্রবণ ;
আলস্য-ঔদাস্য ফেলে, কর্ম্মক্ষেত্রে যাও চলে,
জীবনের মহাব্রত করহ সাধন।—"

৬

শুনিয়া মধুর গান, মোহিত কবির প্রাণ,
হৃদি-সরোবরে উঠে আনন্দলহরী !
উল্লাসে মেলিতে আঁখি, আপনার অঙ্গ ঢাকি,
বিদ্যুদ্দূতর মত আশা রে গেলা চলি !

৭

কবির হৃদয়-দ্বার পুনঃ হলো অন্ধকার,
হরিষ-বিষাদে কবি বিচলিত-মন ;
আবার শুনে সে গীত, না হইলা পুলকিত,
কহিলা আশারে ক্রোধে করিয়া তর্জ্জন,—

৮

“—বুঝেছি বুঝেছি এবে, মধুর সংগীত রবে,
ভুলা’তে এসেছ আশা, আর কেহ নয় ;
দূর হও মায়াবিনি, তোমারে ভালই জানি,
সম্পদের সাথী তুমি, বিপদের নয় !

৯

পরাধীন মৃত দেশে, রোগ-শোক-অন্নক্লেশে,
পাপ-তাপে জ্বলে মরি দিবস-যামিনী !
কত কথা কাণে কাণে, বলেছিলি সংগোপনে,
মনে কি পড়েনা তোর বিশ্বাসঘাতিনি ?

১০

মরীচিকা মরুভূমে পথিকেরে ফেলি ভ্রমে,
দূরে সরে গিয়ে করে সৌন্দর্য্য-বিস্তার ;
ভুলা’য়ে মধুর রবে নির্ব্বোধ মানব সবে
শেষে দাও ফাঁকি, এই ব্যভার তোমার !—”

১১

আবার কহিলা আশা, মধুর মধুর ভাষা,
সহকার-শাখে যেন অদৃশ্য পাপিয়া,—

"—হ'ওনা নিরাশ এত, দুর্ব্বল ভীরুর মত,
জীবনের পথে এই সংগ্রাম দেখিয়া।

১২

দুই বার, দশ বার, না হয় অনেক বার
হয়েছ নিরাশ, তাতে কেন এত ভীত ?
জীবন বঞ্চনা নয়, হইবে সত্যের জয়,
বিধাতা মঙ্গলময়, জানিও নিশ্চিত।

১৩

কেন এত দীন হীন ? রবেনা দুঃখের দিন,
চিরদিন কুজ্ঝটিকা থাকেনা আকাশে ;
শ্রাবণের ধারা-শেষে, সুখের শরৎ আসে,
অমানিশা-অবসানে সুধাংশু প্রকাশে।

১৪

শোননি কি ইতিহাসে, কত দুঃখ কত ক্লেশে
পাণ্ডবেরা জিনেছিল কুরুক্ষেত্র-রণ ;
অশোকের বনে সীতা, রক্ষপদে প্রপীড়িতা,
ধর্ম্মবলে পেয়েছিল পতির মিলন ?

১৫

ঐ যে বৃটন জাতি, যাহার বীরত্ব-ভাতি,
হয়েছে দিগন্তময় অমর-বাসনা ;
রোমক, নর্ম্মাণ আর, ওলন্দাজ, দিনেমার
করিয়াছে কতবার তাদের লাঞ্ছনা।

১৬

উঠ উঠ ত্বরা করি, উঠ শয্যা পরিহরি,
বিধাতার শৃঙ্গনাদ করহ শ্রবণ ;
আলস্য-ঔদাস্য ফেলে, কর্ম্ম-ক্ষেত্রে যাও চলে,
জীবনের মহাব্রত করহ সাধন।—"

১৭

শুনিয়া আশার গীত, শান্ত হলো কবি-চিত,
আশার আদেশে কবি মেলিয়া নয়ন,
দেখিলা নূতন ছবি, নূতন সুধাংশু, রবি,
সে এক নূতন রাজ্য নয়নরঞ্জন !

১৮

দীপ্তিময় নভস্তল, সুশ্যামল ধরাতল,
গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বহে কনক-লহরী ;
নূতন মানবজাতি, (নূতন মুখের জ্যোতি)
রয়েছে ভারত ভূমি পরিপূর্ণ করি।

১৯

উত্তরেতে হিমগিরি, হাসিতেছে ধীরি ধীরি,
পাদমূলে বসিয়াছে সাধক সহস্র ;
সাধিতেছে জ্ঞানধর্ম্ম, যোগ, ভক্তি আর কর্ম্ম,
নূতন নূতন তত্ত্ব কহিছে, অজস্র।

২০

পূরব-পশ্চিমে কিবা হয়েছে অপূর্ব্ব শোভা,
বীরমদে ধাইতেছে লক্ষ লক্ষ সেনা ;
জয়মাল্য বেঁধে মাথে, শান্তির নিশান হাতে,
গাইছে ভারত-যশ যত বীরাঙ্গনা।

২১

দক্ষিণে সমুদ্র-জলে ছুটিতেছে দলে দলে
পোত যত, নাম লেখা বাঙ্গালা অক্ষরে,
বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থ কত বহে, নাহি অন্ত,
ভারতের পণ্য যত বহে থরে থরে।

২২

মধ্যদেশে বিন্ধ্যাচল পরম প্রীতির স্থল,
কীর্ত্তির মন্দির তথা উঠেছে আকাশে ;
বসেছেন তার মাঝে, কনক-সরোজ-রাজে
ভারতের রাজ-লক্ষ্মী পরম হরষে।

২৩

নানা দিক্ দেশ হতে, নানা রত্ন লয়ে হাতে,
আসিতেছে কত লোক না যায় গণন ;
বীর, কবি, দার্শনিক, বণিক ও বৈজ্ঞানিক,
আনন্দে দেবীরে সবে করিছে অর্চ্চন।

২৪

আবার কহিলা আশা, মধুর মধুর ভাষা,
"—এই যে সুন্দর দৃশ্য দেখ কবিবর,
এ সব কল্পনা নয়, হবে সত্য সমুদয়,
ভারতের ভবিষ্যৎ এমনি সুন্দর।

২৫

চলেছে প্রভাত-বায়, বিহঙ্গ আকাশে ধায়,
বিধাতার শৃঙ্গনাদ করহ শ্রবণ;
আলস্য-ঔদাস্য ফেলে, কর্ম্ম-ক্ষেত্রে যাও চলে,
জীবনের মহাব্রত করহ সাধন।"

ভারত-মঙ্গল।

(বসন্তে স্বপ্ন)

বাজায়ে মোহন বীণা দেব-তপোধন,
আনন্দে অমরাবতী করিলা গমন,
বামে শচী সোহাগিনী,—শশী-সঙ্গে সৌদামিনী,—
যথা শোভে সুরপতি সহ সুরগণ,
—অতুল বাসবসভা, ভূতলস্বপন!—

২

দেবর্ষি কহিলা গিয়া ত্রিদশের দলে,
" উৎসব-আমোদে আজ মজহ সকলে,
হাস্য মুখে দেবমাতা, কহিলেন এ বারতা,
(ধোয়াও অমরাবতী মন্দাকিনী-জলে)
ভারত হবেন রাণী অবনীমণ্ডলে।"

৩

উঠিল অমরবাদ্য অমরনগরে,
শোভিল অমরপুরী পারিজাত-থরে ;
দেবর্ষি বাজান বীণা ; "তাধিয়া তাধিয়া ধিনা,"
মুরজ-মন্দিরা বাজে বিদ্যাধরী-করে ;
পূরিল সকল বিশ্ব সঙ্গীতের স্বরে।

(ঐক তান)

শুভক্ষণ যায় বয়ে ত্বরা করি যাওরে,
ভারতমঙ্গলগীত প্রাণভরে গাওরে ;
আন শিঙ্গা, তূরী, ভেরী, শঙ্খ, ঘণ্টা ত্বরা করি,
মধুর মন্দিরা আর মৃদঙ্গ বাজাওরে,
ভারতমঙ্গলগীত একবার গাওরে।

৪

কি শুনি, কি শুনি ঐ আনন্দের ধূম !
মরুভূমে ফুটিল কি অকাল-কুসুম ?

ওই যে জননী এসে, দেখা দিলা হেসে হেসে,
রাজরাণীবেশে আহা উজলিয়া ভূম!
জাগরে ভারতবাসি ত্যজ ঘোর ঘুম।

৫

ধরণী ধরেছে কিবা আনন্দমূরতি!
বিমল অম্বরকোলে খেলে দিনপতি,
ভ্রমর-কোকিল গায়, শুনে প্রাণ উড়ে যায়,
মৃদুল তরঙ্গে রঙ্গে বহে মৃদুগতি,
উঠরে উঠরে ভাই ভারত-সন্ততি!

৬

আনন্দে মায়েরে লয়ে চল সবে যাই হে,
হিমাদ্রির হেমকূটে যতনে বসাই হে;
সিন্ধু আর ভাগীরথী, গোদাবরী, সরস্বতী,
নর্ম্মদা-কাবেরী-জলে কস্তুরী মিশাই হে,
ভারত-কলঙ্ক যত তাহাতে ধোয়াই হে।

(ঐক তান)

শুভ ক্ষণ যায় বয়ে ত্বরা করি যাওরে,
ভারতমঙ্গল-গীত প্রাণ ভরে গাওরে;
আন শিঙ্গা, তূরী, ভেরী, শঙ্খ, ঘণ্টা ত্বরা করি,
মধুর মন্দিরা আর মৃদঙ্গ বাজাওরে;
ভারতমঙ্গল-গীত একবার গাওরে।

৭

কাশী, কাঞ্চি, নবদ্বীপ, সব পরিহরি,
এস যত আর্য্যসুত, এস ত্বরা করি,
সবে মিলে এক তানে, মত্ত হও বেদগানে,
শুভক্ষণে ভারতেরে অভিষেক করি,
এস যত আর্য্যসুত, এস ত্বরা করি।

৮

ছাড়ি মহারাষ্ট্র, পঞ্চনদ রাজস্থান,
বীরবেশে বীরবৃন্দ করহ প্রস্থান,
এস যত বীর বালা, যতনে গাঁথহ মালা,
জাতি-যূথি-মল্লিকায়—মধুর আধান—
ভারতের কণ্ঠে আসি করহ প্রদান ;

৯

দাসত্ব ছাড়িয়া এস বঙ্গবাসী যত,
ম্রিয়মাণা বঙ্গবালা লজ্জাবতী-মত,
চারুশালা পতিব্রতা, সরলতা-পবিত্রতা-
প্রীতি উপহারে আসি পূজহ নিয়ত
ভারতের রাঙা পদ, দেখি মনোমত।

(ঐক তান)

শুভক্ষণ যায় বয়ে ত্বরা করি যাওরে,
ভারতমঙ্গল-গীত প্রাণভরে গাওরে ;
আন, শিঙ্গা, তুরী, ভেরী, শঙ্খ, ঘণ্টা ত্বরা করি,

মধুর মন্দিরা আর মৃদঙ্গ বাজাওরে;
ভারতমঙ্গল-গীত প্রাণভরে গাওরে।

১০

শুভ ক্ষণে শুভ যাত্রা কর শীঘ্র করে,
"জয় ভারতের জয়!" গাও সমস্বরে,
উঠ উঠ উঠ রথে, কুসুম ছড়াও পথে,
শান্তির নিশান শুভ্র উঠাও অম্বরে;
"জয় ভারতের জয়!" লেখ তারপরে।

১১

ধোয়াও সকল স্থান গোলাপী আতরে,
সাজাও কুসুমদাম প্রতি ঘরে ঘরে,
অগুরু চন্দন যত, মাখ তাতে মনোমত,
ঢাল দুগ্ধ, ঘৃত, মধু হেমকুম্ভ ভরে,
দেখিয়া লাগুক ত্রাস দেবাসুরনরে!

১২

নব নব রাগতানে গাঁথি গীতহার,
মায়ের চরণে সবে দাও উপহার;
মধুর পঞ্চমে গাও, অম্বর পূরিয়া দাও,
পাখোয়াজে মিশাইয়া সারঙ্গ, সেতার,
গাও সবে কুতূহলে বসন্ত-বাহার।

(ঐক তান)

শুভ ক্ষণ যায় বয়ে ত্বরা করি যাওরে,
ভারতমঙ্গল-গীত প্রাণ ভরে গাওরে,

আন শিঙ্গা, তূরী, ভেরী, শঙ্খ, ঘণ্টা ত্বরা করি,
মধুর মন্দিরা আর মৃদঙ্গ বাজাওরে ;
ভারতমঙ্গল-গীত একবার গাওরে।

কলির রাজসূয়।

১

উঠরে সকলে, দেখরে চাহিয়া,
কি আনন্দ আজ এই পুণ্যভূমে।
আনন্দ-লহরী উঠি উথলিয়া
ভাসাইল দেশ! কেন আর ঘুমে?

২

কেন আর ঘুমে? মেলিয়া নয়ন
সার্থক জীবন কর রে এ দিনে ;
এ হেন উৎসব হয়নি কখন,
হয়নি কখন অযোধ্যা-উজ্জিনে,

৩

হয়নি কখন হস্তিনা-গোকুলে,
কাব্য-ইতিহাসে নাহি রে তুলনা ;
আজিকার রঙ্গ দেখ প্রাণ খুলে,
ধরাতলে আর কখনো হবে না।

৪

বহিছে পবন সুখ-সমাচার
পৃথিবী ভরিয়া, দিগন্ত ব্যাপিয়া ;
চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, পর্ব্বত, পাথার,
নাচিছে সকলি আনন্দে মাতিয়া।

৫

কহিছে পবন শুভ সমাচার,
"ভারভ-ঈশ্বরী" রাণী ভিক্টোরিয়া,
ইন্দ্রপ্রস্থ-ধামে হবেন এবার,
তাই এ আনন্দ ভারত ভরিয়া !"

৬

"রাজরাজেশ্বরী ভারত-ঈশ্বরী"
সাজিবেন রাণী আপনি এবার ;
কোটি কহিনুর সম রূপ ধরি
ঘুচাবেন রাণী ভারত-আঁধার !"

৭

বাজিল বাজনা কালিন্দীর কূলে
গভীর নিনাদে কাঁপায়ে গগন ;
ঠেকিল সে ধ্বনি সিন্ধুর সলিলে,
প্রতিধ্বনিচ্ছলে কাঁপিল ভুবন !

৮

কোথা হিমাচল, কোথা ঘাট গিরি,
কোথা ব্রহ্মপুত্র, কোথা পঞ্চনদ,
কোথা ভাগীরথী, কোথা গোদাবরী,
উৎসব-আমোদে সব গদগদ।

৯

এ শুভ সময়ে বাজ ওরে বাঁশি,
মধুর পঞ্চমে উঠাইয়া তান ;
সুখের সাগরে বেড়াও রে ভাসি,
উৎসব-মঙ্গল কর তবে গান।

১০

আয় রে ভারতি চল, সবে যাই,
নয়ন জুড়াবে বারেক হেরিয়া ;
ভারত-ঈশ্বরী অপূর্ব্ব মূরতি,
শতেক রাজন্য রয়েছে ঘেরিয়া !

১১

দেবদল মিলি ইন্দ্রালয়ে বসি
গিরিরাজ পদ সেবে রে যেমন ;
তেমতি আজিকে ভারতভবনে
রাণী ভিক্টোরিয়া লভে আরাধন !

১২

ভুবনবিদিত বলবীর্য্যশালী
নৃপকুলে জন্মে ভূপতি যারা ;

ভারতেশ্বরীর চরণ সেবিয়া
দেখরে, আজিকে কৃতার্থ তারা !

১৩

প্রীতিপূর্ণ মুখ, পবিত্র হৃদয়,
নেত্র জ্যোতির্ম্ময়, ললাট উজ্জ্বল ;
দেবের বাঞ্ছিত ও পদকমলে
শত শশধর করে ঝলমল !

১৪

এরূপ সুষমা, এহেন উৎসব
দেখিবি রে যদি, ত্বরা করি আয় ;
এ মহেন্দ্রক্ষণ রবে কতক্ষণ ?
শুভ ক্ষণ যায়, ত্বরা করি আয় !

১৫

আয়রে কাশ্মীরি, ভুটিয়া, নেপালি,
আয় রজপূত, সৈন্ধব, মালব,
মাগধ, মৈথিলি, উড়িয়া, বাঙ্গালি,
দ্রাবিড়ি, তৈলঙ্গি আয় চলি সব।

১৬

সবে মিলি আসি দেহ করতালি,
ভারতেশ্বরীর গাও গুণগান ;
গাও সমস্বরে দুই বাহু তুলি,
বাজ্‌রে বাঁশরি উঠাইয়া তান।

কোথা গো ভারত, দেখ মা চাহিয়া,
কি আনন্দ আজ ঘরে ;
সুর নর যেন একাসনে বসি,
আনন্দে উৎসব করে !
দেখ মাগো ঐ অযুত পতাকা
ঠেকেছে গগনতলে ;
“বৃটিশের জয় !” লোহিত অক্ষরে,
বিজলির মত জ্বলে ।
করিয়া সুচারু, কত করি কারু,
ঢাকিয়াছে আজ ধরা ;
আজি ঘরে ঘরে, ফুল থরে থরে,
সৌরভে অম্বর ভরা !
কস্তুরী, চন্দন, আতর, গোলাপ,
গন্ধরস আদি যত ;
স্বদেশী বিদেশী, সুগন্ধির রাশি,
ঢালিয়াছে মনোমত !
জ্বলিছে আতস, হাউই, ফানস
ছুটিছে গগনময় ;
বুঝি বা অনলে, পুড়ে গেল দেশ,
দেখিয়া লাগিছে ভয় !
পরেছে ধরিত্রী ; আলোক-মেখলা,
আলোকে ভূলোক বাঁধা ;

দশ দিক্ ময়, কেবলি আলোক,
নয়নে লাগিছে ধাঁদা !
বাজে জয় ঢাক, ফুকিছে পিনাক,
"বৃটিশের জয় !" রবে ;
দেখ মা উঠিয়া, বারেক চাহিয়া,
হেন দিন কবে হবে ?
ভিখারিণী তুমি, আমরা তোমার
অধম সন্তান অতি ;
দেখি নাই মাগো, হেন ঘোর ঘটা,
হীনপ্রাণ অল্পমতি !
ঐ শোন মাগো, তোরণে তোরণে,
(শুনিয়া হতেছে ভয় ;)
বাজে নওবৎ গভীর আরাবে,—
"জয় বৃটিশের জয় !"
চল মাগো যাই, ইন্দ্রপ্রস্থ-ধামে,
দেখিব নূতন রঙ্গ ;
বৃটিশ-প্রতাপে, সমবেত যথা
দক্ষিণ, পঞ্জাব, বঙ্গ।
আজি ইন্দ্রপ্রস্থ বৈজয়ন্তরূপে,
কালিন্দীর কণ্ঠে সাজে ;
দেখিয়া মাধুরী অমর-মানব
স্তম্ভিত, ক্ষোভিত লাজে !

এই না সে স্থান, ইন্দ্রপ্রস্থ-ধাম,
যেখানে পাণ্ডব রাজ ;
বসিত হরষে, বসিত ঘিরিয়া,
শত শত শত রাজ ?
নাচিত অপ্সরা, গাইত গন্ধর্ব্ব,
কিন্নর ধরিত তাল ;
সেই রাজসভা না ছিল এমন,
গিয়াছে সে সব কাল !
সেই ইন্দ্রপ্রস্থ শোভিছে কেমন,
দেখ মা নূতন রঙ্গ ;
যক্ষ-রক্ষ-সুর, পূরব, পশ্চিম,
হইয়াছে এক সঙ্গ !
কাশ্মীর, গান্ধার, যুনান, ইটালি,
সকলি মিলেছে আসি ;
বাজে অরগ্যান ত্রিতন্ত্রীর সঙ্গে,
ফ্লুটসহ স্ফূরে বাঁশি !
চল মাগো যাই, রণরঙ্গভূমে,
দেখিব নূতন রঙ্গ ;
সহস্র কামান, গভীর গরজে,
ভয়ে যে কাঁপিছে অঙ্গ !
অজস্র উঠিছে অনলের শিখা,
দশ দিক ধূমময় ;

আকাশ-পাতাল, ফেটে উঠে ধ্বনি,
"জয় বৃটিশের জয় !"
অনন্ত পদাতি ছুড়িতেছে গোলা,
তারা-দল পড়ে খসি,
বিদ্যুতের বেগে ধায় অশ্বারোহী,
করেতে উলঙ্গ অসি !
সবে মত্ত আজি সমর-উৎসবে,
অমরে না করে ভয় ;
ঐ যে উঠিছে, ঘোর সিংহনাদ,
"জয় বৃটিশের জয় !"
এই না জননি, সেই কুরুক্ষেত্র,
ভারতের বধ্যভূমি !
রেখেছ যেখানে কর্ণ-দুর্য্যোধনে,
ভীষ্ম-দ্রোণাচার্য্যে তুমি ?
সেই রণক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র আজি
বৃটিশ-গৌরবে কাঁপে ;
বৃটনিয়া বীর বর্ম্মে ঢাকি দেহ
যুঝিতেছে বীরদাপে।
মাভৈ মাভৈঃ ! ডাকিছে সঘনে,
সমনে না করে ভয় ;
ঐ শোন মাগো, রণতূরী বাজে,
"জয় বৃটিশের জয় !"

১

চল সবে যাই রাজসভাস্থলে,
এ হেন সমিতি হয়নি ভূতলে,
বারেক হেরিয়া নয়ন জুড়াই ;
ধিক ইন্দ্রালয় অমর-বাসনা !
কৌরবের সভা ব্যাসের কল্পনা !
তুলনা ইহার কোথা নাহি পাই !

২

চেয়ে দেখ ঐ স্বর্ণ-সিংহাসনে,
ভারতের রাণী প্রফুল্ল আননে,
ললাটে ঝলসে গৌরবের রবি ;
রাজদণ্ড করে, রাজসোহাগিনী,
শ্বেতভূজা সতী কিরণ-মালিনী,
অমর-বাঞ্ছিত আনন্দ-ছবি !

৩

অপূর্ব্ব মূরতি অতুলনা ভবে,
এমন সুদিন আর কিরে হবে,
ভূভারতে হেন কে দেখেছে আর ?
একাসনে বসে নরপতি সব,
সবাই স্তম্ভিত সবাই নীরব ;
ধন্য বৃটনিয়া গৌরব তোমার !

৪

ঐ যে উত্তরে কাশ্মীরের পতি,
বাঁধি শিরোপরে মুকুতার পাঁতি,
চারু কণ্ঠে দোলে কাশ্‌মীরী শাল !
বসিয়া দক্ষিণে জঙ্গ বাহাদুর,
ভুটানের দেব নহে বহুদূর,
দোঁহাকার মাঝে সিকিম-ভূপাল।

৫

ঐ যে পশ্চিমে মানী মহামনা
উদয়পুরের বসেছেন রাণা
ভূপতি-সমাজে উচ্চ করি শির ;
দুই পাশে বসে নৃপতি-সমাজ,
জয়পুর আর যোধপুর-রাজ,
পাতিয়ালা, ঝিন্দ, আর বিকানির !

৬

অদূরে দক্ষিণে দেখ রে চাহিয়া,
বীরসিংহসম বসেন সিন্ধিয়া,
দক্ষিণে নিজাম, বামে হোলকার ;
ত্রিবাঙ্কুর আর কোচিন দুজন,
প্রফুল্ল বদন প্রিয়-দরশন,
কুমার সদৃশ গুইকুমার !

৭

নহে বহুদূর দেখ রে চাহিয়া,
রমণীর মণি রাণী ভূপালিয়া,
মহম্মদী কুলে গরীমার স্থল ;
পূর্ব্ব দিকে বসে বিহার-ভূপতি,
আরো কিছু দূরে ত্রিপুরার পতি,
ভারত-রাজন্য মিলেছে সকল !

৮

অপূর্ব্ব মূরতি, অতুলনা ভবে,
এমন সুদিন আর কি রে হবে,
ভূভারতে ইহা কে দেখেছে আর ?
একাসনে বসে নরপতি সব,
সবাই স্তম্ভিত, সবাই নীরব ;
ধন্য বৃটনিয়া গৌরব তোমার !

৯

ভারত-বিজয়ী পাণ্ডব যখন
রাজসূয় যাগ করিল, ক'জন
মিলেছিল রাজা হিন্দুবংশধর ;
হিন্দু-মুসলমান আজি এক ঠাঁই,
রমণীপুরুষে ভেদ মাত্র নাই,
বৃটিশ প্রতাপে কাঁপে থর থর !

উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব কি পশ্চিম,
দশদিকে থাকি শোনরে সবে ;

পর্ব্বত-পাথারে, গৃহ কি কান্তারে,
যে আছ যেখানে, বিপুল ভবে!
বৃটন-নন্দিনী, রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া
ভারত-ঈশ্বরী হলেন আজ্;
করযোড়ে তাঁরে মাগিছে মেলানি,
শত শত শত ভারত-রাজ!
হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ কি পারসী,
সকলি প্রণত, সকলি বশ;
প্রতাপে পরাস্ত, সকলি তটস্থ,
ভারতেশ্বরীর গাইছে যশ!
অপার মহিমা, অসীম গরিমা,
ভুবন-বিদিত বিপুল নাম;
শত কোটীশ্বরী রাজরাজেশ্বরী,
অনন্ত গৌরব-গুণের ধাম;
চারি খণ্ডে যার অখণ্ড প্রতাপ,
মর্ত্ত্য-রসাতলে সবার প্রভু!
যাঁর অধিকারে ভয়ে দিবাকর
অস্তাচলগামী নয় রে কভু!
সপ্ত সিন্ধু যার, বহে রণতরী,
পদতলে পড়ি করে রে খেলা;
শত রাজকোষ তোষে রে যাহারে
মাণিক-রতনে পূরিয়া থালা!

সেই ভিক্টোরিয়া, শ্বেতদ্বীপ-রাণী
ভারত-ঈশ্বরী হলেন আজ্ ;
যোড় করি কর, মাগিছে মেলানি,
শত শত শত ভারত-রাজ !
পূর্ব্ব কি পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ,
যে যেখানে আছ, যাওরে দেখে ;
যুগ-যুগান্তর, শুভ সমাচার
স্বর্ণ-অক্ষরে রাখ রে লিখে।
পশ্চিমে গান্ধার, পূর্ব্বে ব্রহ্মপুরী,
উত্তরে নগেন্দ্র, দক্ষিণে সাগর,
এ বিশাল ভূমে আছে যত রাজ্য,
উপরাজ্য কিম্বা দেশ দেশান্তর,
রাণী ভিক্টোরিয়া সকলের প্রভু,
প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নাহি রে তাঁর ;
এ ভারতভূমি আজিকে অবধি
বৃটিশের, নাই অন্য অধিকার !
রাজপুত, শিখ্ বাঙ্গালী, পারসী,
মহারাষ্ট্রী কিম্বা মোগল, পাঠান,
আবাল বণিতা শোন এই কথা,
ভারতেশ্বরীর গাও গুণগান।
এই শুভ দিনে, শুভ আশীর্ব্বাদ
কররে সকলে দুবাহু তুলিয়া—

"সদা সুখে থাক, সদা সুখে রাখ,
দীর্ঘজীবী হও রাণী ভিক্টোরিয়া!"

১

আর একবার বাজ ওরে বাঁশি,
লুটাও ধূলায় অশ্রুজলে ভাসি,
অধম বাঁশরি, বাজ্‌রে বাজ্‌;
নিয়ত মরমে যাহার বেদনা,
সময়াসময় সে কভু মানে না,
তার কি রে ভয়, তার কি রে লাজ?

২

"ওগো ভিক্টোরিয়া ভারত-জননি,
মরমের দুটী দুঃখের কাহিনী
এ শুভ সময়ে তোমারে কই;
রাজভক্ত জাতি চিরদিন মোরা,
তুমি রাজ্যেশ্বরী, তোমারি আমরা,
জানিনে আমরা তোমারে বই।

৩

তব রাজ্যে মোরা বড় সুখে থাকি,
সুখে দুঃখে মোরা তোমারেই ডাকি,
শয়নে স্বপনে তব গুণ গাই;
বিপদে অভয় দিতেছ জননি,

জ্ঞানধর্ম্মে মাগো করিতেছ ধনী,
ধন্য তব দয়া, বলিহারি যাই!

৪

মা বলিয়া যদি জানাই বেদনা,
কৃতঘ্ন বলিয়া করোনাকো ঘৃণা,
কার মুখে চাব, যাব কার দ্বারে?
তব সুখরাজ্যে শুক্ল-কৃষ্ণ-ভেদ
দেখিয়া অন্তরে হয় বড় খেদ,
এ কলঙ্ক মাগো ঘুচাও সত্বরে।

৫

যুগযুগান্তর এ ভারতভূমে
আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা ক্রমে
করিলা বসতি, কত পরিশ্রমে
লভি আর্য্য রাজ্য পাতিয়া দেহ;
স্মরিতে সে দিন বহে অশ্রুধারা,
এ মাটীর সঙ্গে মিশেছেন তাঁরা,
তার সাক্ষী মাগো এই বসুন্ধরা,
আমরা তাঁদের নই কিগো কেহ?

৬

জন্মভূমি বটে জননী সমান,
আপন বলিয়া করি অভিমান,
যখন, কি ক'ব, থাক্ অভিমান,
মাটির উপরে দাঁড়াইলে হায়!

তব সুখ-রাজ্যে একি উৎপাত,
বৃটন-নন্দন আসি অকস্মাৎ,
অসভ্য বলিয়া করে পদাঘাত !
এ দুঃখ কি আর সহন যায় !!

৭

সপ্তসিন্ধু-পারে আছ মা বসিয়া,
ভারতের দশা দেখিলে আসিয়া
দয়াবতী তুমি, কাঁদিতে আপনি ;
ভাসা'ওনা মাগো অকূল পাথারে,
পাঠা'ওনা আর কোন দুরাচারে,
হওনাকো আর কলঙ্কভাগিনী।

৮

মা বলিয়া মাগো জানাই বেদনা,
কৃতঘ্ন বলিয়া করোনাকো ঘৃণা,
কার মুখে চাব, যাব কার দ্বারে ?
ন্যায়দণ্ডে ধরা শাসিতেছ তুমি,
এই দুঃখে কাঁদে এ ভারতভূমি,
এ কলঙ্ক মাগো ঘুচাও সত্বরে।

৯

আর এক কথা বলি মা তোমারে,
(কারে আর কব, যাব কার দ্বারে ?)

ভারতের নাই সে সব দিন;
ভারতের নাই সেই বীর্য্যবল,
ভারতের নাই সে ধনসম্বল,
ভারত-সৌভাগ্য হয়েছে লীন!

১০

ভুবন-পূজিত আর্য্যকুল-ধর
আমরা হয়েছি মণ্ডূক-শোশর,
ভীরু কাপুরুষ অধম অতি!
নাহি ধর্ম্মবল, নাহি জ্ঞানবল,
নাহি ধনবল, দেহে নাহি বল,
দাস-অনুদাস দাসের জাতি!!

১১

কিন্তু গো জননি, পড়ে যবে মনে
পূর্ব্ব কথা, জ্বলি শোকের আগুনে,
তখনই ভারতবাসিরে ডাকি;
উঠ! উঠ! বলি ডাকি বার বার,
মনের আবেগে করি হাহাকার,
তুমি শিখায়েছ, তাই মা ডাকি।

১২

মৃত প্রাণে হবে চেতনা-সঞ্চার,
এ আশায় যবে করি চীৎকার,

তখন তোমারে এই অনুরোধ ;
এই অনুরোধ রেখো গো জননি,
তোমার সুযশ ঘোষিবে অবনী,
রাজদ্রোহী বলে করোনাকো ক্রোধ।

১৩

বাজ্‌রে বাঁশরি বাজ্‌রে আবার,
মধুর পঞ্চমে উঠাইয়া তান ;
মুছি ত্বরা করি অশ্রুবারি-ধার,
ভারতেশ্বরীর গাও গুণগান।
"জয় ভিক্টোরিয়া ! ভারত-ঈশ্বরি,
শ্বেতদ্বীপ-সুতা অমর বাঞ্ছিতা,
বৃটন-নন্দিনি, রাজ-সোহাগিনি,
জয় জয় জয় মহিমা তোমারি !"

কবির স্বপ্ন।

(লর্ড লিটনের শাসনকালে লিখিত।)

১

হয়েছে বিষম নেশা, নয়নে নাহিক দিশা,
হা বিধাতঃ এ আমায় জানিয়াছ কৈ ;
পথঘাট নাহি জানি, নাহি মাত্র জনপ্রাণী,
কাহারে শুধাই কথা কাহারেই বা কই !

২

চারিদিকে মহারণ্য, পথ মাত্র নাহি অন্য,
আছে এক পথ, সেও নরকের দ্বার ;
পিশাচ পেতিনী মিলি, করিছে বিকট কেলি,
শ্মশানে পড়িয়া শব হাজার হাজার !

৩

নিদারুণ রে বিধাতা, জ্বলিছে অসংখ্য চিতা।
ধোঁয়াতে করেছে দশ দিক অন্ধকার ;
কি বিষম পূতিগন্ধ, ফেটে যায় নাসারন্ধ্র,
প্রাণবায়ু হলো বপু গিয়েছি এ বার !

৪

মরণের নাই বাকী, ভয়ে চক্ষু মুদে থাকি,
দানা, দূত, ভূতগুলি আইছে ধাইয়া ;

শকুনি-গৃধিনী-ঠাট, মারিতেছে পাখ-সাট,
এবার খাইবে বুঝি চক্ষু উপাড়িয়া !

৫

একিরে, বাপরে বাপ ! এ যে বড় কাল সাপ,
বিষের আগুন জ্বলে নয়ন ভরিয়া ;
জিভ বাড়াইয়া আছে, পাকুক ধরিবে পাছে,
আগেই মারিবে ঐ আগুনে পুড়িয়া !

৬

ডাকিনী খাইছে মরা, রুধিরে ভাসিছে ধরা,
যোগিনী চাটিছে তাই চক্ চক্ চক্ ;
কি বিষম কোলাহল, নাহি আর অন্নজল,
এত নহে নরলোক, সাক্ষাৎ নরক !

৭

কোথা মাতা কোথা পিতা, এ সময়ে র'লে কোথা ?
অকালে হারাই প্রাণ, দেখিলে না আসি ?
এত ভালবাসি যারে, এবার ছাড়িনু তারে,
হায় হায় হারাইনু, কোথা সে প্রেয়সী !

৮

আবার আসিছে দূরে, মত্ত হস্তী ওটা কিরে,
চাহিতেছে ফিরে ফিরে, কেড়ে নিবে প্রাণ ;
হইয়াছে ধরধর, জগদীশ, রক্ষা কর !"
এত বলি ভয়ে কবি হারাইলা জ্ঞান।

৯

আবার চেতনা,—"এ কি ! চারি দিকে এ কি দেখি,
এত হাতী, এত ঘোড়া, এমন বিভব !
এ দেখি প্রকাণ্ড কাণ্ড, কেন এত বাদ্যভাণ্ড,
ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া এত কিসের উৎসব ?

১০

কিসের উৎসব এটা, কেন এত আশাসোটা,
কেন এত করি ঘটা নিশান উড়াও ?
হাতিতে শোয়ার করি, বলরে মাহুত মরি !
আবার আমারে আর কোথা লয়ে যাও ?

১১

জাহ্নবীর দুই কূলে কস্তুরী-চন্দন-ফুলে,
কেন সাজায়েছ ডালা—পূজার বিধান ;
জাহাজ, পিনেস যত ছুটিতেছে অবিরত
গাইয়া সুখের সারি, উড়ায়ে নিশান !

১২

দুর্গ মাঝে ওকি শুনি, হইতেছে তোপধ্বনি,
গুরুম্ গুরুম্ গুম্ বিষম আওয়াজ ;
যত রাক্ষসের চেলা চতুরঙ্গে করে খেলা,
সঘনে ডাকিছে শিঙ্গা "সাজ্ সাজ্ সাজ্ !"

১৩

নগর আলোকে হাসে, রাজপথে দুই পাশে
বন্দীরা গাইছে গীত, হাজার হাজার ;

রামরম্ভা, ফুলমালা সহর করেছে আলা,
বসেছে মঙ্গল-ঘট কাতারে কাতার!

১৪

উহুঃ কিরে পরিপাটি, চেয়ে দেখ রাজবাটী,
স্বর্গ কি পড়েছ ভেঙ্গে, মাটির উপরে?
কি বিচিত্র আয়োজন, রমণীয় সিংহাসন!
কহ মোরে লোকজন, কোথা নেও ধরে?

১৫

এযে দেখি ভোজবাজি, কপাল প্রসন্ন আজি,
তবে যে হলেম রাজা আমি পৃথিবীর!
ভাবি যারে নিরবধি, সে ধন মিলালো বিধি,
যা হবার হয়ে গেছে বুদ্ধি করি স্থির।

১৬

ওহে মন্ত্রি, এস এস, নিকটে ঘনিয়ে বসো,
গোটা কত কথা রসো, বলিহে তোমায়;
প্রজারে দেখাও ভীতি, এই মূল রাজনীতি,
সুশীল সচিব তুমি জান সমুদয়।

১৭

প্রজাগুলি রাজভক্ত, শোষ ধন, শোষ রক্ত,
আমাদের উপযুক্ত এইত সময়;
আতুরে দিও না ভিক্ষা, মূর্খেরে দিওনা শিক্ষা,
রাজ্যরক্ষা, ধনরক্ষা ইহাতেই হয়!

১৮

আজ্ঞা দেহ কোতোয়ালে, কি সকাল কি বিকালে
নির্দ্দোষিরে পালেপালে করুক সংহার ;
ইহাতে যে হবে রুষ্ট, সেই জন জেনো দুষ্ট,
মুষ্ট্যাঘাতে মুণ্ড গোটা ভেঙ্গে ফেলো তার !

১৯

যার ঘরে আছে ধন, তারে করে নিমন্ত্রণ
আনহ সত্বর করি রাজ-সভাতলে ;
রাখ তারে কেশে ধরে, পাদ্যঅর্ঘ দিলে পরে,
দাসত্বের জয়পত্র বেঁধে দাও গলে !

২০

যে পেয়েছে কিছু জ্ঞান, বধহ তাহার প্রাণ,
কলঙ্ক না হয় যেন, সুকৌশল করে ;
দেহ মদ, দেহ গাঁজা, চাষার হইবে সাজা,
এমন আস্পর্দ্ধা কিছু লেখাপড়া করে !

২১

রাজত্বের গুরু ভার, চিন্তার নাহিক পার,
করেছি অনেক চিন্তা, মাথা গেল ঘূরে ;
দূর হোক্ দণ্ডছত্র, এ সব কাগজ-পত্র
সেক্রেটারি ধর লহ, রেখে দাও দূরে !

২২

কোথারে বয়স্য ভাই, ত্বরা করি চল যাই,
সুসময়ে করি গিয়ে অরণ্য-বিহার ;

আশপাশে নাই যুদ্ধ, অন্দরমহল শুদ্ধ
সাগরে পর্ব্বতে সুখে ভ্রমিব এবার!

২৩

ওকি রে বিষম শব্দ! আকাশ পাতাল স্তব্ধ,
এবার করিবে জব্দ শত্রু অগণন:
মুখে শব্দ "মার মার!" হানিতেছে হাতিয়ার,
চারি দিক্ অন্ধকার মেদিনী-গগন!

২৪

সব হলো ছাইমাটি, কোথা সেই রাজবাটী?
কোথা সেই ছত্রদণ্ড, কোথা সিংহাসন?
কি ভীষণ রণক্ষেত্র! এ যে সেই কুরুক্ষেত্র,
দিবারাত্র দুই দলে হইতেছে রণ!

২৫

আয়রে যবন বেটা, আজিকে রাখিবে কেটা,
করেছিস বড় ঘটা, বড় গণ্ডগোল,
প্রাণ যাবে পদাঘাতে, বেঁধে নিব পায়ে হাতে,
আজিকে পিঠের চামে বাজাইব ঢোল!

২৬

মার্ মার্ মার্ তবে, ঐ যে আসিছে সবে
"জয় জয় জয়!" রবে শুনিতে না পারি;
সহসা হইল এ কি? রক্তে নদী বহে দেখি!
বিধাতা দিয়েছে ফাঁকি, অদৃষ্ট আমারি!

২৭

উহুঃ উহুঃ প্রাণ যায়, প্রহারিল কে আমায়,
কে ধরিবে আর আমায় নাহি সৈন্যগণ !
যা হোক্ মরিনু ভাল, এইবার সার হলো
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর-পাতন।

২৮

হ্যাদেগো ভারতভূমি, সকলি দেখিলে তুমি,
বিধাতা লিখিলা দুঃখ অদৃষ্টে তোমার ;
রাখিতে তোমার মান, সমরে দিলাম প্রাণ,
দুঃখ এই, না হইল তোমার উদ্ধার !

২৯

কে তুমি যমের দূত, এযে বড় অদ্ভুত,
মরার উপরে খাড়া ধর কি কারণে ;
কেন দল পদতলে, কেন বাঁধ হাতে গলে,
কেননা সংহার ঐ তীক্ষ্ণ প্রহরণে ?

৩০

কি বিকট অন্ধকারে ফেলে গেলি আজি মোরে,
আত্মহত্যা করিবারো নাহি অবসর ;
শোন্‌রে পামর মতি, আজি মোর এ মিনতি,
অনলে ফেলিয়া মোরে ভস্মসাৎ কর্।

৩১

ওরে মহম্মদঘোরি, ছেড়ে দে বন্ধনদড়ি,
সামান্য মানব আমি, শত্রু বটি তব ;

শোনরে যবনরাজ, আমি নই পৃথ্বীরাজ,
আমারে বধিলে আর কি হবে গৌরব ?

৩২

উহুঃ উহুঃ হায় হায়, পিপাসায় প্রাণ যায়,
সর্ব্বাঙ্গে বহিছে তায় রুধিরের ধার ;
হ্যাদেগো ভারতভূমি, সকলি দেখিলে তুমি,
বিধাতা লিখিলা দুঃখ অদৃষ্টে তোমার !

৩৩

কোথা চন্দ্রসূর্য্য দুটী, দেবতা তেত্রিশ কোটি,
নয়ন মেলিয়া সবে কর দরশন।
মিছে আর কেন ডাকি ? এই ভাবে পড়ে থাকি !"
এত বলি পুনঃ কবি ঘুমে অচেতন।

৩৪

নয়ন মেলিয়া,—"হায় ! আইলাম এ কোথায় ?
চারিদিকে সব শূন্য, নাহি জনপ্রাণী ;
নাহি মাত্র জলবিন্দু, অপার বালুকাসিন্ধু !
এ দারুণ মরুভূমে কি হবে না জানি !

৩৫

ধক্ ধক্ চারি দিকে জ্বলে অনলের শিখে,
নাহি সয় নাকে চোকে, নাহি দিক্‌জ্ঞান ;
এবার গিয়েছে আয়ূ, এই যে বিষাক্ত বায়ু,
আসিছে পশ্চাতে, হায় গন্ধে নিবে প্রাণ !

৩৬

অবসান হলে বেলা আসিবে যমের চেলা
ভীষণ কেশরীগুলা ভ্রূকুটি করিয়া ;
ঐ তার পদচিহ্ন, পথ মাত্র নাহি অন্য,
নখে করি ছিন্ন ভিন্ন, খাইবে ধরিয়া।

৩৭

ধিক্ স্বদেশে মমতা! কোন্ ছার স্বাধীনতা!
কি কাজ রাজত্ব-সুখ-আকাশ-কুসুমে ?
কেন করিলাম যুদ্ধ, মরিলাম সব শুদ্ধ,
কেন বন্দী ? কেন শেষে মরি মরুভূমে ?

৩৮

সকলি ভোজের বাজি, আপনি দুঃখের সাজি
সাজায়েছি, এত দুঃখ লেখা ছিল ভালে ;
বিপাকে মরিনু একা, একবার দাও দেখা,
স্নেহ সরলতামাখা অয়ী রাজবালে!

৩৯

কোথা সেই ভালবাসা, সেই সুখ সেই আশা,
কোথা সে বিধুবদন স্বর্গের প্রকাশ ;
নিদারুণ বিধাতা রে, আর না দেখিব তারে,
আর না ঘটিবে সেই সুখসহবাস!

৪০

কোথায় কাশ্মীর-ভূমি, যেখানে প্রেয়সি, তুমি
করেছ কুসুমোৎসব গোলাপের ফুলে;

ধনরত্ন করি তুচ্ছ, রাশিরাশি ফুলগুচ্ছ
ছড়ায়েছ অঙ্গে রঙ্গে দুই হাতে তুলে!

৪১

কোথা সেই রাজপুরী, সিংহাসন? উহুঃ মরি!
কোথা মোর প্রাণেশ্বরি, কোথা রাজবালে?
নিয়ত বসায়ে কক্ষে, রাখিয়াছ চক্ষে চক্ষে,
ধরিয়াছ যারে বক্ষে, সে মরে অকালে!

৪২

সহসা কি দেখি হায়, মোর পানে কেন ধায়
ওগুলি রাক্ষস কিবা পিশাচের দল;
লোহার কিরীট মাথে, শূল, অসি দুই হাতে,
উটের উপরে চড়ি ছুটিছে কেবল!

৪৩

দস্যু এরা, সর্ব্বনাশ! আমারে করিয়ে দাস
বিদেশে করিবে বিক্রী, বুঝেছি এখন;
আমি রাজপুত্র নই, ধন, রাজ্য চাই কৈ?
তবে কেন এ বালাই!” পুনঃ অচেতন।

৪৪

ঘুমে করি ঢল-ঢলা, নাহি মনে রাজবালা,
মরমের যত জ্বালা, হলো তিরোহিত;
ঘুমপাড়ানিয়া মাসী নীরবে শিয়রে বসি,
বাজায়ে মোহন বাঁশি গাইলেন গীত,—

৪৫

“—আয় চাঁদ হেসে হেসে, ভাত দিব ভালবেসে,
যাদুর কপালে এসে যাও চিক্ দিয়ে ;
সঙ্গে আয় জাতিযূথি, কুন্দ, মাধবি, মালতি,
কবির নিকটে দিব কল্পনার বিয়ে !—”

৪৬

“কল্পনা” মধুর কথা, কবির হৃদয়ে গাঁথা,
শুনিয়া অমনি কবি, চারি দিকে চায় ;
চাঁদের নাহি সে জ্যোতি, নাহি সেই জাতি যূথী,
চারিদিকে ঘনঘটা দেখিবারে পায় ।

৪৭

অপার জলধি জলে, সামান্য তরণী চলে,
তার মাঝে বসে কবি (নাহি পরিচয়) ;
ভাবিছেন মনে মনে,— হলো বুঝি এত দিনে
শ্রীমন্তের সিন্ধুযাত্রা-পুনরভিনয় !

৪৮

“ত্বরা করি বাও ডিঙ্গা, বাজাও বাজাও শিঙ্গা,
চলেছি প্রবাসে আমি অনেক যতনে ;
শ্বেত দ্বীপে শ্বেতভুজা, করিয়া তাঁহার পূজা
ভরিব এবার তরী অনন্ত রতনে !

৪৯

উত্তরে ডাকিল মেঘ, কর্ণধার, চেয়ে দেখ্,
একি রে ঝটিকা-বায়ু বহিল ভীষণ ;
কি করিব কোথা যাব, কি করিয়ে কূল পাব ?
আর যে শুনিতে নারি তরঙ্গ-গর্জ্জন !

৫০

সাবধানে ধরো হাল, হইয়াছে বেসামাল,
এই যে ডুবিল তরী, এই গেল প্রাণ ;
হায় হায় সর্ব্বনাশ, হইতেছে রুদ্ধ শ্বাস !"
এত বলি হ'লা কবি আবার অজ্ঞান।

৫১

চেতনা পাইয়া কবি দেখিলা নূতন ছবি,
সে এক নূতন সৃষ্টি, সকলি নূতন ;
পড়িয়া নদীর কূলে অনাবৃত ভূমিতলে,
কুতূহলে চারিদিকে ফিরায় নয়ন !

৫২

প্রকাণ্ড নগর এক, গগনে দিয়েছে ঠেক,
কত সৌধ শোভে তাহে, না যায় গণন ;
মধ্যে বহে স্রোতস্বতী, (জাহাজের গতাগতি !)
অধোতে সুরঙ্গ সেতু ঊর্দ্ধে সুশোভন !

৫৩

শুভ্রকান্তি নরনারী রাজপথে দেয় সারি,
সম্পদ-সৌন্দর্য্য হেরি বলিহারি যায় ;
অকস্মাৎ নিজ পাশে দেখিয়া সে দূরদেশে
কাঙ্গালিনী রমণীরে, শুধাইলা তায়,—

৫৪

"—নীরবে শিয়রে বসে, কে তুমি এমন বেশে ?
দেহ দেবি পরিচয় সত্বরে আমায় ;
কেন এত ভালবাস, কে তোমার এই দাস,
কহ মাতঃ কেন তুমি এসেছ হেথায় ?—"

৫৫

দেবী কন,—"শোন বাছা, এ তোর বয়স কাঁচা,
এসেছিস শ্বেতদ্বীপে, তেঁই বড় ভয় ;
হেথা দুষ্ট সরস্বতী, ফিরায় সাধুর মতি,
ঐন্দ্রাজালিকের এই রাজ্য সুনিশ্চয় !

৫৬

এ দেশে আইল যারা, সকালি ভুলিল তারা,
দুনয়নে বহে ধারা স্মরিতে সে সব ;
কত অঞ্চলের নিধি হরিয়া নিয়েছে বিধি,
কত যে গৌরব মোর হয়েছে রৌরব !

৫৭

তাই বলি বাছাধন, করেছিস প্রাণপণ,
কৃতী হয়ে ফিরে তুই আয়রে ভবনে ;
যত ইচ্ছা বড় হও, চিরজীবী হয়ে রও,
জননী বলিয়া তোর থাকে যেন মনে !

৫৮

কাজ কিরে পরিচয়ে ? এই হীন বেশ লয়ে,
এদেশে দেখাব মুখ কোন্ লাজে আর ?
যাই তবে যাই আমি, সাবধানে থেকো তুমি,
আমি সে ভারত বটি জননী তোমার।—”

৫৯

এত বলি আচম্বিত, হইলেন তিরোহিত
কবির শিয়র হতে ভারত জননী ;
ভারতের নাম মাত্রে বহিল কবির গাত্রে
শোকের শোণিত, কবি জাগিলা অমনি !

৬০

ভাবে কবি—“হলো একি, আর বার একি দেখি,
এযে সেই ভগ্নগৃহ, কোথা সে সকল ?
কেন হেন বিড়ম্বনা, অনর্থক এ যাতনা ?
ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছা হউক সফল !—”

ভারতকলঙ্ক।

১

নিশীথে নিদ্রিত ধরা, নিসর্গ নীরব,
জীবমাত্র অচেতন, নাহি হাস্য-বিলাপন,
অস্তমিত প্রকৃতির আনন্দ-উৎসব।

২

অন্ধকার করিতেছে হুহুঙ্কার-ধ্বনি,
পশিল কবির কাণে, অন্য কেউ নাহি শোনে,
শয়ন ত্যজিয়া কবি উঠিলা অমনি।

৩

নাহি নিদ্রা, খুলে গেল চিত্তের দুয়ার,
চিন্তার বাতাস বহে, (আর কি সুস্থির রহে ?)
ভাবের তরঙ্গরঙ্গ উঠিল তাহার।

৪

হইল কণ্টক শয্যা ! ছুটিলা বাহিরে,
আবেগে আকুল কবি ভাবনা-বিশীর্ণচ্ছবি,
বসিলেন গিয়া শুষ্ক ব্রহ্মপুত্র-তীরে।

৫

কে জানি কি মহামন্ত্র শুনাইল কাণে,
চিন্তার নাহিক পার, চারিদিক অন্ধকার,
লাগিল বিষম ব্যথা কবির পরাণে।

৬

কহে কবি—"ভারতের সীমারেখা তুমি
ব্রহ্মপুত্র, কোন্ পাপে, কোন্ গূঢ় মনস্তাপে
হয়েছ বালুকাময় অনুর্ব্বর ভূমি ?—"

৭

উঠিল কবির মনে চিন্তা অগণন,
জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক, ইহলোক, পরলোক,
বৃদ্ধি, ক্ষয়, সুখ, দুঃখ, উত্থান, পতন !

৮

আবার একটী চিন্তা বড়ই গভীর,
প্রথমে করিয়া ছন্ন, শেষে করে অবসন্ন,
কবির হৃদয় মন হয়ে গেল স্থির।

৯

ভাবিতে ভাবিতে হয়ে তন্দ্রায় মগন,
নয়নে নাহিক স্পন্দ, পরিস্ফুট নাসারন্ধ্র,
দিব্য চক্ষে কবি পুনঃ করে দরশন,—

১০

দ্রুতগতি চলিয়াছে যুবা তিন জন,
করিয়া অনেক যত্ন, কেহ লয় ধনরত্ন,
পুস্তক, সংবাপত্র বহে দুইজন।

১১

চমকি শুধায় কবি ওহে যুবা ত্রয়,
কোথা যাও, ফিরে চাও, কথার উত্তর দাও,
কি জানি প্রকাণ্ড কাণ্ড হেন মনে লয়!

১২

হাসিয়া যুবকগণ কহিলা কবিরে,—
"কাণ্ড সে প্রকাণ্ড বটে, যদি বা কপালে ঘটে,
চলিয়াছি, যাব মোরা কীর্ত্তির মন্দিরে।"

১৩

কহে কবি,—"সাধুসঙ্গ মিলাইলা বিধি,
রহ রহ, সঙ্গে যাব, হেন সঙ্গী কোথা পাব?
ঐ যে ভাবনা ভেবে মরি নিরবধি!—"

১৪

কবিরে লইয়া সবে চলে চারি জন,
সঙ্কীর্ণ দুর্গম পথ, সিদ্ধ হতে মনোরথ,
বহু পরিশ্রম চাই অনেক যতন।

১৫

পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে যুবা দুই জন,
ভঙ্গ দিয়া পুণ্যকামে, চলিল দক্ষিণে বামে,
সহসা রাক্ষস এক আইল ভীষণ!

১৬

বিষম বিকট মূর্ত্তি দেখে কাঁপে প্রাণ?
অন্তরে পাইয়া ভয়, কহিলা যুবকদ্বয়,—
"এ ঘোর সঙ্কটে প্রভু কর পরিত্রাণ!"

১৭

হাসিয়া রাক্ষস কহে,—"দিলেম অভয়;
মম অনুগত হবে, চিরদিন সুখে রবে,
লভিবে বিপুল কীর্ত্তি বসুন্ধরা-ময়।"

১৮

প্রণত হইয়া তবে কহে যুবাদ্বয়,—
"ওপদে রাখিব ভক্তি, ঐ বটে গতি মুক্তি,
করুন আদেশ প্রভু যাহা মনে লয়।"

৪৯

এত কহি যুবা এক মত্ত ধনমদে
অঞ্জলি পূরিয়া ধন, ব্যগ্র হয়ে আর জন
গ্রন্থরাশি সমর্পিলা রাক্ষসের পদে।

২০

চতুর রাক্ষস সেই ধরি এক জনে
পরাইলা দিব্য বস্ত্র, হ্যাটকোট, অস্ত্রশস্ত্র,
দাসখত লিখাইয়া লইলা যতনে।

২১

দাসত্বের জয়পত্র বাঁধিয়া ললাটে,
মত্ত হয়ে অভিমানে, চাহিয়া আকাশ পানে
বক্র গ্রীবা করি যুবা চলিলা দাপটে!

২২

আর জনে সম্বোধিয়া কহিলা রাক্ষস,—
এস এস ত্বরা করি, কাজ কি বিলম্ব করি?
এখনি পূরাব আমি তোমার মানস।”

২৩

এত বলি হাতে দিয়া পিত্তলের অসি,
পরাইলা শিরস্ত্রাণ, বাড়াইলা বড় মান,
উজ্জ্বল নক্ষত্র-চিহ্ন বাঁধিলা শিরসি।

২৪

রাক্ষস কহিলা ‘কৃতি, বড় সুখে রবে;
সভা স্থলে নস্যধার, ভোজনেতে সুপকার,
মৃগয়াতে বাহন, এ সব মম হবে।”

২৫

এ সব দেখিয়া কবি ধিক্ ধিক্ স্বরে ;
যুবক যে ছিল সঙ্গে, হেলে পড়ে তার অঙ্গে,
ঘৃণা-লজ্জা-ক্রোধে তার শরীর শিহরে !

২৬

যুবারে কহিলা কবি,—"দেখ কি দুর্দ্দশা ;
ঠিক পথে চলো ভাই, না হইলে রক্ষা নাই !"
অমনি রাক্ষস তথা আইল সহসা।

২৭

বিষম হুঙ্কারে তার কাঁপিল মেদিনী ;
যুবারে ধরিয়া কেশে, উড়াইল দূর দেশে,
হতজ্ঞান হয়ে কবি পড়িলা অবনী !

২৮

চেতনা পাইয়া কবি চারি দিকে চায় ;
না দেখে রাক্ষসে আর, সাহস হইল তার,
সঙ্গের যুবকে শেষে দেখিবারে পায়।

২৯

শুধাইলা কবি,—"কহ কি হলো ঘটন ?
গিয়েছিনু এইবার, দেখা নাহি হতো আর
ভাগ্যে ক্রমে বাঁচিলাম, বিধির লিখন !"

৩০

যুবা কহে,—"রাক্ষসের বড় অত্যাচার ;
ধনরত্ন যত ছিল, আগে তাহা হরে নিল,
অন্নবিনা আমাদের প্রাণে বাঁচা ভার !"

৩১

"আমারে কহিল দুষ্ট কর্কশ বচনে,—
"তোমার এ অধিকার, তবু এত অহঙ্কার !
রাজদ্রোহি, আমি তোরে বধিব পরাণে !"

৩২

"এত কহি ফেলে দিল গর্ত্তের মাঝারে ;
বড় কষ্টে বেঁচে আছি, নাহি মাত্র কেশ গাছি,
ভাঙ্গিয়াছে হস্ত পদ বিষম আছাড়ে !"

৩৩

"যা হোক্ কীর্ত্তির পুরী হয়েছে নিকট ;
দ্রুত পদে চল যাই, আর কিন্তু রক্ষা নাই,
দেখে যদি পুনঃ সেই রাক্ষস বিকট !"

৩৪

উঠিয়া যুবার সঙ্গে কবি দ্রুত ধায় ;
সিদ্ধ হতে মনোরথ, ভ্রমি বহু দূর পথ,
উজ্জ্বল আলোক রাশি দেখিবারে পায়।
চাহিয়া সম্মুখ-ভাগে, যুবার চমক লাগে,
অদূরে দেখিলা পুরী শোভার আলয় ;

বিধাতা-নির্ম্মিত ঘর, বহুদূর পরিসর,
কনক-অচল যেন দিব্য দীপ্তিময় !
প্রকাণ্ড মন্দির, তার সীমা নাই উচ্চতার,
বিচিত্র পতাকা শত উঠেছে গগনে ;
দেবের উপজে ত্রাস দেখে সেই দেবাবাস
সহজে লাগিল ধাঁদা যুবার নয়নে।
পাষাণে গঠিত দ্বার, খোলে সাধ্য নাহি কার,
দৈব বলে রুদ্ধ যেন হেন মনে লয় ;
আছে সেই দরজায় শিলাখণ্ড, লেখা তায়
উজ্জ্বল লোহিতাক্ষরে এই বাক্যচয়।
"—কীর্ত্তির মন্দির এই, পশে কারো সাধ্য নেই,
প্রাণপণে না করিলে সুকৃতি-সঞ্চয়,
ভারতের পূজ্য যাঁরা, এখানে আসেন তাঁরা,
দেবের দুর্ল্লভ ইহা জানিও নিশ্চয়।
জনক, শুক, বশিষ্ঠ, তত্ত্বজ্ঞানী তপোনিষ্ঠ,
বিশ্বামিত্র-কপিলাদি আছেন এখানে ;
বাল্মীকি আর ব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
এ মর্ত্ত্যে অমর যাঁরা কাব্যসুধাপানে।
শর্ম্মিষ্ঠা, সাবিত্রী, জনা, সীতা, দয়মন্তী, খনা,
সতীত্বে পাণ্ডিত্যে যাঁরা পূজিত ভুবনে,
ভীষ্ম, দ্রোণ, যুধিষ্ঠির, পার্থ আদি মহাবীর
অশোক, বিক্রমাদিত্য বসেন সম্মানে।

শঙ্কর, ভাস্কর কিবা, ধরেন অপূর্ব্ব শোভা !
ইহাদের পার্শ্বে আরো বসে সারি সারি,
কত কত কীর্ত্তিমান যাঁহাদের গুণগান
ইতিহাসে গীত, আর লিখিতে না পারি !
গিয়েছে সে সব দিন, এ ভারত কীর্ত্তিহীন
কেন যে হইল, তাহা জানেন বিধাতা ;
আর্য্যভূমে নাই ধর্ম্ম, তপজপ, ক্রিয়াকর্ম্ম
শৌর্য্যবীর্য্য, দানধ্যান, প্রীতিপবিত্রতা !
যাবে যদি এই গৃহে, পাতিয়া নশ্বর দেহে
জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম-পথ করহ সাধনা ;
ত্যজ দম্ভ, অহঙ্কার, আলস্য, ঔদাস্য, আর
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-বিলাসবাসনা।
সাহসে বাঁধিয়া প্রাণ কর চিত্ত-সমাধান
সুকৃত-সাধনে, করি ঈশ্বরে নির্ভর ;
কীর্ত্তিপথে যাঁরা ধন্য, তাঁহাদের পদচিহ্ন
দেখি চল, সহজে কে হয়েছে অমর ?
হয়েছ ভারত-সুত, অশেষ কলঙ্কযুত,
কীর্ত্তির মন্দিরে যেতে তথাপি মানস ;
বজ্রজিৎ পক্ষভরে সুদূর অম্বরে উড়ে,
করিতে বিহার তথা পারে কি বায়স ?
নাহি গুণ, নাহি জ্ঞান, তেজবীর্য্য অভিমান,
নাহি ধর্ম্ম, নাহি কর্ম্ম, লুপ্ত সমুদয় ;

তোমাদের কর্ম্মদোষে, জগত কলঙ্ক ঘোষে,
ধর্ম্মক্ষেত্র পাপতাপ দুঃখের আলয়!
পশুত্ব করিতে জন্ম, পশুত্ব যাহার ধর্ম্ম,
অধর্ম্মের পদসেবা করেছে যে সার,
কৃমিকীটসম ভবে সদা সেই পড়ে রবে,
অলংঘ্য বিধান এই—জেনো বিধাতার।”

পাঠ করি দুঃখের লিখন,
ক্ষোভে যুবা মলিন বদন;
অধোমুখে মনোদুঃখে ধীরে ফিরে করিলা গমন।
যুবার দেখিয়া এই দশা,
ভাবে কবি—“নাহিক ভরসা,
এত দিনে ফুরাইল মনে মনে যত ছিল আশা!”
হেন কালে দিক উজলিয়া,
সুরধনী সহসা আসিয়া
কবিরে কহেন বাণী বিধুমুখে মধু বরষিয়া,—
“স্বভাবের শিশু তুমি কবি,
শোকাকুল তেঁই মুখচ্ছবি,
চির-অস্তাচলগত ভারতের গৌরবের রবি!
মর্ম্মব্যথা কব কি তোমায়,
নাহি জানি কি কাল নিদ্রায়
সোণার ভারত ভূমি অচেতন আছে মৃত প্রায়!

ঐ দেখ কীর্ত্তির মন্দির,
চেয়ে দেখ গঠন রুচির,
ভারতের ভোগ্য ইহা, পূজনীয় বটে পৃথিবীর ;
কিন্তু হায়, দেখ কি দুর্দ্দশা !
ভারতের হয়ে ভগ্নদশা,
বহুকাল কীর্ত্তিগৃহে ভারতীর নাহি যাওয়া আসা !
শত শত বর্ষাধিক গত,
আর্য্যাবর্ত্ত রয়েছে নিদ্রিত,
নাহি জানি কোন্ মন্ত্রে কত কালে হইবে জাগ্রত !
আশা আছে আর্য্যের শোণিত,
যেই ক্ষেত্রে হয়েছে পতিত,
অনুর্ব্বর সেই ভূমি চিরকাল নহে কদাচিৎ।
চিন কিনা চিন কবি তুমি,
ভারতের রাজলক্ষ্মী আমি,
জননী ভারতবর্ষ "স্বর্গাদপি গরীয়সী" ভূমি !
ভারতের আছিল যখন
স্বাধীনতা (অমূল্য রতন !)
বড় সুখে পুণ্যভূমে বহুকাল ছিলাম সুজন।
সুপবিত্র সরযুর তীরে,
(স্মরি যবে ভাসি নেত্র-নীরে !)
আছিল অযোধ্যা পুরী শত রত্ন সুশোভিত শিরে !

অবনীতে অবন্তী সুঠাম,
ধনরত্ন-বিক্রমের ধাম,
দিগন্তবিশ্রুত যাঁর অতুলিত সুবিপুল নাম !
পুণ্যবতী ভাগীরথী-তটে
চিত্রলেখা যথা চিত্রপটে,
আছিল পাটলী-পুত্র ধরা যার সুযশ প্রকটে !
কালিন্দীর কণ্ঠের ভূষণ
ইন্দ্রপ্রস্থ সিংহ-নিকেতন,
এ সব আমার ছিল যতনের সুখের ভবন।
আর্য্যাবর্ত্ত হলো বলহীন,
নাই সেই অযোধ্যা, উজ্জিন ;
মগধ, মালব আদি পরভোগ্য সব পরাধীন !
বিদেশীর ক্রূর অত্যাচারে ;
ভারত গিয়েছে ছারেখারে ;
কে আছে সুজন, আর মর্ম্মব্যথা কব আর কারে ?
যত কিছু বিধিবিড়ম্বন !
কর্ম্মক্ষেত্র কঠিন এমন
যত দিন থাকে, মোরা সমস্বরে করিব রোদন !
ভারতের ঘুচিবে দুর্গতি,
বিধাতার বিধান সুমতি,—
অশ্রুজলে এ সংসারে আশালতা হয় ফলবতী।

এস এস এস কবিবর!"
এত বলি প্রসারিয়া কর,
কবিরে দিলেন দেবী দীপ্তিময় বাঁশরী সুন্দর।
হাতে দিয়া করুণার বাঁশী,
কহিলেন রমা সে রূপসী,—
"শিখাইব যেই গীত, গাও তুমি অশ্রুজলে ভাসি।
নগেন্দ্রের শিখরে শিখরে,
আরবলী- বিন্ধ্যগিরিশিরে,
গাইবে এ গীত তুমি নীলগিরি-গভীর-কন্দরে।
ব্রহ্মপুত্র-সিন্ধু-ভাগীরথী-
নর্ম্মদা-কাবেরী-সরস্বতী-
গোদাবরী-কূলে গিয়ে কহ এই দুঃখের ভারতী!"
এত বলি কবিরে ধরিয়া,
কাণে কাণে দিলা শিখাইয়া,
কাঁদিতে লাগিলা কবি নেত্রজলে বক্ষ ভাসাইয়া!
সে গীত গাইতে কবিবর,
শোক দুঃখে কম্পিত অধর!
কবির দেখিয়া দশা লুকাইলা দেবী অতঃপর।

যশোহরের পতন।

১

মহাকোলাহলে সেনা অগণন
বঙ্গরাজপুর করে আক্রমণ,
হাহাকার ধ্বনি উঠিল ;
দিগদিগন্তর হলো ধূলিময়,
দিবসেতে ঘোর তামসী-উদয়,
প্রলয়ের ঝড় ছুটিল !

২

সেনার তরঙ্গে কাঁপে ধরাতল,
রবি, শশী, তারা নাচে নভোস্থল,
দিগঙ্গনা দিক্ ছাড়িল ;
যত ভীরু দূরে পলাইল ত্রাসে,
যত বীরবর বীর-রসে ভেসে
উল্লাসে আহবে মাতিল।

৩

বীর-দর্প-ভরে কাঁপে যশোহর,
"মার্ মার্ !" রবে পূর্ণিত অম্বর,
বঙ্গসেনা রঙ্গে সাজিল ;
উড়িল পতাকা নগরের দ্বারে,

স্থগভীর রবে দুর্গের উপরে
সমর-বাজনা বাজিল।
—“জয় জয় জয়! হর হর হর!
বৈকুণ্ঠের পথ সম্মুখ-সমর;
উঠ একবার, ধরি তরবার
যবন-যাতনা করহ সংহার,
কেন আর্য্যস্থত বীর্য্যের আধান
সংগ্রামকেশরি, কেন ম্রিয়মাণ?
কর শত্রুনাশ, কি ভয়, কি ভয়?
জয় জয় জয় বঙ্গেশের জয়!—”

৪

বঙ্গসেনা-মাঝে পশিয়া বঙ্গেশ,
প্রভাতে যেমতি আরক্ত দিনেশ,
(নয়নে কৃষানু জ্বলে!)
বিদ্যুতের মত ছুটি চারি ধার,
জলদ-নির্ঘোষে ছাড়িয়া হুঙ্কার,
কহিলা সেনানী দলে,—

৫

“সহেনা বিলম্ব, ওহে বীরদল,
হায়! বঙ্গভূমি কৈবল্যের স্থল
অরাতির পদতলে;
নহি কি আমরা শূরের সন্তান?

কেমনে সহিয়া এই অপমান
বাঁচিব অবনীতলে ?
পরপদতল সাক্ষাৎ রৌরব,
সমর-শয়ন বীরের গৌরব,
বীরসিংহসম চল চল সব !

৬

"নন্দনবিহারে অমর-উল্লাস,
পঙ্কিল সলিলে ভেকের পিয়াস,
আমরা কি হব যবনের দাস ?
কত বীরচূড়া আর্য্যকুলধর
স্বদেশের তরে নাশে কলেবর,
আমরা কি হব সংগ্রামে কাতর ?
ধর ধর সবে কৃতান্তের বেশ,
সমূলে অরাতি করহ নিঃশেষ !"

৭

চতুরঙ্গ দলে বঙ্গসেনাদল
ধায় রণস্থলে করি কোলাহল,
হৃদয়ে অনল জ্বলে ;
সমর-প্রান্তরে মানসিংহ রায়,
প্রতাপ আদিত্য দেখিলা তাহায়
বেষ্টিত সেনানীদলে ;
নেউলে হেরিয়া ফণীন্দ্র যেমন,

কহিলা বঙ্গেশ করিয়া তর্জ্জন
কাঁপায়ে বিপক্ষ দলে ;—

৮

"ওরে মানসিংহ, ধিক্ নরাধম !
সাজে কিরে তোরে এহেন উদ্যম,
এই কি পৌরুষ, এই কি বিক্রম?
হিন্দু-সূর্য্যবংশে রাহু দুরাচার !
কোথা বঙ্গবাসি, ধর তরবার,
খণ্ড খণ্ড মুণ্ড করহ উহার !

৯

"বধহ উহারে, ও নহে ক্ষত্রিয়,
স্বাধীনতা তার স্বর্গ হতে প্রিয়,
ক্ষত্রিয়নন্দন যে জন হয় ;
আর্য্যসুত যেই, ম্লেচ্ছের সে দাস !
একি অলক্ষণ, একি সর্ব্বনাশ !
রাসভের পদে কেশরী রয় !
উঠ বঙ্গবাসি ধর তরবার,
খণ্ড খণ্ড মুণ্ড করহ উহার !"
—"জয় জয় জয় ! হর হর হর !
বৈকুণ্ঠের পথ সম্মুখসমর,
উঠ একবার, ধরি তরবার
যবন-যাতনা কর্হ সংহার,

কেন আর্য্যসুত বীর্য্যের আধান
সংগ্রাম-কেশরি, কেন ম্রিয়মাণ ?
কর শত্রুনাশ, কি ভয়, কি ভয় ?
জয় জয় জয় বঙ্গেশের জয় !”

১০

মহাক্রোধে উঠি মানসিংহ রায়
অঙ্কুশ-আহত মাতঙ্গের প্রায়
ডাকি কহে সৈন্যসবে ;—
“শিলাবৃষ্টিসম গোলাবৃষ্টি কর,
ধূলিসাৎ কর যশোর নগর,
অনশ্বর কীর্ত্তি রবে ;
বঙ্গ-সিংহাসন ভাঙ্গহ সত্বরে,
বিজয়-নিশান উঠাও অম্বরে !”

১১

মহাবলীয়ান্ যতেক মোগল,
যত রজপূত মহিমার স্থল
বিজলির মত ধাইল ;
যবন-শিবিরে উঠিল নিশান,
গগনের ভালে গৃধিনী-সমান !
সুকবি মঙ্গল গাইল ;
—“সাজ সাজ সবে, সাজ রে সমরে,
বঙ্গরাজধানী ভাঙ্গহ সত্বরে ;

শত বিদ্যাধরী লয়ে পুষ্পহার
ঘেরিয়ে রয়েছে ত্রিদিবের দ্বার ;
সেই ভাগ্যশীল যে মরে সমরে,
বিজয়ী বলিয়া পূজিবে অমরে !
ধূলিসাৎ কর যশোর নগর,
জয় দিল্লিপতি, ভারত-ঈশ্বর !”

১২

জলধি-উচ্ছ্বাসে দুই সেনাদল
অস্ত্রশস্ত্র-সহ ছায় রণস্থল ;
বাজে দুই দলে তুমুল সংগ্রাম,
মুহূর্ত্তের তরে নাহিক বিশ্রাম ;
প্রলয়ের ঝড় বহিল সঘনে,
অনলের শিখা উঠিল গগনে !

১৩

ছুটে যত গোলা নক্ষত্র-প্রমাণ,
ঝলসে সঙ্গীন্ বিজলী-সমান,
গুরুম্ গুরুম্ গরজে কামান।
“কর শত্রু নাশ, কি ভয় কি ভয় ?
জয় জয় জয় বঙ্গেশের জয় !”
কোদণ্ডটঙ্কার, অসির ঝঙ্কার,
মার্ মার্ মার্ !—বিকট হুঙ্কার ;
উহু ! উহু ! উহু !—গভীর চীৎকার !

"ধূলিসাৎ কর যশোর নগর ;
জয় দিল্লিপতি ভারত-ঈশ্বর !"

১৪

গিরিচূড়া-সম কত শত বীর
প্রলয়সমরে পাতিত-শরীর,
রুধিরে ধরণী ভাসে ;
দেবাসুরনরে লাগে মহাত্রাস,
অকাল-জলদে পূরিল আকাশ,
সঘনে চপলা হাসে !

১৫

দিবসেতে অস্ত গেল দিনমণি,
পড়িলা প্রতাপ বীরচূড়ামণি,
হাহাকার ধ্বনি উঠিল !
যত বঙ্গসেনা হয়ে হীনবল
প্রবল পবনে যথা তৃণদল,
দিগ্ দিগন্তরে ছুটিল ;
উল্লাস-অন্তরে যতেক যবন,
"জয় জয় !" নাদে পূরিল গগন।

১৬

ভাঙ্গিল যশোর গঠনরুচির
ভারত-ভবনে যশের মন্দির,
ডুবিল বঙ্গের সৌভাগ্যমিহির !

দশদিকে হল ঘোর অন্ধকার,
দরিদ্রতা আর দাসত্ব দুর্ব্বার
স্বর্ণ-বঙ্গভূমি করে ছারখার !

১৭

ডুবিল যে রবি অতল সাগরে,
আর কিরে তাহা উঠিবে অম্বরে !
ওহে জগদীশ মঙ্গলনিধান,
এ ভবে সকলি তোমার বিধান ;
কত দিনে বঙ্গ পাবে পরিত্রাণ ?

১৮

সবল, সাহসী, তেজবীর্য্যবান
হবে কিহে কভু বঙ্গের সন্তান ?
শুভ ঊষাযোগে সুবাতাস-ভরে
স্বাধীনতারূপ সুখের সাগরে
যশের তরণী ভাসায়ে রঙ্গে,
জাতীয় পতাকা উড়ায়ে অম্বরে
তব নাম সারি গাবে প্রাণ ভরে,
সে সুখের দিন হবে কি বঙ্গে !

য়ুরোপ-প্রবাসী বন্ধুর প্রতি।

১

এতদিন পরে বুঝি ভাইরে,
বাণীর সাধনা করে, বিদ্যানিধি নাম ধরে,
স্বদেশে আসিবে তুমি করেছ মনন,
সুসংবাদ শুনে প্রাণ আনন্দে মগন।

২

নহে দুই চারি দিন, দু এক বৎসর,
কত বর্ষ দেখি নাই, সপ্ত সিন্ধু পারে ভাই,
আছিলে অজ্ঞাত দেশে বিহীন-দোশর,
স্মরিতে সে কথা অশ্রু ঝরে ঝর ঝর!

৩

কত দিন পরে ভাই পাইব তোমায়?
তোমার ওমুখ হেরি তোরে আলিঙ্গন করি,
জুড়াইব আমাদের তাপিত হৃদয়,
ভাসিবে নয়ন, বক্ষ আনন্দ-ধারায়!

৪

তোমারে লইয়া ভাই বসিয়া বিরলে,
তব দুটি করে ধরে, শুধাইব বারে বারে

কত কথা, ঘরে ফিরে তোমারে পাইলে,
স্মরিতে সে সব কথা হৃদয় উথলে!

৫

কি শুধাব? শুধাইব, কি দেখিলে ভাই,
বৃটনের বীরভূমে, পূর্ণ যথা তেজোধূমে
অন্তরীক্ষ, যক্ষরক্ষ তুল্য যার নাই,
আসমুদ্র ক্ষিতি যারে পূজিছে সবাই?

৬

শুধাইব, কি দেখিলে ফরাশিশ দেশে,
শিল্প-বিজ্ঞানের বলে স্বর্গসম ধরাতলে
হয়েছ যে, উপনীত সভ্যতার শেষে,
শত কীর্ত্তি যার ধরা হেরে অনিমেষে!

৭

শুধাইব, কি দেখিলে রুষিয়া রাজ্যেতে,
ক্ষুধিত ভল্লুক-মত, সদা পরদ্রোহে রত,
ক্ষতদেহ হতভাগ্য আত্ম-নখাঘাতে,
কি দেখিলে সে অসভ্য হিমানী-দেশেতে!

৮

বল ভাই কি দেখিলে জর্ম্মণের দেশে,
ভারতীর অধিষ্ঠানে, মত্ত যথা বেদগানে
বরপ্রাপ্ত বুধগণ পরম হরষে,
অবনী পূরীত যার পাণ্ডিত্যের যশে?

৯

স্থরম্য ইটালী দেশে কি দেখিলে ভাই ?
প্রাচীন রোমের কীর্ত্তি, নব্য ইটালীর স্ফূর্ত্তি,
হরিষ-বিষাদ যথা মিশে এক ঠাঁই !
পুষ্পকনগরে গিয়ে কি দেখিলে ভাই ? (১)

১০

স্থইজার্লণ্ডে গিয়ে কি দেখিলে হায়,
স্থরম্য গিরি-কন্দরে, স্বভাবের সরোবরে
শান্তি, স্বাধীনতা যথা খেলিয়া বেড়ায়,
শত মুখে ইতিহাস যার গুণ গায়।

১১

শুধাইব, কিছু কিহে দেখেছ নয়নে
সে দেশের জলে স্থলে, তরুলতা-ফুল-ফলে,
কিম্বা সে দেশের সেই পাশ্চাত্য গগনে,
যার গুণে য়ুরোপ বসে রাজাসনে।

১২

এই প্রশ্ন মনোমধ্যে জাগেরে নিয়ত,—
পশ্চাতে আছিল যারা, মস্তকে উঠেছে তারা,
পুণ্যভূমি ইউরোপ কি সাধনে রত ?
জ্ঞান-ধর্ম্ম-কর্ম্ম-গুণে নয় কি উন্নত ?

(১) ফ্লোরেন্সনগর, City of flowers.

১৩

আর এক কথা ভাই শুধাব তোমারে ;
অধম পতিত মোরা, ধন-মান-যশ-হারা,
বেঁচে আছি স্মৃতি মাত্র অবলম্ব করে ;
কি শুধাব ? শুধাইতে দুনয়ন ঝরে !

১৪

শুধাইব, য়ুরোপার আনন্দ-ভবনে,
আনন্দ-উৎসাহে রত পুণ্যকীর্ত্তি সুর যত
ভারতের কথা কভু করেন কি মনে,
স্মরেণ কি আমাদের পূর্ব্ব-পিতৃগণে ?

১৫

বাল্মীকি, ভীষ্ম আদি ভারত-রতনে
ভারতের বেদমন্ত্রে, ভারতের বীণাযন্ত্রে,
ভারতের তূরী, ভেরী, শব্দভেদী বাণে,
বল ভাই তাঁরা কভু করেন কি মনে ?

১৬

শুধাইব, বসে দূর সাগরের কূলে,
দেখি সভ্যতার স্ফূর্ত্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কীর্ত্তি,
স্মৃতির কুহকে ভাই বর্ত্তমান ভুলে
কভু কিরে ভাস নাই নয়নের জলে ?

১৭

ভেসে থাক যদি, তবে এস এস ভাই,
যে দুঃখে কাঁদিছে প্রাণ, কথঞ্চিত অবসান
হবে তার, এ শ্মশানে এসো তবে ভাই,
উভয়ের নেত্রজল একত্র মিশাই।

১৮

বিধাতার কাছে ভাই করি এ মিনতি,
বাণীর সাধনা করি যশের মুকুট পরি;
এস ঘরে, বিধি তোরে দিউন স্থমতি,
জন্মভূমি বলে তোর থাকে যেন মতি।

শিবজীর যুদ্ধযাত্রা।

১

ছাইল মোগল-সেনা মহারাষ্ট্র দেশ,
মুখে হাস্য নাই কার, চারিদিকে হাহাকার,
মহারাষ্ট্র-সৌভাগ্যের নাই আশালেশ;
কত শত বীরচূড়া হয়েছে নিশেষ!

২

সহস্র অশনিনাদে গরজে কামান,
দশদিক ধূমময়, "জয় দিল্লীপতি জয়!"

ঐ রব শুনে কাঁদে ক্ষত্রিয়ের প্রাণ!
দুর্জ্জয় মোগল সেনা প্রলয় সমান!

৩

কত দুর্গ ভাঙ্গিয়া করিছে ধূলিসাৎ,
কতশত রাজপুরী ভূমিসাৎ করে অরি,
শিলাবৃষ্টিসম ঘন করে গোলাপাত,
বহিছে ভারত-বনে ভীম ঝঞ্ঝাবাত!

৪

দিবারাত্রি নাহি ভেদ, হইতেছে রণ,
শুধু শব্দ "মার মার!" স্ত্রী পুরুষ একাকার।
নদনদী বহে শুধু রক্তের প্লাবন;
মোগলের জয় রবে কম্পিত গগন!

৫

বসিয়া শিবির মাঝে মহারাষ্ট্র-পতি,
বেষ্টিত বীরেন্দ্রদলে, নয়নে কৃষাণু জ্বলে,
হৃদয়ে শোণিত বহে বিদ্যুতের গতি,
পাষাণ-চাপনে পড়ে মৃগেন্দ্র যেমতি!

৬

অভিমানে বক্রগ্রীবা, কম্পিত অধর,
মুখে মাত্র নাই শব্দ, অনুচর সব স্তব্ধ,
কপালেতে স্বেদধারা বহে দর দর,
উৎপাতের পূর্ব্বে যেন আগ্নেয় ভূধর!

৭

ধন্য মহারাষ্ট্র বংশ বীরত্বের খনি !
সেই বংশ-অবতংস, নৃপকুলে রাজহংস,
দেব অংশে জন্ম, নিজে বীরচূড়ামণি,
শত্রুমুখে শুনিতে কি পারে জয়ধ্বনি ?

৮

দশনে দশন চাপি কহে বীরবর,—
"চল মহারাষ্ট্র-বাসি ! মোগল কটক নাশি
শত্রুর শোণিতে চল, করিয়ে সাগর,
চল সবে ভাসি গিয়া তাহার উপর।

৯

দেখরে চাহিয়া সবে একি অলক্ষণ !
কোটি বীরধাত্রী যিনি, সে ভারত অনাথিনী,
মোগল-কলঙ্ক ভারে করে আচ্ছাদন,
শূন্যবুকে জন্মভূমি করিছে ক্রন্দন !

১০

বীরশূন্য ভারত কি হয়েছে এমন ?
জীবনে যে গতআয়ু ! বহে নাকি প্রাণবায়ু ?
এমন ক্ষত্রিয় কিহে নাই একজন,
মোগল-শোণিতে করে পদ-প্রক্ষালন ?

১১

ক্ষত্রিয়ের নাম শুনে কাঁপিয়াছে যারা,
তৃণসম যে সকলে দলিয়াছ পদতলে,
ভারতের বক্ষে বসে স্পর্দ্ধা করে তারা!
কোন পাপে আর্য্যবংশ বলবীর্য্য-হারা?

১২

সামান্য নরের হাতে দেশের দুর্গতি
কেমনে সহিব বল? ত্বরা করি চল চল,
"কাপুরুষ শৌর্য্যহীন মহারাষ্ট্র জাতি!"
কেমনে শুনিব বল এ ঘোর অখ্যাতি?

১৩

কোন্ ভয়ে ভীত এত? কি হেতু মলিন?
ঐ যে কাঁদিছে দেশ, নাহি কেন দয়ালেশ!
কোন্ পাপে মহারাষ্ট্র মনুষ্যত্বহীন?
উঠ উঠ উঠ ওহে বালক প্রবীণ!

১৪

চল চল চল সবে যাই রণস্থলে,
ভারতের জয়রবে, জগত কম্পিত হবে,
মোগলের নাম লুপ্ত করি ধরাতলে,
সিংহসম পশি চল মোগলের দলে।"

১৫

গর্জ্জিয়া উঠিলা যত ক্ষত্রিয়-সন্তান,
"জয় জয় জয়!" রবে চলিলা সমরে সবে,
মহাবল, মহাবুদ্ধি, বীর্য্যের আধান;
উঠিল হুঙ্কারধ্বনি প্রলয়-সমান!

১৬

চতুরঙ্গ দলে সবে রণস্থলে ধায়;
চিত্ত স্থির নহে কার, মুখে শব্দ "মার মার!"
দারা-পুত্র-বন্ধু-মুখে ফিরে নাহি চায়,
দেশার্থে জীবন যাবে, কোন্ ক্ষতি তায়?

উদ্দীপনা।

দ্বাদশ বর্ষ বয়সে পঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহ দুরাণী-
অত্যাচার-পীড়িত পঞ্চনদবাসীদিগকে
এইরূপে উত্তেজিত করিতেন।

১

উঠ রে ভারতি, উঠ একবার,
পারি না দেখিতে এই দশা আর,
কেন এ দারুণ দাসত্বের হার
পরিস গলে?

উঠ একবার, কর রিপুক্ষয়,
কেন হতজ্ঞান, কেন এত ভয় ?
ঐশ্বর্য্যে তোদের কেহ তুল্য নয়
অবনীতলে।

২

বীরপুত্র তোরা বীরবংশধর,
ধর্ম্মশীল জাতি পৃথিবী-ভিতর ;
(হা বিধাত, এ কি কপাল-লিখন !)
আর্য্যাবর্ত্তে নাই বীর্য্য-অভিমান,
ধর্ম্মক্ষেত্রে লুপ্ত হলো ধর্ম্মজ্ঞান,
ভারত কি পাপ-নিদ্রায় মগন !!

৩

সভ্যতার গুরু ছিল যে ভারতী,
(আজিও পৃথিবী ঘোষে এ ভারতী)
কোন্ কর্ম্মফলে তাদের সন্ততি
অসভ্যের শেষ, কি কব হায় !
শৃগাল-শোশর ভারত-সন্তান !
আর্য্যজাতি বলে নাহি তার মান,
যবন বর্ব্বর করে তৃণজ্ঞান,
এ দুঃখ কি আর সহন যায় ?

৪

ভারত-সৌভাগ্য কেন হেন ক্ষীণ ?
কে হরিল হায় সে সুখের দিন

যেও ছিল আশা, তাও প্রায় লীন !
আর কারে ডাকি ? নাই রে কেহ !
নাহি আর্য্যজাতি, আর্য্য নাম আর,
কেন "আর্য্য আর্য্য" বলি বারম্বার ?
আর্য্যাবর্ত্ত কিরে হতো ছারখার,
আর্য্যবংশধর থাকিলে কেহ ?

৫

কেন না ডাকিব ? অবশ্য ডাকিব,
আজ একবার ডাকিয়া দেখিব,
আর্য্যের শোণিত যেখানে রয় ;
সেখানে পড়িয়া করিব চীৎকার,
মৃতপ্রাণে হবে জীবন-সঞ্চার,
সেখানে আশার নাহিরে ক্ষয়।

৬

কেন না ডাকিব ? এখনো হৃদয়
বলে, "আর্য্যভূমি বীর্য্যশূন্য নয়,"
আশায় বাঁধিয়া রেখেছি প্রাণ ;
গিয়েছে সকলি,—হবে আর বার,
উত্থান-পতন নাহি হয় কার ?
এখনো আশার নাই নির্ব্বাণ।

৭

আয় রে ভারতি, আয় সবে মিলি
একবার ধরে জননীরে তুলি,
মায়ের সুপুত্র তোরাই সবে ;
মানুষ হইয়া পশুর অধম
কেন রে এমন বিহীন-উদ্যম,
থাকিতে জীবন হলি রে ভবে ?

৮

নাই কি তোদের ? এ বিপুল দেশ,
ধনধান্য কত, নাহি তার শেষ ;
কে পারে এ মাটি তুলিয়া নিতে ?
আইল যুনানী মহাবীর্য্যবান্,
দলে দলে কত মোগল পাঠান,
নারিল এ মাটী তুলিয়া নিতে।

৯

আইল ভারতে কত উৎপাত,
কত শত বর্ষ করে রক্তপাত,
যেমন ভারত তেমনি রয় ;
কত কত রিপু আসে দলে দলে,
অন্য দেশ হলে যেতো রসাতলে,
তবু এ মাটীর নাহিরে ক্ষয় !

১০

সাহস-সামর্থ্যে বাঁধিয়া অন্তর,
মাটীর উপরে দাঁড়া করি ভর,
দেখ একবার হয় কি না হয় ;
এই পুণ্যভূমি—দেখ একবার,
পুণ্যের প্রভাব আছে কি না তার,
দেখ একবার হয় কি না হয়।

১১

কত কোটি কোটি কোটি বীরগণ
আছিল ভরিয়া ভারত-ভবন,
স্রোতস্বতী পুণ্যবতী অগণন
বাহিত ভারতে, স্মর রে তাই ;
কত যোগেশের তপস্যার জল,
কত যে সতীর চিতার অনল,
এ মাটির সঙ্গে মিশেছে সকল,
এ মাটির কি রে দৈবশক্তি নাই ?

১২

নাই কি তোদের ? দেহে নাই বল ?
শরীরের বল কেবল সম্বল
যার, কি পৌরুষ আছে রে তার ?
মহাবলবান করী মহাকায়

অঙ্কুশের ভয়ে রহে মৃতপ্রায়!
সাহস-সামর্থ্য, এই কথা সার।

১৩

সাহস-সামর্থ্য, এই কথা সার,
খোল্ ইতিহাস, পরিচয় তার
শত শত আছে জগতময়;
সাহসের বলে অবলা যে বীর,
সাগর গোষ্পদ, গিরি নতশির,
সাহসের বলে জগতজয়।

১৪

সাহসে পাণ্ডব ভাই পঞ্চ জন
ভিখারী, জিনিল কুরুক্ষেত্র রণ;
কি সম্বল আর তাদের ছিল?
একাদশ অক্ষৌহিণী মহাবল
ক্রমে ক্রমে তারা নাশিল সকল,
মানুষের মত প্রতিজ্ঞা পালিল!

১৫

সাহসের বলে মহম্মদ এক
তুলিল অতুল বিজয়-পতাকা,
কত শত জাতি রণে দিল দেখা,
কটাক্ষে তাহারা পাইল ক্ষয়;

কাঁপিল আরব, কাঁপিল মিসর,
কাঁপিল যুনান, ভূমধ্যসাগর,
সুদূর বৃটন কাঁপে থর থর,
অর্দ্ধেক মেদিনী করিল জয়!

১৬

নহে বহু দিন, আবার সাহসে
একাকী লুথার শর্ম্মণের দেশে
জ্বালিল আগুন চক্ষুর নিমেষে
স্বদেশ বিদেশে য়ুরোপাময়;
গেল অন্ধকার, পাপ অগণন,
পুড়িল রোমের ভাক্ত সিংহাসন,
কত মৃত জাতি পাইল জীবন;
সাহস করিলে সকলি হয়।

১৭

নাহি কি তোদের? নাই কি একতা?
শুনাইস নে আর ও দুঃখের কথা,
ও কলঙ্ককথা জগতময়;
সেই যে দুর্দ্দিনে কুরুক্ষেত্র-রণে
দিলি বিসর্জ্জন জাতীয় বন্ধনে,
আর কিরে তাহা হবার নয়?

১৮

সাগর-উদ্দেশে ধায় প্রস্রবণ,
অতি ক্ষুদ্র তারা, কিন্তু এক মন,
তাই অবশেষে মিলিত হয় ;
দেশ-দেশান্তর দেয় ভাসাইয়া,
কত রণতরী ফেলে গরাসিয়া,
এক মন হলে একতা হয়।

১৯

আত্মসুখ-রত তোরা কুলাঙ্গার,
আপনার দোষে হলি ছারখার,
করিলি ভারত কলঙ্কময় !
স্বদেশের হিত করিতে সাধন
একবার সবে কর প্রাণপণ,
দেখ্ তো একতা হয় কি না হয়।

২০

নাই বা হইল, নাই বা মিলিল
ভারতের ভীরু কুপুত্র সকল,
থাকুক প্রমাদ-শয্যায় পড়ে !
একটী সুপুত্র থাকিলে ভারতে,
মায়ের এ দশা পারে কি দেখিতে,
একলা একতা একতা করে ?

২১

যখন ভার্গব লয়ে ধনুঃশর
সমূলে নাশিল ক্ষত্রিয়নিকর,
তখন একতা কোথায় ছিল ?
বিদেশে যাইয়া বীর একজন
রোমরাজপাট স্থাপিল যখন,
তখন একতা কোথায় ছিল ?

২২

আবার যখন ভাগীরথী-কূলে
শচীর নন্দন প্রেমের হিল্লোলে,
ভাসাইল দেশ, একতা কোথায় ?
একটী সুপুত্র থাকিলে ভারতে,
মায়ের এ দশা পারে কি দেখিতে,
এ দুঃখ কি আর সহন যায়।
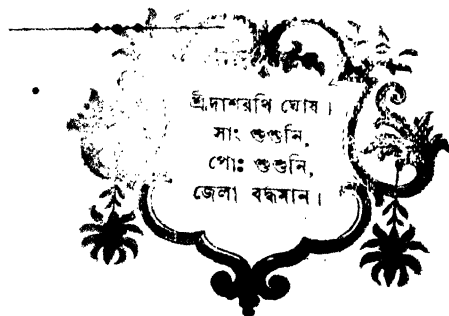
জাতীয় সঙ্গীত।

(সারস্বত উৎসব-উপলক্ষে)

রাগিণী বেহাগ (মিশ্র)—তাল একতালা।

গাওরে আনন্দে সবে "ভারতীর জয়!"
সুবসন্তে শুভ দিনে, খুলি দেহ মনপ্রাণে ;
গাও সবে বন্ধুগণে "ভারতীর জয়!"
রাগ-তাল-মান-সঙ্গে কল্পনা গাইছে রঙ্গে,
গাও সবে আজি বঙ্গে গীত মধুময়।
মধুর মলায়ানিলে, গায় ভ্রমর কোকিলে,
গায় সদা সবে মিলে "ভারতীর জয়!"
বেদমাতা শ্বেত-ভুজে, সুরাসুর সদা পূজে ;
তোমার প্রসাদে হয় শমন-বিজয়।
দেহ দেবি দিব্য জ্ঞান, তেজ, বীর্য্য, অভিমান ;
জাগিবে ভারত, গাবে "ভারতীর জয়!"
বাল্মীকি, গৌতম, ব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস,
বিক্রম, ভাস্কর পুনঃ হইবে উদয়।
আলস্য ঔদাস্য ছাড়ি, তোমার সাধনা করি,
নীরব ভারতে করি আনন্দ-আলয় ॥ ১ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট,—তাল আড়াঠেকা।

হায় কি কপাল-দোষে এমন হইল রে;
কনক-কমল-বন অনলে দহিল রে!
অনন্ত-সৌন্দর্য্য দিয়ে কেন বিধি সাজাইয়ে,
জগতের বক্ষমাঝে ভারতে রাখিল রে?
আজি রাখি সিংহাসনে, কালিকে পাঠায় বনে।
কোন্ অপরাধে বিধি এ বাদ সাধিল রে?
ভারতের সেই জ্ঞান, সেই তেজ-অভিমান,
ভারতের সেই ধন বল কে হরিল রে?
কেন সেই বেদ-মন্ত্র, কেন সেই বীণাযন্ত্র,
কেন সেই তূরী, ভেরী নীরব হইল রে?
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার যাহা, শ্মশান-সমান তাহা
নিরখিয়া, নিরবধি ঝরে অশ্রুজল রে! ২ ॥

রাগিণী ললিত-বিভাস,—তাল একতালা।

হায় কি কর্ম্ম-ফলে, হেন পাপানলে
সোণার ভারতে করিছে দহন;
যত রত্ন ছিল, সকলি নাশিল,
(হলো) দাবানলে দগ্ধ নন্দন কানন!
পুণ্য-ভূমে যারা ছিল পুণ্যব্রত,
ক্রমে ক্রমে সবে হলো নিদ্রাগত;
ভারত শ্মশানে নাচে অবিরত, (মরি হায় রে)

(নাচে) প্রেত, পিশাচ, দৈত্য অগণন!
নাহি বেদবেদান্ত, নাহি শাস্ত্রতন্ত্র,
নাহি জ্ঞান-ধ্যান, নাহি যোগ-মন্ত্র,
কেবল পাপমত্ত স্বার্থ-পরতন্ত্র ভারত-নিবাসীগণ;—
স্বেচ্ছাচারে নাহি মানে কালাকাল,
মোহবশে নাহি ভাবে পরকাল;
নাহি দানধর্ম্ম, তপ-যপ-কর্ম্ম, (মরি হায় রে)
(সবে) কাল নিদ্রাবশে দেখিছে স্বপন!
হইয়াছে হায় দেশের কি দুর্গতি,
বিভুপদে কারো নাহি মাত্র মতি,
কি বালক, বৃদ্ধ, যুবকযুবতী, দুষ্টমতি পরায়ণ;
হায় হায় এই মহাপাপানলে
স্বর্ণভূমে সব যাবে রসাতলে,
এ বিপত্তিকালে কে কোথা রহিলে? (উঠ উঠ রে)
(আছ) ভারত-সন্তান ঘুমে অচেতন! ৩॥

রাগিণী ভৈরবী (ভাঙা)—তাল আড়াঠেকা।

ভারত-সন্তান সবে, দেখরে নয়ন মেলে;
পড়ে কি না পড়ে মনে, দুখিনী জননী বলে?
কি ছিলেম কি হয়েছি, (ওরে) কত দুঃখ সয়ে আছি;
(আর) কার মুখ চেয়ে বল, বাঁচিবরে ধরাতলে!

আছিল বিপুল ধন, বীর পুত্র অগণন,
অভাগীর কর্ম্ম-দোষে, হারায়েছি সে সকলে।
ভিখারিণী আমি এবে, নিজ গৃহে পর ভেবে,
পদেপদে পদাঘাত করিতেছে দস্যুদলে!
অচেতন স্পন্দহীন, দৃষ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ,
জীবনে মৃতেরপ্রায়, হয়ে আছি শোকানলে।
অনাহারে মৃতপ্রায়, পিপাসায় প্রাণ যায়,
জলবিন্দু বিনে আমি পড়ে আছি অন্তর্জলে!
স্মরি পূর্ব্ব যশোরাশি, নয়নের জলে ভাসি,
এ দুঃখ নাশিতে আমার কে আছে রে ভূমণ্ডলে! ৪ ॥

(মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-হরণ উপলক্ষে)
রাগিণী সিন্ধুভৈরবী,—তাল মধ্যমান।

সহিতে না পারি আর, এ যাতনা-ভার;
কপালের লেখা ইহা, অন্য দোষ দিব কার!
আজি রাখি সিংহাসনে, কালিকে পাঠায় বনে;
বুঝিতে না পার হায়, একি বিধি বিধাতার!
স্মরি যবে পূর্ব্ব কথা, মরমে উপজে ব্যথা;
কহিতে মনের দুখ, নাহি কিরে অধিকার?
বাক্যরোধ কর যদি, যে দুঃখে দহিছে হৃদি,
দ্বিগুণ হইবে তাহা, এই কথা জেনো সার।

চির রাজভক্ত জাতি, যত ভারত-সন্ততি,
রাজ-দ্রোহী বলে তবু কেন এ কলঙ্কভার ?
দুঃখিনীর দুঃখরাশি, দেখরে ভারতবাসি ;
অভাগীর ভাগ্যদোষে হয়েছ কি কুলাঙ্গার !! ৫ ॥

রাগিণী বেহাগ,—তাল আড়াঠেকা।

কোথায় রহিলে সব ভারত-ভূষণ ?
একবার এসে দুঃখিনীরে কর দরশন।
সুরম্য কুসুমবন দাবানলে দগ্ধ যেন,
নিঠুর শ্বাপদ পদে করিছে দলন !
কোথা রাম রঘুমণি বীরত্ব-ধীরত্ব-খনি,
কোথা সীতা, কোথা সতী, ভারতের প্রাণধন ;
কোথা ভীষ্ম-ভীমার্জ্জুন, কোথা যোগীঋষিগণ,
কোথা সেই নবরত্ন অমূল্য রতন !
অজ্ঞানতা-অন্ধকারে, অধীনতা-পারাবারে
ভাসিছে ভারত ওই, ভরসা নাই সংসারে ;
জননীর এ যাতনা, কেউ দেখেও দেখে না,
ভারত-সন্তান মোহ-নিদ্রায় মগন ! ৬ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।

সহেনা সহেনা, প্রাণে আর সহেনা,
প্রাণে আর সহেনা ভারত-যাতনা !

"ভীরু পাপমতি ভারত-সন্ততি,"
এ দুঃখ-ভারতী প্রাণে আর সহেনা !!
স্বদেশে বিদেশে, রমণী, পুরুষে
করিছে ভারত-কলঙ্ক-ঘোষণা ;
মোহ-নিদ্রাগত রহিল ভারত,
যুগ যুগ গত, হলোনা চেতনা !
চন্দ্র-সূর্য্য কুলে, সবে আছে ভুলে,
কেহ চক্ষু তুলে চাহেনা চাহেনা ;
চাহি যার মুখে, সেই আছে সুখে,
ভারত-ভাবনা ভাবেনা ভাবেনা !
কররে বিধাতঃ ভারত নিপাত,
মরমের ব্যথা রবে না রবে না !! ৭ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল জৎ।

বলরে বিধাতঃ, বল কত দিন,
দুখ-সাগরে ভারত ভাসিবে রে ?
রবি-চন্দ্র-তারা, কাঁদিতেছে তারা,
ঝরে অশ্রুধারা ভারতের শিরে !
যাবে দুঃখনিশি, সুখসূর্য্য হাসি
ভারত-আকাশে পরকাশিবে রে ;
যত পুণ্যবতী পতিব্রতা সতী
ভারত-সরসে পুনঃ হাসিবে রে !

যত যোগীঋষি, যুগ যুগ বসি
ধ্যানে ভারত-মাটিতে মিশিল রে ;
তারা পুণ্যব্রত, কেন রে বিধাতঃ,
চির নিদ্রাগত হয়ে রহিল রে ॥৮॥

ঐ রাগিণী ঐ তাল।

ভারত-মূরতি কেমনে আঁকিব,
কলঙ্ক এত যে, কি দিয়ে ঢাকিব ?
গৌরব-তপনে শোভিত বদন,
কেমনে সেখানে তিমির মাখিব ?
সুখ চন্দ্রহার ছিল বক্ষে তার,
তাহে পদাঘাত কেমনে লিখিব ?
স্বর্ণসিংহাসন যাহার আসন,
কেমনে তাহারে ধূলাতে রাখিব ! ৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সামাজিক কবিতাবলী।

সতীমাহাত্ম্য।

বাজ্‌রে বাঁশরি, মধুর স্বরবে,
যে নূতন গীত বঙ্গবাসী কবে
শুনে নাই, তাহা শুনারে আজ;
না জানিস যদি তুলিতে সুতান,
না বুঝিস যদি রাগ-তাল-মান,
আপনার রবে বাজ্‌রে বাজ্‌!

২

কাব্য-রঙ্গ-ভূমি হায় সে ইতালী।
হোরেস্‌, দান্তে, যথা করি কেলি (১)
পাইলেন স্থান কবিকুঞ্জ-বনে;
বাজ্‌ উচ্চৈস্বরে, কেন নিরুদ্যম?
জানি আমি তুই বাঁশির অধম,
যাইতে সে দেশে ভয় কি মনে!

৩

কেন লাজ ভয়? বাজ্‌ ওরে বাঁশি,
তোর ঐ রব আমি ভালবাসি,

---

(১) Horace, Dante.

বাজ একবার আনন্দ-মনে ;
বাজে যবে বীণা বাগ্‌দেবী-করে,
মধুর পঞ্চমে কোকিল কুহরে,
রাখালের বাঁশি বাজে নাকি বনে ?

৪

চেয়ে দেখ, ও কে একাকিনী ধনী
অমল কোমল সুধাংশু-বদনী,
রূপের আলোকে ভুবন ভরা !
হেন রূপরাশি আছে কি কোথায়,
সৌদামিনী কিরে ভূতলে লুটায়,
পড়েছে কি খসে গোধূলিতারা ?

৫

হেন রূপরাশি কোথা দেখি নাই,
মরে যাই লয়ে রূপের বালাই,
সরল পবিত্র বীরত্বমাখা ;
কুটিল কটাক্ষ নাহি সে অপাঙ্গে,
কুঞ্চিত কপাল চিন্তার তরঙ্গে,
নয়ন চিবুকে চপলারেখা !

৬

সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য, প্রেম, পবিত্রতা,
প্রতিভা, গরিমা, শীলতা, ধীরতা,
একধারে আর আছেরে কৈ,

(যথা রূপ তথা কলঙ্কের রেখা,
যথা প্রেম তথা রহে চপলতা)
রোম বীরকুলকামিনী বই ?

৭

জগতের রাণী রোম পুণ্য-স্থান,
শৌর্য্য-বীর্য্য-প্রেম-পুণ্যের আধান,
দেব অংশে জন্মে যার তনয় ;
সেই কুলবালা লুক্রেশিয়া সতী, (২)
শৌর্য্যবীর্য্যবতী ধীরা ধর্ম্মমতী,
যার যশোগীত জগতময় !

৮

চেয়ে দেখ ওই কি করিছে বালা,
মুকুতা-হীরকে গাঁথিছে কি মালা
বিলম্বিত বেণী সম্মুখে রাখি ?
যেন ঝরে পড়ে চম্পকের কলি,
তালে তালে বালা ফেলিছে অঙ্গুলি,
নাচিছে নয়ন খঞ্জন পাখী !

৯

নহে ঐ বেণী, ওযে ভীম ধনু !
নাহি গাঁথে হার সাজাইতে তনু

(২) Lucrecia.

হেম, হীরা কিবা মণিরতনে ;
ধন্য ধন্য তুমি রোমকনন্দিনি !
হৃদয় গৌরবে সদা গৌরবিনী,
কুলমান-যশ রাখ যতনে।

১০

গাঁথ শরাসন, গাঁথ আর বার,
ভূতলে তোমরা যশের ভাণ্ডার,
যশের মেখলা পরগো অঙ্গে ;
ছাইবে ভুবন তোমার সুরবে,
শুনিয়া ভুলিবে অমর মানবে,
গাবে দীন কবি সুদূর বঙ্গে !

১১

একি দেখি, তুমি কে এলে হেথায় ?
এ দেখি পুরুষ ! যেতেছ কোথায় ?
ফিরে ফিরে চাও, পদ স্থির নয় ;
তস্করের মত কেন এত ভয় ?
কেন ম্লান মুখ, চঞ্চল হৃদয় ?
এ রমণী তব বল কে হয় ?

১২

যদি এ রমণী তোমার ভগিনী ;
রত্নগর্ভা তবে তোমার জননী,
ধরিলা জঠরে হেন রতনে !

পতি যদি তুমি এর ভাগ্যবান,
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব কর তুচ্ছ জ্ঞান,
শত শচী তুমি ঠেল চরণে!

১৩

একিরে একিরে, ওরে দুরাচার!
এখনি ভাঙ্গিব মস্তক তোমার,
ছাড়রে পাপিষ্ঠ, এ হেন উদ্যম;
সতী সাধ্বী বালা, বলে ধরি তারে
ভাসাইতে চা'স্ কলঙ্কসাগরে,
দুষ্ট দুরাচার ওরে নরাধম!

১৪

মার্ মার্ মার্ ঐ দুরাচারে,
শৃগাল কুক্কুরে খাওয়ারে উহারে,
শত পদাঘাত কররে বক্ষে!
সতীর উপরে নীচ দৃষ্টি যার,
সহেনা মেদিনী সে পাপীর ভার!
দীপ্ত করি শূল বিঁধাও চক্ষে!!

১৫

কাঁদিলা রমণী—"কোথা র'লে তাত!
কিম্বা এ সময়ে কোথা প্রাণনাথ!
রক্ষ এ বিপদে আমার প্রাণ;

দুষ্ট টার্কুইন্ রোমের কলঙ্ক, (৩)
ঘোর পাপাচারে সদা নিরাতঙ্ক,
হরিল বিপুল কুলের মান!”

১৬

বলিতে বলিতে আইল তথায়
দপটে গর্জ্জিয়া হর্য্যক্ষের প্রায়
শ্বশুর, জামাতা দুই রোমাণ;
পাপীর হৃদয়ে উপজিল ত্রাস,
পলাইল দূরে হয়ে ঊর্দ্ধশ্বাস,
মুহূর্ত্তের তরে বাঁচিল প্রাণ!

১৭

বাঁচিলি বাঁচিলি বাঁচিলি এখন,
পাপী নরাধম শ্বাপদ দুর্জ্জন,
কিন্তু এর দণ্ড পাবিরে পরে;
রোমাণের ক্রোধ জ্বলন্ত অগিনি
পূর্ণাহুতি বিনা নিবেনা কখনি,
ভয়ে কম্পমান অমর-নরে!

১৮

পুণ্যময় রোম, এ কলঙ্ক তার
রাখিলি রাখিলি ওরে দুরাচার,
শৌর্য্য, বীর্য্য, মান ভুলিলি সব;

(৩) Tarquin.

রাজা হয়ে তুই করিলি যে কাজ,
হীনজনে তাহে ঘটে ঘোর লাজ,
ধিক্ ধিক্ তোর রাজত্ব-বিভব !

১৯

অথবা ধরার এমনি বিচার,
বৃথা অনুযোগ, বৃথা এ ধিক্কার,
পাপের সংসার, পাপের জয় !
কখনো বা হাসি, কখনো রোদন,
কভু বুকে ছুরি, কভু সম্ভাষণ,
হায়রে বসুধা কলঙ্কময় !

২০

রূপের অনলে পোড়েনি যে জন,
সেই ভাগ্যবান্ সুধীর সুজন,
প্রণতি তাঁহার চরণতলে ;
দেখরে সুরূপ বিরূপ হইয়া,
গুরুশিষ্য-জ্ঞান বিলোপ করিয়া
রাখিল কলঙ্ক শশাঙ্কভালে !

২১

রূপের প্রভাবে কাব্য রামায়ণ,
রূপের মাহাত্ম্য গা'ন দ্বৈপায়ন,
ভারত রূপের কলঙ্ক ঘোষে ;

রূপের কপালে হোক বজ্রপাত,
সুবর্ণের ট্রয় হল ভস্মসাৎ (৪)
রূপের বিকারে, রূপের দোষে !

২২

কি ফল হইয়া সুরূপে বিগুণ ?
যথা রূপ, তথা থাকে যদি গুণ,
সোণায় সোহাগা বাখানি তারে ;
রূপবতী যেই, সাধ্বীসতী সেই
হয় যদি, তার তুলনা ত নেই,
রূপে অন্ধ যেই, ধিক্‌রে তারে !

২৩

সতীর হুঙ্কারে কাঁপিল মেদিনী,
"ধিক্ ধিক্ ধিক্" উঠে ঘোর ধ্বনি
ঘরে ঘরে রোমনগরময় ;
দন্তে দন্তাঘাত করিছে রোমাণ,
গর্জ্জিছে রমণী সাপিনী-সমান,
শুনি টার্ক্‌ুইনের কাঁপে হৃদয় !

২৪

সাজিল রোমান সমরের সাজে,
কহিল—"বধরে টার্ক্‌ুইন্ রাজে,
রোমের লকঙ্ক ঘুচাও সত্বরে !"

দুষ্ট টার্কুইন্ পেয়ে মহাভয়,
(ভিতির ভাণ্ডার পাপীর হৃদয়)
পলাইল ত্রাসে নগর ছেড়ে!

২৫

অমনি গর্জ্জিল রোমবীরগণ,
"সবংশে পাপীর কর নির্ব্বাসন,
রোম-পুণ্যভূমে কলঙ্ক-রেখা,
(সতীর মহত্ত্ব থাকুক অটল,
কাঁপুক বীরের বীর্য্যে ধরাতল!)
আর যেন কভু না দেয় দেখা" ৪

৪। যৎকালে টার্কুইন বংশ রোমের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল, তখন নরপতি টার্কুইন দি এল্ডারের কোন বন্ধু তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বভবনে লইয়া যান। বন্ধুপত্নী লুক্রেশিয়ার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া টার্কুইন অসদভিসন্ধি-পরায়ণ হয়। এই বিগর্হিত অনুষ্ঠান জন্য টার্কুইন বংশ রোম হইতে নির্ব্বাসিত হয় এবং উত্তর কালে বিষম সংগ্রামাদি হইয়া রোমরাজ্যে সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারত-বিদুষী।

১

অকাল-কুসুম-সম কে তুমি রমণি,
ভারত-নারীর মুখ করিলে উজ্জ্বল ?
কেগো তুমি পুণ্যবতি, সীতা, শচী কিবা সতী ;
ছাড়িয়া অমরাবতী আইলে অবনী ?
গভীর তমস-মধ্যে যেন সৌদামিনী !

২

জনমিলে অন্যদেশে এহেন রমণী,
কাব্য ইতিহাসে গুণ করিত কীর্ত্তন ;
ভাস্কর আসিত কত, চিত্রকর শত শত,
গড়িত, চিত্রিত মূর্ত্তি করিয়া যতন,
নগরে নগরে শেষে করিত স্থাপন।

৩

কোথা রাখি ভারতের দরিদ্র ভাণ্ডারে
এ রতন ? মর্ম্মব্যথা কারে আর বলি ?
ইন্দ্রপ্রস্থ-অযোধ্যায়, অবন্তী কি মথুরায়,
যথা যাই, ভস্মময় নিরখি সকলি !
কোথা রাখি এসুন্দর কনক-পুতলি ?

৪

ইচ্ছা হয়—সঙ্গে লয়ে এ অমূল্য নিধি,
অঙ্গে বঙ্গে কলিঙ্গেতে করিয়া ভ্রমণ,
নির্ব্বোধ ভারতজনে দেখাইয়া এরতনে,
কহি কথা গোটা কত মনের মতন,
অঙ্গে বঙ্গে কলিঙ্গেতে করিয়া ভ্রমণ !

৫

"—পাপিষ্ঠ ভারতবাসি শোনরে সকলে,
অন্ধকার খনিমধ্যে মণির মতন ;
ভারতের ঘরে ঘরে দেখরে বিরাজ করে,
এই রূপ শত শত রমণীরতন,
কুক্ষণে তোদের তাতে নাহিরে যতন !

৬

কিন্তু যতদিন রবে এই মহাপাপ,
—রমণীর অপমান—ভারতভবনে ;
ভারতের দুঃখ যত, রবে জনমের মত,
কোন দিন না ঘুচিবে বিধাতার শাপ ?
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দগ্ধ হবে হুতাশনে !

৭

অনাদরে অত্যাচারে জনম-অবধি
দলিত কুসুমসম ভারত-রমণী ;
নিষ্ঠুর পুরুষ জাতি, স্বার্থপর পাপমতি,

নাহি শুনে অবলার দুঃখের কাহিনী ;
চির বিষাদের মূর্ত্তি ভারত-রমণী !

৮

অশিক্ষায় কুশিক্ষায় জ্ঞানধর্ম্মহীন,
সমাজের গলগ্রহ ভারত-ললনা ;
গৃহে যার অন্ধকার, গৃহে যার হাহাকার,
তার গৃহে শাস্তি কিসে হইবে বলনা ?
ভারত-সৌভাগ্য কথা অসার কল্পনা ! !

৯

যে দেশে নারীর সত্ব দেবদত্ত দান
উপেক্ষিত, পদাহত কাষ্ঠলোষ্ট্র-প্রায় ;
পিঞ্জরে বিহঙ্গ-প্রায়, নারী পরমুখে চায়,
জনম-দাসত্ব যথা জননী শিখায়,
সেই দেশে বীর-ধর্ম্ম পাইবে কোথায় ?

পুরুষ-রমণী-দুই প্রকৃতি সুন্দর
সম্মিলনে করে দেব-ভাবের উদয়,
একজন পদতলে অন্যজন যদি দলে,
প্রীতি-পবিত্রতা-সুখ সব পায় লয় ;
ভারতে হতেছে ঘোর প্রেত-অভিনয় ! !

১১

কোথায় সাবিত্রী, সীতা, লীলাবতী খনা ?
কোথা সে কমলাবতী, পদ্মিনী কোথায় ?

কে হরিল এসকলে, যাদের পুণ্যের বলে
ভারত পূজিত নিত্য হইত ধরায়,
স্মরিতে সুখের দিন বুক ফেটে যায়!

১২

ভারত-সন্তান যত মনুষ্যত্বহীন
মোহ-নিদ্রাবশে হয়ে আছে অচেতন ;
লক্ষ্মী, সরস্বতী দোঁহে আসিবেনা এই গৃহে,
অবলা জাগা'তে যদি না কর যতন ;
ভারত রহিবে চির কলঙ্কে মগন!

১৩

এস তবে, এস এস এস গুণবতি,
মধুর কবিতা শত কলকণ্ঠে অবিরত
ভারতবাসীরে তুমি শুনাও যেমতি,
সঙ্গে সঙ্গে কহ এই দুঃখের ভারতী।

১৪

যাও তবে রমণীকুলের শিরোমণি,
যাও হৈমগিরিমূলে, ভাগীরথী কূলে কূলে,
কহ ভারতের এই কলঙ্ক-কাহিনী,
কহে যথা বধূসখী বনবিহঙ্গিনী।

বিবাহ-বিভ্রাট।

১

বিবাহ করিবে বন্ধু,—সুখের সংবাদ,
সুখ দুঃখ—পরিণাম জানেন বিধাতা ;
আমার হয়েছে কিন্তু বিষম বিষাদ,
শুনেছি যখন তব উদ্বাহ-বারতা !

২

উদ্বাহ-বারতা তব শুনেছি যখন,
ঝরিয়াছে অশ্রুবিন্দু এ পোড়া নয়নে,
সেই জলবিন্দু-মধ্যে দেখেছি তখন
তোমার মলিন মুখ মানস-নয়নে !

৩

কেন এ বিষাদ, আর কেন পোড়ে প্রাণ ?
তোমার লাগিয়া আমি বড় দুঃখভাগী,
ভেবে দেখ বন্ধু তুমি নহ অল্পজ্ঞান,
অকালে সাজিলে তুমি গৃহী কি বৈরাগী !!

৪

আশায়-দিয়েছ ছাই বন্ধুরে আমার,
ঐ হাসি, ঐ স্ফূর্ত্তি গিয়েছে সকল ;

ঐ সে উৎসাহ তব দেখিব না আর,
এই ভাবনায় আমি হতেছি বিকল।

৫

ঐ বিষ-মন্ত্র কেরে শুনাইল কাণে!
কোন্ যাদুকর তোমা করিয়াছে বশ?
কে বাঁধিল কহ তোমা এ হেন সন্ধানে?
আছিল তোমার চিত্ত অমূল্য পরশ।

৬

আছিল তোমার চিত্ত অমূল্য পরশ,
কে বাঁধিল আজি তারে এ লৌহ শৃঙ্খলে?
কোন্ মূঢ় স্বার্থপর পাপ-পরবশ,
মিশাইল কালকূট মন্দাকিনী-জলে!

৭

স্বদেশানুরাগ তব অমর-বাঞ্ছিত,
তেজস্বী মনস্বী তুমি গৌরবের ধাম;
সামান্য লালসা-পদে হইলে লাঞ্ছিত,
এত অভিমান, শেষে এই পরিণাম!!

৮

এত বিদ্যা, এত বুদ্ধি এত ধর্ম্মজ্ঞান,
কামিনী-কটাক্ষে কি হে সব হলো ভুল?
যদি বল বন্ধু ইহা বিধির বিধান,
অনুযোজ্য আমি, নহে তুমিই বাতুল!

৯

মাতঙ্গের মত তুমি ছিলে বলবান,
আমাদের, সমাজের, দেশের ভরসা ;
কোন্ কাল বিষধরী করিয়া সন্ধান,
হেন মত্ত মাতঙ্গেরে বাঁধিল সহসা !

১০

বাঁধিয়াছে বিষধরী দৃঢ় নাগপাশে,
লড়িতে চড়িতে শক্তি নাহি মাত্র আর ;
মায়াবিনী রাক্ষসীর বিষাক্ত নিঃশ্বাসে
দেহ মন প্রাণ দগ্ধ হতেছে তোমার !

১১

মানস বিহঙ্গ তব রূপের পিঞ্জরে
রুদ্ধ কিহে ? কহ মোর বন্ধু বিবেচক ;
সুন্দর সুখদ যত বিপুল সংসারে,
সকলি স্বরূপ, শুধু রূপ সে বঞ্চক !!

১২

কোন্ রসবতী তোমা রসে করি বশ
কিনিল ? কহ তা মোরে বন্ধু হে রসিক ;
পড়িয়াছ কত কাব্যে কত কত রস,
তাহ'তে সরস রস পেলে কি অধিক ?

১৩

প্রীতি, প্রফুল্লতা আর লাবণ্যের ভূমি,
তরুণ যুবক তুমি নহত স্থবির ;
দুঃখের সংসার কেন পাতিলে হে তুমি,
পুত্রমুখ-দরশনে হলে কি অধীর ?

১৪

এ কাঁচা বয়স তব, শোভে কি হে তায়
পুত্রলাভ ? পিতা বলে তনয় যখন
সম্বোধিবে, কি উত্তর দিবে তুমি তায় ?
হা কি লজ্জা, এ যে বড় বিধিবিড়ম্বন !

১৫

পরাণপতঙ্গ তব ইন্দ্রিয়-অনলে
দগ্ধ কিহে ? হা অদৃষ্ট না কহিলে নয়।
ডুবিয়াছ তাই হেন পঙ্কিল সলিলে,
এই কি পৌরুষ ? এ যে প্রেত-অভিনয় ! !

১৬

পূরাইতে এ দারুণ ইন্দ্রিয়-পিপাসা
কত মূঢ় ঝাঁপ দেয় দুঃখের পাথারে,
কত শত বালিকার করে রে দুর্দ্দশা,
বৃন্ত হতে উপাড়িয়া নেয় কলিকারে !

১৭

নাহি রুচি, নাহি শুচি, নাহি বিবেচনা,
শুকায় কলিকা সেই প্রথম আঘাতে ;
স্বভাব-সৌন্দর্য্য তার কিছুই থাকে না,
প্রীতি-পরিমল আর নাহি মিলে তাতে !

১৮

আবার দেখরে কিবা বিধির নিগ্রহ,
সেই বালিকার স্কন্ধে সন্তানের ভার ;
অকালে রাহুর বাদ সুধাংশুর সহ !
হীনমতি পাপিষ্ঠের হেন অত্যাচার !!

১৯

নহ নহ বন্ধু তুমি আমার তেমন,
তা হলে যে বন্ধু বলি, এও অপরাধ ;
তবে কেন এ উদ্যোগ, এই আয়োজন ?
ঢালিলে বন্ধুর প্রাণে এমন বিষাদ !

২০

ধর্ম্মসাধনের সেতু বন্ধুরে আমার,
বাঁধিলে কি এইরূপে ? কোন্ শাস্ত্রে কয়,
কৌমার্য্যের কিছু মাত্র নাই অধিকার
ধর্ম্মকর্ম্মে ? ধর্ম্ম কিহে শুধু পরিণয় ?

২১

তা নয়, বুঝেছি বন্ধু কারণ ইহার,
না বুঝিয়া পা পাতীয়া লোক যথা কাঁদে ;
দশের সে দশা বন্ধু ঘটেছে তোমার,
ঠকেছ, ঠেকেছ তুমি কল্পনার ফাঁদে !

২২

প্রথম বয়সে যবে বাসনা প্রবল,
সংসারের যত সুখে নহে পূর্ণ কাম ;
তখনি যে মানুষের মানস চঞ্চল
"কোথা সুখ !" বলে হায় ঘোরে অবিরাম।

২৩

অমনি লালসা আসি ধরি ছদ্ম বেশ,
একটী রমণী মূর্ত্তি যতনে গড়িয়া,
যুবার বিচার-বুদ্ধি সব করে শেষ,
দিবসে বিবশ করে স্বপ্ন দেখাইয়া !

২৪

পড়িয়া মায়ার ফাঁদে মদমত্ত-প্রায়,
সুখ-মোক্ষ প্রসবিনী কল্পলতিকারে,
ভ্রান্ত যুবা দিবানিশি হৃদয়ে ধ্যায়ায়,
মনপ্রাণ উৎসর্গ করে দেয় তারে !

২৫

এইরূপে বন্ধু তুমি হয়ে দিশাহারা
আত্মবিনাশের পথে পড়েছ আপনি,
বুদ্ধিসুদ্ধি, দেহ মন সব হবে সারা,
বিষম শঙ্কট এ যে আমি ভাল জানি।

২৬

শুনে না শুনিবে, আর বুঝে না বুঝিবে,
এখন তোমারে বন্ধু কই যত কথা ;
জানি আমি, উপেক্ষায় উড়াইয়া দিবে !
নিন্দা-তিরস্কারে মনে না হইবে ব্যথা।

২৭

বিবাহে বিরক্ত আমি ভেবনা সুমতি,
সমাজ-বন্ধন-হেতু বিবাহ কেবল ;
বিবাহ পবিত্র কথা সুমধুর অতি,
তুমি, আমি সকলেই বিবাহের ফল।

২৮

তবে কেন এ বেদনা দিই তব মনে,
তবে কেন অভাগার এত অন্তর্দ্দাহ ?
হারে বন্ধু, তাহা তুমি বুঝিবে কেমনে ?
বুঝিলে কি না বুঝিয়া করিতে বিবাহ !

২৯

অকালে বিবাহ তুমি করিবে সুজন,
তাই এত মর্ম্মব্যথা এত অনুযোগ ;
সময়ে সকলি শোভে যাহার যেমন,
অকালে উৎসবরঙ্গ বড়ই দুর্ভোগ !

৩০

বড় সাধ ছিল বন্ধু তোমারে লইয়া ;
বেড়াইব ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে ;
উদাসীন যোগী বেশে দেখিব ঘূরিয়া,
অভাগী ভারতভাগ্য ফিরে কিনা ফিরে !

৩১

পাতিয়া বসেছ তুমি দুঃখের সংসার,
অশ্রু-বরষণে নাহি পাবে অবসর ;
অপরের দুঃখ তুমি বুঝিবে কি আর ?
আছিল ভরসা যত, গেল অতঃপর !

সুরা-রাক্ষসীর উক্তি।

১

অবনী-উদরে, সপ্ত স্তর ভেদি,
যেখানে শমনাগার,
শত শত কুণ্ডে, প্রবল অনল
জ্বলিতেছে অনিবার,
ঘোরতর নীল নীরয়-অনল
স্রোতসম বহে যথা,
বিধাতার শাপে হইল কুক্ষণে
আমার জনম তথা!
অনলে গরলে লয়েছি জনম,
অগ্নিশিখা-তেজ ধরি,
সুরেশ্বরী নাম, যেই দেশে যাই,
পুড়ি ভস্মশেষ করি!

২

পুরাকালে আমি কারণ রূপেতে
ভারত-ভূমেতে আসি,
ভারতের ধর্ম্ম করিনু সংহার,
স্থাপিলাম পাপরাশি;

লুপ্ত হলো জ্ঞান, লুপ্ত হলো ধর্ম্ম,
যোগভক্তি আদি যত,
ঘোর পশ্বাচারে মাতিল ভারত
কাম-ক্রোধ-হিংসা-রত।
জ্ঞান-ধর্ম্মহীন ভারত-শ্মশান,
সঁপিয়া যবন-করে ;
সপ্তসিন্ধু-পারে রহিলাম গিয়া
কতশত বর্ষ তরে।

৩

ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার সম শ্বেতদ্বীপ,
ভূতলে অতুল নাম,
বীরপ্রসবিনী ফরাশিশ ভূমি,
অনন্ত গৌরব-ধাম,
সে সকল দেশে পাইয়াছি পূজা,
ঘরে ঘরে রাজভোগে,
পূরিয়াছি আমি সে সকল ভূমি
পাপতাপে শোক-রোগে।
কত রাজপুত্র পথের ভিখারী,
কত বীর গতপ্রাণ ;
কত কুলবালা হলো কলঙ্কিনী,
কত বংশ গতমান !

*এলোকেলী নামে হয়েছি বিদিত,
সমস্ত য়ুরোপা ময় ;
খৃষ্ট, বোনাপার্টি পরাজিত যথা,
সে দেশ করেছি জয়।

৪

সভ্যতার আলো এসেছে এদেশে,
পশ্চিমে শিক্ষার সঙ্গে ;
তাহাই দেখিতে এসেছি এ দেশে,
বেড়াই মগধে বঙ্গে।
লৌহ তরণীতে সাগরের জল
সহজে হয়েছি পার ;
বোতলে নিবাস, বোতল আমার
এইবার অবতার।
ভারতের আশা তরল অনলে
পুড়িয়া করিব ছাই ;
বিদ্যা-বুদ্ধি-বল, ধর্ম্ম-কর্ম্ম-জ্ঞান,
চরিত্র চিবিয়া খাই।
অকালে মরিবে ভারত-সন্তান,
বিধবা কাঁদিবে ঘরে ;
অসহায় শিশু ধূলায় লুঠাবে,
প্রাণ যাবে অনাহারে।

ভারতের ধন সব করি ক্ষয়,
তবে সে যাইব আমি;
কাঁচ-পাত্র-সম করিব অসার,
সোণার ভারতভূমি।

৫

এবার ভারতে করিব শ্মশান,
জ্বেলেছি অনলরাশি;
ভস্মের উপরে বসিব আপনি
হইয়া-শ্মশান-বাসী।
ভারতের যত শিক্ষিত সন্তানে
দীক্ষিত করিয়া লব;
মস্তক ভাঙ্গিয়া মস্তিষ্ক খাইয়া,
হৃদয় চিরিয়া খাব।
ভারত-শ্মশানে বহিবে রুধির,
ভাসিব তাহাতে সুখে;
কাম-ক্রোধ-আদি অনুচরগণ
খাবে তাহা শত মুখে।
এইরূপে করি ভারতে সংহার
নিজস্থানে যাব চলে;
আমার প্রভাবে নিশ্চয় ভারত
যাবে, যাবে রসাতলে!!”

দম্ভাসুরের আত্মপরিচয়।

১

আর্য্য দেশে জন্মি, বীর্য্য-অবতার,
কাব্য-উপন্যাসে পরিচয় তার
শত শত শত আছে ;
মহাবুদ্ধিমান দম্ভ মোর নাম,
মহাতেজোয়ান, মহাবলবান,
আমাসম কেবা আছে ?

২

ব্রহ্মার মস্তক করিয়া বিদীর্ণ
অবনীমণ্ডলে হই অবতীর্ণ,
সকলেরি পূজ্য হই ;
কিবা রাম, কৃষ্ণ বিষ্ণু-অবতার !
চন্দ্রসূর্য্যবংশ বটে কোন্ ছার !
কারো কাছে হীন নই।

এ ভারতভূমি মম অধিকার,
একছত্রী রাজা আমিই ইহার,
শ্রেণীবদ্ধ আমি করেছি সবে ;
যাহারে যে স্থানে করেছি স্থাপন,

করেছি যে কর্ম্মে যার নিয়োজন,
চিরকাল সেই সেখানে রবে।
  সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র যে হইবে পার,
সেই বটে ঘোর অরাতি আমার,
সেই ত্যজ্য মূঢ়-মতি ;
রমণী পুরুষ, যবন ব্রাহ্মণ,
একাসনে আনি বসায় যে জন,
তারে দেই দণ্ড অতি।

  বেদ কি বেদান্ত, বাইবেল কোরাণ
যে পড়ে সে জন বড়ই অজ্ঞান,
জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম সকলি মিছে ;
আমি ধর্ম্মগুরু, আমি পুরোহিত,
সর্ব্ব কর্ম্মে আমি করে থাকি হিত,
চতুর্ব্বর্গ ফল আমারি কাছে।

  রামমোহন কিবা নানক, চৈতন্য,
মানুষের মধ্যে কভু নহে গণ্য,
করেছিল তারা যত স্বেচ্ছাচার ;
কেহ যদি হয়ে থাক মতিচ্ছন্ন,
খুঁজে দেখ শাস্ত্র করে তন্ন তন্ন,
অস্মদের সেবা আর্য্য-ধর্ম্ম-সার।

হয়েছে দেশের বড়ই দুর্দ্দিন,
যত বঙ্গযুবা হয়ে অর্ব্বাচীন
নূতন সমাজ গড়িতে চায় ;
জাতি-বর্ণ-ভেদ বিলোপ করিয়ে,
বলে ধরে দেয় বিধবার বিয়ে,
সকলে মিলিয়ে "অখাদ্য" খায় !

চলিয়াছে সবে যার যে প্রকার,
দেশাচারে দৃষ্টি নাহি মাত্র আর,
ভাঙ্গিতেছে সবে কৌলীন্য-বন্ধন ;
বংশে যদি কারো জনমে সন্তান,
ব্রাহ্মণে বিগ্রহে নাহি কিছু দান,
সংবাদ-কাগজে দেয় বিজ্ঞাপন !

রাজ-শক্তি যদি থাকিত আমার,
এ সব লোকের ভাঙ্গিতাম ঘাড়,
পুড়িতাম সবে জ্বলন্ত অনলে ;
কিন্তু এবে ক্রোধে দুঃখ মাত্র সার,
গিয়েছে যে দিন, আসিবে না আর !
এবে কার্য্যোদ্ধার করিব কৌশলে।

সদা উচ্চারিব "আর্য্য আর্য্য" নাম,
সাহেবের হাতে দিব শালগ্রাম,
বিলাত-ফেরতে করিব বশ ;

সাহেবি খানায় আর গঙ্গাজলে
ক্রিয়া কর্ম্ম যত করিব কৌশলে ;
সামাজিক বলে ছুটিবে যশ।

কর শত মিথ্যা, ক্ষতি নাহি তায়,
ভ্রূণহত্যা পাপে হইব সহায়,
তবু ছাড়িব না আপন বড়াই ;
আমি দম্ভাসুর পাপের সোদর
ভারতে শাসিব সহস্র বৎসর,
মোর হাতে তার নিষ্কৃতি নাই !

বালবিধবার স্বপ্ন।

১

সখিরে, আমি হেন অভাগিনী,
নাহি জানি পতি, কিবা সে মূরতি,
বিবাহ কি নাহি জানি !
(সখি) মা বাপ নিদয়, শৈশব সময়ে পরহাতে স'পি দিলা,
(আমি) অনিচ্ছাতে সই, খেলিনু তখন,
সে এক দুঃখের খেলা !

২

সখিরে, কি কব প্রাণের জ্বালা,
ছিঁড়িয়া কলিকা, কণ্টকলতায় বিঁধিয়া গাঁথিলা মালা।
(সখি) তাতেও আবার, বিধাতা বিমুখ,
সেও মালা ছিঁড়ে গেল ;
আমি ধূলায় পড়িয়া, যাই গড়াগড়ি এ মোর কপালে ছিল !

৩

সখিরে, বিধাতা নিঠুর অতি,
দুঃখের অনলে, দহিতে নিয়ত, গড়েছিলা এ মূরতি !
(সই) হেন যদি বিধি করিলা অবিধি,
কেননা হরিলা স্মৃতি ?
কেনলো স্বজনি, বাসনা-কামনা, (পাপ)
হৃদয়ে করিলা স্থিতি !

৪

সখিরে, কাল নিশি-অবসানে
দেখেছি যে রূপ, পাসরিতে নারি,
ধৈরয ধরে না প্রাণে !
(সখি) কুসুমকাননে, একাকী বিরলে, যখন ছিলাম বসি ;
(আমি) সহসা দেখিনু ; হাসিতে হাসিতে,
ভূতলে নামিল শশী।

৫

সখিরে, কি কব রূপের কথা,
সে মুখ স্মরিতে, ঝরে দুনয়ন, মরমে উপজে ব্যথা !
(হায়) কিবা অনুপম, সে শ্যাম মূরতি, বদনে প্রীতির ভার,
(সই) চাহিতে চাহিতে, দেখিতে দেখিতে,
হরেনিল মন আমার !

৬

সখিরে, কিবা সে মধুর ভাষা,
শুনিতে শুনিতে, বাড়িল পিয়াস, না পূরিল মন-আশা !
(জিনি) বংশীর সুরব, কোকিল-কাকলি,
কহিলা করুণ স্বরে—
"(বড়) ভালবাসি আমি, তোমারে সুন্দরি,
এসেছি তোমার তরে।"

৭

সখিরে, আমি হেন অভাগিনী,
"ভালবাসি তোরে", এ মধুর কথা, জনমে কভু না শুনি !
(হলো) আলুথালু প্রাণ, হারাইনু জ্ঞান, হইনু পাগলপারা,
(তখন) খসিল বসন, ঘন বহে শ্বাস, স্থির দু নয়নতারা !

৮

সখিরে কি কব এ পোড়া মুখে,
মনে হলো সাধ, কণ্ঠহার করি, পরি সে রতনে বুকে।
(আমার) মনে হলো সাধ, পড়িনু প্রমাদে, দুরু দুরু
হিয়া কাঁপে :

(তখন) চারিদিকে চাই, দেখে যদি কেহ, পুড়িব
কলঙ্ক-তাপে !

৯

সখিরে, বলিতে বিদরে হিয়ে ;
নেহারিনু আমি সেই রূপরাশি নয়নে নয়ন দিয়ে ;
(তখন) সেই সুধাকর, কোমল ছু^ঁ^য়ে, কণ্ঠেতে করিল দান ;
(অম্নি) সাপটিয়া সই, ধরিনু উরসে, পরশে অবশ প্রাণ !

১০

সখিরে, আচম্বিতে এ কি হলো,
অধরে চুম্বিতে, পূর্ণিমার চাঁদ, আকাশে মিশিয়া গেল !
(সখি) হইতাম যদি বনবিহঙ্গনী, উড়িতাম তার তরে ;
(আমি) হইতাম সুখী, বারেক নিরখি সেই পূর্ণ শশধরে !

১১

"সখি রে, আমি হেন অভাগিনী ;
এ পাপ-পরশ সহেনা সে দেহে, হায় আগে নাহি জানি !
(আহা) পাই যদি পুনঃ সেই সুধাকরে, দেখিয়া ঘুচাই ক্ষুধা ;
(আমি) দূর হতে সই, চকোরের মত, খাই সে মুখের সুধা !

১২

সখিরে, পাসরিয়া ভয়লাজে,
যোগিনী হইয়া বেড়াইব সখি, গহন-কানন-মাঝে।
(সখি) কখনও হাসিব, কখনও কাঁদিব, কভু পড়ি ধরাতলে,
(আমি) নখরে কাটিয়া সরোবর সই, ভরিব নয়নজলে !

১৩

সখিরে, সেই সরোবর-মাঝে
কুমুদিনী হয়ে, বেড়াব ভাসিয়ে, দেখিতে সে দ্বিজরাজে;
(আমি) আকাশের পানে থাকিব চাহিয়া, ঐ রূপ
করিব ধ্যান;
(সখি) না পাইলে তারে, অগাধ সলিলে ডুবিয়া
ত্যজিব প্রাণ!

১৪

সখিরে, কি কাজ বিলম্ব করি?
আর এক পথ আছেরে আমার, শোন্ তবে সহচরি—
(সই) সাজাইয়া চিতা, জ্বলন্ত অনলে পাপদেহ কর ছাই!
মনের আগুন মিশিবে আগুনে, (আমার) বেঁচে থেকে
কাজ নাই!

১৫

সখিরে, সেই সুখের শশ্মানপরে
অশোক, বকুল, তমালের তরু রোপিস্ যতন করে;
(যখন) পথিক আসিয়ে, পথশ্রান্ত হয়ে,
বসিবে সে তরুতলে;
(তখন) কহিস্ "এখানে, বঙ্গের বিধবা
পুড়িয়াছে চিতানলে!"

সামাজিক গীত।

(ভারত-রমণীর হীনাবস্থা-বিষয়ে)

রাগিণী ঝিঁঝিট,—তাল আড়া।

ভারত-নারীর দশা ভাবিতে প্রাণ বিদরে ;
দেখে বিষাদ-মূরতি দুনয়নে অশ্রু ঝরে !
রূপেগুণে অতুলনা, যত ভারত-ললনা
দলিত কুসুমসম অনাদরে অত্যাচারে !
যে দেশে সাবিত্রী, জনা, সীতা, দময়ন্তী, খনা
জন্মেছিল, সেই দেশ ঢেকেছে কি অন্ধকারে !
ভারত-যুবকগণ, কর কর দরশন,
জননী, ভগিনীগণ ভাসিছে দুঃখসাগরে।
গৃহলক্ষ্মীরূপা যারা, মৃতপ্রায় আছে তারা ;
তাই এত পাপতাপ ভারতের ঘরে ঘরে !
অবলার যত্ন বিনা, ভারতের এ যাতনা
ঘুচিবেনা ঘুচিবেনা, শত যুগ-যুগান্তরে। ১

(ঐ উপলক্ষে।)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়া।

চেয়ে দেখ, দেখে ওহে ভারত-সন্তানগণ ;
জননী-জনমভূমি চির বিষাদে মগন।

অজ্ঞানতা অধীনতা, পাপতাপ, দরিদ্রতা,
শত শত চিতানলে ভারতে করে দাহন্ !
না জানি কি মহাপাপে পুড়িতেছে মনস্তাপে
কনক-পুতলি-সম ভারত-রমণীগণ !
শক্তিরূপা যে রমণী, গৃহলক্ষ্মীরূপা যিনি,
সেই) অসহায়া অভাগিনী, হেরিতে বিদরে প্রাণ !
কিন্তু হায় যত দিন রমণী রহিবে হীন,
রবে চির অস্তগত ভারত-সুখ-তপন।২

(সামাজিক সম্মিলন-উপলক্ষে)
রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল ঠুংরি।

আহা কি আনন্দে আজ হৃদয় মগন,
নয়নে আনন্দে-ধারা হয় বরষণ ;
সম্বৎসর পরে আজ শুভ সম্মিলন,
আয় সবে প্রাণ-ভরে করি আলিঙ্গন।
সেই শুভ দিন ভাই কররে স্মরণ,
জনমভূমির দুঃখ করি দরশন,
ভাই-ভগিনী সবে, মিলেছিলেম এই ভাবে,
জননীর অশ্রুজল করিতে মোচন।
যত দিন এই দেহে বহিবে শোণিত,
প্রাণপণে কর ভাই স্বদেশের হিত ;

এইরূপ মহোৎসবে, আনন্দে মিলিয়ে সবে,
করিব, করিব মোরা সফল জীবন।
গাও তবে গাও সবে তুলি এক তান,
গাওরে উৎসব-গীত খুলি মনপ্রাণ ;
এ সুখ সময়ে, মঙ্গল-আলয়ে,
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সবে কররে স্মরণ। ৩

ঐ উপলক্ষে।

রাগিণী খাম্বাজ (জংলা)—তাল একতালা।

গাও সবে মিলে বন্ধুগণে,
আনন্দমনে, ভারত-মঙ্গল ;
উৎসবে মাতিয়ে গাওরে সকলে তুলি একতান ;
শুনিয়ে, জুড়াবে, তাপিত পরাণ ; বহুদিন পরে
পূরব-গগনে উদিত সৌভাগ্যতপন, অতি সুবিমল।
আছিল প্রকৃতি ঘুমায়ে, বিহঙ্গ নীরবে কুলায়ে ;
সকলি জাগিল, সকলি হাসিল আনন্দ-অন্তরে ;
ঘুচে গেল ভ্রমাধার, হৃদয়েতে কত আশার সঞ্চার,
ভারত-সন্তান, হয়ে একপ্রাণ উৎসাহে আকুল,
সবে করে কোলাহল।
ভারত-পুরুষ-রমণী, মিলিয়ে ভাই ভগিনী,
শোভিছে যেমতি সিন্ধু-ভাগিরথী ভারত-ভবনে ;

জ্ঞানে প্রেমে বিভূষিত, পুণ্যভূমি হইবে ভারত ;
ভারত-সন্তান, সঁপে মন প্রাণ, ভারতের মুখ,
পুনঃ করিবে উজ্জ্বল। ৪

ঐ উপলক্ষে।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

আজি শুভদিনে মরি কি আনন্দ হইল ;
হৃদয়ে হৃদয়ে আনন্দ-লহরী নাচিয়া নাচিয়া উঠিল।
কিবা সুখে আজি পোহাইল নিশি,
ঢালিল প্রকৃতি লাবণ্যের রাশি ;
উঠিল তপন মৃদু হাসি হাসি, উল্লাসে পবন বহিল।
ভারত-জননী চির বিষাদিনী, পুত্র কন্যা লয়ে বসিলা আপনি ;
বহু দিন পরে, দেখরে দেখরে, আহা কিবা শোভা হইল!
ঐ দেখ চেয়ে, গত কথা স্মরি, বহিছে নয়নে বিষাদের বারি।
ঐ দেখ আশা, ঐ দেখ প্রীতি, বদনেতে পুনঃ ভাতিল।
যে আনন্দ আজ দেখিলাম সবে, ভুলিবে কি প্রাণ যত দিন রবে ?
শুভ দিনে আজ মৃতপ্রাণে ভাই, জীবন-সঞ্চার হইল।
স্বদেশের হিত করিতে সাধন, এস তবে ভাই করি প্রাণপণ ;
"জয় বিভু জয়!" গাওরে সকলে, ভারতের দুঃখ ঘুচিল। ৫

রাগিণী মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

(বঙ্গ মহিলা-সমাজের উৎসব উপলক্ষে)

এস এস এস সবে, এস প্রিয় ভগ্নিগণ ;
এ সুখ-সময়ে আজি করি সবে আলিঙ্গন।
আহা কি সুন্দর শোভা, আহা কিবা পুণ্য-প্রভা,
হাসলো মধুর হাসি, বিকাশি শশীবদন।
ছিল যুগযুগভরি, মোহ-অন্ধকারে পড়ি
ভারতের নরনারী মৃতপ্রায় অচেতন ;
উঠিয়াছে প্রেমরবি, দেখলো নূতন ছবি,
ভ্রাতা ভগ্নী-মাঝে কিবা পবিত্র প্রেম-বন্ধন।
নিশার স্বপনপ্রায় আগে ভাবিতেম যায় ;
মন-প্রাণ-আঁখি-ভরি কর তাই দরশন ;
হইয়াছে শুভ দিন, থেকোনাকো উদাসীন,
জীবনের মহাব্রতে কর আত্মসমর্পণ।
স্মরিতে পূর্ব্বের কথা, মরমে উপজে ব্যথা,
কোথা সে সাবিত্রী, সীতা ভারতের প্রাণধন!
সেই দেশে জন্ম লয়ে, সেই অন্নজল খেয়ে,
চির শোকদুঃখে মোরা রবো কি চির মগন ?
শক্তিরূপা নারী হয়ে, শক্তির পরীক্ষা দিয়ে,
"অবলা" কলঙ্ক-কথা, কর কর বিমোচন ;
জ্ঞানধর্ম্মে হও ধনী, কর সবে জয়ধ্বনি ;
ভারত নারীর যশে পূর্ণ হবে ত্রিভুবন। ৬

রাগিণী বিভাস—ঝাঁপতাল।

উঠ উঠ উঠ সবে, ভারত-সন্তানগণ ;
থেকোনা থেকোনা আর মোহনিদ্রায় অচেতন।
পোহাইল দুঃখ-নিশি, সুখ-সূর্য্য ওই রে,
হাসিল ভারতআকাশে, দেখরে মেলে নয়ন !
ঘোরতর অন্ধকার, পাপ-নিশাচর আর,
ওই দেখ পলাইল, আর দুঃখ রবে না ;
জ্ঞানালোক প্রকাশিল, সুপবন বহিল,
ভারত কাননে ডাকে আশা-বিহঙ্গিনীগণ।
সুপ্রভাতে শুভক্ষণে, চল সবে সযতনে,
আলস্য-ঔদাস্য বশে আর কেহ থেকোনা ;
প্রেমের পতাকা তুলি, বিভুপদ স্মরি রে,
ভাসাও জীবনতরী, কর শীঘ্র আয়োজন। ৭

(জাতিভেদ লক্ষ্য করিয়া)

রাগিণী মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

সাধের ভারতভুমি ঢাকিল কি অন্ধকারে ;
সবে অন্ধ মহামোহে, মত্ত হয়ে আত্মদ্রোহে,
নিজ হস্তে নিজ গৃহ দুঃখানলে দগ্ধ করে !
কিবা মহৎ, কিবা ক্ষুদ্র, কিবা আর্য্য, কিবা শূদ্র,
কিবা ধনী, কি দরিদ্র, শত্রুভাব ঘরে ঘরে ;

সাধে বটে ভাই ভাই, কারো প্রতি স্নেহ নাই,
সঁপিয়াছে দুঃখনীরে, জন্মভূমি-জননীরে !
এই দম্ভ-পাপে হায়, অনাহারে মৃতপ্রায়
সহস্র ভারত-যুবা ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে ;
কেহ চির পরবাসে দুঃখের সাগরে ভাসে,
জীবনে মৃতের মত অনাদরে অত্যাচারে।
এই দম্ভ-মহাপাপে পুড়িতেছে মনস্তাপে
দুঃখিনী ভারতনারী, ভাসিছে নয়নাসারে ;
ভ্রূণহত্যা-ব্যভিচারে, গেল দেশ ছারে খারে,
পাপিষ্ঠ ভারতবাসী দেখেও তা দেখেনা রে ! ৮

(দরিদ্রতা লক্ষ্য করিয়া।)
রাগিণী বারোঁয়া—তাল ঠুংরি।

মরি কিবা মূরতি ভীষণ ;
এ কি দৈত্য ক্রুর-দরশন !
পিঙ্গল নয়ন দুটি, ঘন দন্ত কটমটি,
জ্বলিছে উদর-মাঝে ঘোর হুতাশন !
লোল জিহ্বা, ভীমদেহ, কারো প্রতি নাহি স্নেহ,
ভারতবাসীর করে শোণিত-শোষণ !
সতীর সতীত্ব নাশে, মা হয়ে শিশুরে গ্রাসে,
নাহি রুচি, নাহি শুচি, এমনি দুর্জ্জন !

কভু ধরি উগ্রবেশ, দুর্ভিক্ষে নাশিছে দেশ ;
লক্ষ লক্ষ নারীনরে করিছে চর্ব্বণ !
দারিদ্র্যের অত্যাচারে, গেল দেশ ছারে-খারে,
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার যেন দহে হুতাশন !
ভারতের নরনারি, আলস্য ঔদাস্য ছাড়ি,
অসুরের অত্যাচার কর নিবারণ।
ছিন্ন কর মোহপাশ, ছাড় দাসত্বের আশ,
চির দুঃখী চিরদাস, বিধির লিখন।
যার গৃহে হাহাকার, গৃহসুখ কোথা তার ?
গৃহসুখলালসায় দেহ বিসর্জ্জন।
সাহস, সামর্থ্য আর, জ্ঞান-ধর্ম্ম কর সার ;
ভবিতব্যে মনপ্রাণ কর সমর্পণ। ৯

(সুরাপান লক্ষ্য করিয়া)
রাগিণী ঘট্‌ভৈরবী—তাল একতালা।

আমার কাজ কিরে এ জীবনে ;
আমি ছিলেম রাজরাণা, হলেম ভিখারিণী,
আর বিড়ম্বনা সহে না এ প্রাণে !
সহিতে না পারি এ ঘোর সন্তাপ,
করে অর্থনাশ, দেয় মনস্তাপ,
হরি ধর্ম্ম-জ্ঞান করে শত পাপ,
কি ঘোর রাক্ষসী পশিল ভবনে !

আশা ছিল, যত শিক্ষিত সুজন
অভাগীর দুঃখ করিবে মোচন ;
কোথা হতে আসি, এ সুরা রাক্ষসী
সহসা গ্রাসিল সে সব রতনে !
কনক-প্রতিমা কত যে যুবতী,
সুকুমার শিশু সুধাংশু যেমতি,
সুরার জ্বালায়, হলো অসহায়,
বুক ফেটে যায় সে দুঃখ স্মরণে !
হা সুরা রাক্ষসি অনলরূপিণি,
ভারতের সুখ-আশা-সংহারিণি,
এ বাদ সাধিবি স্বপনে না জানি,
সোণার সংসার আমার দহিলি আগুনে।
উঠ উঠ যত ভারত-কুমার,
জননীর দশা দেখ একবার ;
অকালে অভাগী হই ছারখার !
রাক্ষসীরে এসে বধরে পরাণে।

(বাল-বিধবার উক্তি)

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

ভারতে শ্মশান-মাঝে, আমি রে বিধবা বালা ;
বিষের মূরতি করি বিধি আমায় পাঠাইলা !
জানিনে কেমন পতি, মনে নাই রে সে মূরতি ;

তথাপি যুবতি হয়ে, পেটে অন্ন নাই দুবেলা !
বিবাহ কি তাও জানিনে, কেবল মাত্র পড়ে মনে,
অনিচ্ছাতে শৈশবেতে খেলেছি এক দুঃখের খেলা !
পিতামাতা নিদয় হলো, পরের হাতে সঁপে দিল ;
ছিঁড়ে নিয়ে কোমল কলি, কণ্টকে গাঁথিল মালা !
না বুঝিলেম ভালবাসা, নাহি সুখ, নাহি আশা !
কারে কবো এ দুর্দ্দশা, কে বুঝিবে মর্ম্মজ্বালা ?
নিদারুণ দেশাচারে, গেল ভারত ছারে খারে ;
পাপিষ্ঠ ভারতবাসী,—পাষাণ হয়ে না দেখিলা !

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালি।

উঠ উঠ উঠ সবে অলস হয়ে থেকো না ;
নয়ন মেলিয়ে একবার এ শোভা চেয়ে দেখ না
দুঃখনিশি-অবসানে, সুসজ্জিত গুণ জ্ঞানে,
নব আশা লয়ে প্রাণে জাগে ভারত-ললনা।
জ্ঞানধর্ম্মে বিভূষিত উঠ হে ভারত-সুত,
দুঃখিনী ভগিনীগণে কর কর সম্বর্দ্ধনা।
পবিত্র প্রেম-বন্ধনে বান্ধ সবে প্রাণে প্রাণে,
প্রেমের সাধনা বিনা ভারতের দুঃখ যাবে না।
দূর করি পাপ মোহ, পরিহরি আত্ম-দ্রোহ।
শান্তি ধামে চল সবে, প্রেমানন্দের এই প্রার্থনা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রেম-বিষয়ক কবিতাবলী।

পাগলাম বা প্রেমোন্মাদ।

১

বিষম উন্মাদ আমি হইয়াছি ভাই রে,
এমন পাগল বুঝি আর কেহ নাই রে;
শুনেও প্রাণের কথা কেউ প্রাণে নেয় না,
পাগল জেনেও লোকে গায় ধূল দেয় না।
কুটিল সংসারে যেই মনপ্রাণ খুলেছে,
লোকে তার অমনি পাগল নাম তুলেছে!
বলুক পাগল লোকে তবু প্রাণ খুলিব;
ভুলিতে কি পারি কথা? কি করিয়া ভুলিব?
হয়েছি পাগল আমি, ছন্দোবন্দ জানি না,
অভিধান, ব্যাকরণ আদবেই মানি না।
সে মুখের চুম্বনটী ওষ্ঠাধারে লেগে আছে,
নয়নের সে চাহনি দুনয়নে বিঁধে গেছে;
সেই সুখ-আলিঙ্গন বক্ষ-মাঝে পশে আছে;
প্রেমমাখা সেই স্মৃতি প্রাণেপ্রাণে মিশে গেছে!

এক কথা বারে বারে বলে যে এ সংসারে,
প্রকৃত পাগল লোকে বলে থাকে তাহারে ;
যত কই সেই কথা, ততই তা মিষ্টি লাগে,
কহিতে কহিতে কত সুখস্বপ্ন প্রাণে জাগে!
কেমনে পাগল আমি হইয়াছি ভাই রে,
একবার মন খুলে বলি শোন তাই রে।

২

যেই দিন গেছিলেম যমুনার পুলিনে,
সেই প্রেম-প্রতিমারে দেখিলেম নয়নে ;
অনন্ত আশার স্রোত প্রাণময় বহিল,
হৃদয়ের কাণে কাণে কে জানি কি কহিল ;
পোড়া প্রাণ সে অবধি আর কিছু চায় না ;
নয়নের দিঠি আর কোন দিকে যায় না,
জীবন-আকাশে যেন সুখ-তারা উঠিল,
উষার আলোকে যেন অন্ধকার টুটিল ;
না জানি কি মধুরিমা ঐ মুখ হইতে
ছড়িয়া পড়িল আহা সমুদয় জগতে ;
মরুস্থলসম আগে ছিল যেই অবনী,
অনেক সুন্দর যেন হয়ে গেল তখনি ;
সংসারে আসিয়া আমি কখনোতো হাসিনি,
স্থাবর জঙ্গমে কভু কারে ভালবাসিনি ;
সেই দিন হতে মোর মুখে হাসি আইল,

কি জানি অজ্ঞাত প্রেম ধরাতল ছাইল।
ক্রমে ক্রমে সে যখন নয়নের কোণেতে
প্রাণের অনল-শিখা ঢেলে দিল প্রাণেতে,
অধীর হইয়া কত "আই ঢাই" করিলাম,
পাগল হইব, ইহা তখনিতো বুঝিলাম !

৩

ক্রমে ক্রমে সে যখন আপনার হইল,
জীবনের কল-কাটি হাতে করে লইল ;
দুই দিন দশ দিন কাছে আসি বসিল,
প্রাণের কপাট খুলি ভাল করে পশিল,
দুই মাসে ছয় মাসে কত কথা কহিল,
তারি লেগে কত কিছু অনুযোগ সহিল ;
কণ্ঠেতে প্রাণেতে কথা মুখে তার ফোটে নি ;
আবেগে নয়ন দুটী ছোটে ছোটে ছোটে নি !
সেই মুখ, সেই চোকে যতবার চেয়েছি,
অকূল সাগরে পড়ে হাবুডুবু খেয়েছি !
কেন যে এমন হলো নারিলেম বুঝিতে,
জোয়ারের জল যেন মিশে গেল নদীতে ;
একবার এলে সেও উঠে যেতে চায়নি,
সমুখে খাবার রেখে কতদিন খায়নি ;
যা কিছু বাসিত ভাল সে সকল চায়নি,
আমোদ-প্রমোদে আর একদিনো যায়নি ;

অনিচ্ছায় উঠে যেতে অশ্রুবিন্দু ঝরেছে,
অর্দ্ধেক পাগল মোরে তখনি যে করেছে।

৪

তারপর একদিন কি কহিব ভাইরে,
জীবনে এমন দিন দুটী হয় নাই রে ;
সারা নিশা কত কিছু সুখস্বপ্ন দেখিলেম,
জেগেও সকল কথা মনে তুলে রাখিলেম,
ভাবেতে বিবশ হয়ে রহিলাম শয়নে,
ভাবনার নেশা বড় লেগেছিল নয়নে ;
দুঃখের সুখের নিশি তখনো পোহায় নি,
অবনীর অন্ধকার ভাল করে যায় নি ;
হেনকালে সেই ঘরে না জানি কে আইল,
ঊষার আলোকে যেন কক্ষতল ছাইল ;
সহসা নয়ন মেলি তাঁর পানে চাইলাম,
পরাণ-পুতলি মম দেখিবারে পাইলাম ;
প্রেমের উচ্ছ্বাসে তার মুখখানি ভেসেছে,
একটী ফুলের তোড়া হাতে করে এসেছে ?
অরুণে করিয়া কোলে ঊষা যেন হাসিছে,
অন্তর-আকাশে মম সেইরূপ ভাসিছে ;
নীরবে শিয়রে আসি ধীরে ধীরে বসিল,
অলক্ষিতে কুন্তলের বাঁধনটি খসিল ;

ঘন ঘন শ্বাস বহে দেখিবারে পাইলাম,
ভুলিয়া সকল কথা আপনা হারাইলাম।

৫

তারপর কি হইল পারিব না কহিতে,
প্রাণে যে আবেগ হয়, পারিনা কো সহিতে !
ধীরে ধীরে হাতখানি দুইহাতে ধরিল,
মাথার উপরে রাখি ধর্ম্ম সাক্ষী করিল।
সে তপ্ত পরশে দেহ শিহরিয়া উঠিল,
বিদ্যুৎ-অনল-শিখা সব গায় ছুটিল ;
হাতের উপরে সেই ফুলগুলি রাখিয়া,
ভগ্নকণ্ঠে বলেছিল মুখপানে চাহিয়া ;
"—এই ফুলগুলি-সহ হৃদয় আমার রে,
আজি হতে চির তরে সঁপিলাম তোমারে ;
এখনো এ ফুলগুলি পতঙ্গেরা পায়নি,
শিশির রয়েছে গায়, রোদেতে শুকায়নি।
সেইরূপ এ হৃদয় ফুটিয়াছে যখনি,
অর্পিব তোমার হাতে ভাবিয়াছি তখনি ;
একদিন দুই দিনে বনফুল শুকাবে,
অনন্ত অনন্ত কাল এই প্রেম থাকিবে।—"
কথা শুনে হৃদয়েতে ধরিলাম তাহারে,
ভাঙিল বালুর বাঁধ নয়নের আসারে ;

প্রাণের সকল কথা প্রাণে করে লইলাম,
সেই দিন সেই ক্ষণে উন্‌মত্ত হইলাম!

৬

ধন, জন, মান যদি সহসা হারায় রে,
শুনিয়াছি মানুষ পাগল হয়ে যায় রে;
ছিলেম দরিদ্র, তায় মহানিধি পেয়েছি,
না জানি কি অপরূপ পাগলি যে হয়েছি!
নিরেট কঠোর যাহা ছিল আগে জগতে,
লইয়া কঠিন প্রাণো পারি নাই দেখিতে,
আমার সঙ্গেতে যেন সকলেই মেতেছে;
পাগল লইয়া যেন কোন্ দেশে যেতেছে,
তটিনীর কলকল, অনিলের শন্‌শনি।
বিহঙ্গ-কাকলি আর কাননের ঝন্‌ঝনি,
নক্ষত্রের ঝিকিমিকি, আকাশের নীলিমা,
শৈশবের সরলতা, যৌবনের গরিমা,
সকলেই পাগলের মহাগীত গেতেছে,
আমার সঙ্গেতে যেন সকলেই মেতেছে।
গিয়েছে সকল ভয়, নাহি কিছু ভাবনা,
দিন, মাস, পক্ষ, বার, নাহি করি গণনা;
না জানি সেরূপে হায় কিবা যাদু করিল,
সমস্ত সংসার তাতে উন্‌মত্ত হইল!

এর আগে কোন দিন পাগল ত হইনি,
এলোমেলো এত কথা কখনো ত কইনি !

৭

এক দিন সন্ধ্যাকালে গেছিলেম্ বাগানে,
আচম্বিতে সেইখানে দেখা হলো দুজনে ;
কেন জানি বলেছিল,—"বুঝেছিরে বুঝেছি,
পাগলেরে প্রাণদিয়ে মজেছিরে মজেছি ;
তুমি যে আমার হবে, বুঝিতে তা পারিনে,
আমি তব চিরকাল, আর কিছু জানিনে।"
শুনে নিদারুণ কথা অচেতন হইলেম,
তাহারি চরণ-তলে ধরাতলে পড়িলেম ;
আদরে লইয়া কোলে মুখ পানে চাহিল,
বুকে চেঁপে এ মাথাটী গদ গদ কহিল,
—"পরাণ পুতলি তুমি আমারি পাগলরে !"
কপালে পড়িল তপ্ত দুই বিন্দু জলরে !
কামিনী-কুসুম-তরু সেই রঙ্গ দেখেছে,
মধুর চাঁদের আলো সেই ছবি লেখেছে ;
এখনো সে তরুশিরে সেই চাঁদ উঠিছে,
এখনো সে কামিনীর সেই ফুল ফুটিছে ;
সেই চাঁদ, সেই ফুলে সুধাইবে যখনি,
ঈষৎ হাসিয়া তারা বলে দিবে তখনি,

—"মধুর সুন্দর মোরা কত কি দেখেছি ভাই,
পাগলের খেলা কিন্তু এমন আর দেখি নাই !"

৮

এক দিন পাগলীর অসুখের লাগিয়া,
অনাহারে বসেছিনু সারানিশি জাগিয়া,
পাগলী অজ্ঞান ছিল, তা দেখে ঘুমাইনি,
মরার মতন ছিনু, জল ফোঁটা খাইনি।
নিশি-ভোরে পাগলিনী পেয়েছিল চেতনা,
চোক মেলে ঘুচাইল মরমের যাতনা ;
অরুণ কিরণে যেন হিমশিলা গলিল,
দুনয়নে আনন্দের বারিধারা বহিল।
বলেছিল পাগলিনী—"বুঝেছি ঘুমাও নি,
অভাগীর মাথা খেয়ে কিছু বুঝি খাওনি !—"
রহিনু নীরবে শুনে সোহাগের তাড়না,
মনে মনে বলেছিনু—"প্রাণেশ্বরি, আর না !"
বলেছিল পাগলিনী—"নাই বুঝি মনেতে,
ঐ প্রাণ মিশে গেছে অভাগীর প্রাণেতে ;
দুইটী শিশির বিন্দু এক হয়ে গিয়েছে,
এ দেহ তোমার, ওটী আমার যে হয়েছে ;
মরার উপরে তুমি অভাগীরে মেরেছ,
আমার শরীরে তুমি অযতন করেছ।"

"অপরাধ করিয়াছি," বলে হাত ধরিলাম,
প্রেমানন্দে পাগলীর পায়ে শুয়ে পড়িলাম !

৯

আর এক দিন আমি স্বপনে যা দেখেছি,
কালিকার কথাসম সব মনে রেখেছি ;
না জানি কেমন করে কোন্ দেশে যাইলাম,
কি জানি কেমন করে পাগলী হারাইলাম।
"পাগলি আমার তুই কোথা গেলি চলিয়া !"
ঘরে ঘরে কাঁদিলাম এই কথা বলিয়া।
অবশেষে কোন এক রাজপুরে যাইলাম,
রাজ-সিংহাসনে গিয়া পাগলীরে পাইলাম।
"তোর তরে পাগলিনী কাঁদিয়াছি কত রে,
পাষাণি, তোমার মনে ছিল নাকি এত রে !
আয় মোর পাগলিনি !" এই কথা বলিতে,
পাগলিনী পদাঘাত করেছিল বক্ষেতে ;
নিকটে ঘাতক ছিল, সেও এসে ধরিল,
শিরশ্ছেদ করিবারে অস্ত্র হাতে করিল।
ঘাতকেরে কহিলাম—"দেখ দেখ ভাই রে,
পাগলিনী বিনে মম অন্য গতি নাই রে,
আমারে কাটিবে যদি রাখ এই মিনতি,
আমার সকল গায় মেখে দাও বিভূতি ;
"পাগলিনী" এই নাম কণ্ঠোপরে লিখিয়া,

বলিদান কর মোরে এইখানে রাখিয়া ;
নামটি কেটোনা যেন এটী ভাই দেখো রে,
পাগলীর পদতলে এ মাথাটী রেখো রে !

১০

তার পর পাগলীর মুখ পানে চাহিলাম,
হেসে হেসে মরমের দুটী কথা কহিলাম ;
—"হৃদয়ে রাখিতে পদ কত দিন চেয়েছি,
ভাগ্যফলে আজি তাহা অযাচিতে পেয়েছি ;
জনম সফল মম হলো এত দিনেতে,
লেগেছে বা পদতলে এই ভাবি মনেতে ;
ধরেছে ঘাতক মোরে শিরশ্ছেদ করিতে,
তোমার লাগিয়া পারি কোটি বার মরিতে ;
এক এক রক্তবিন্দু রক্তবীর্য্য হইয়া,
বেড়াইবে পাগলীর প্রেমগুণ গাইয়া ;
জীবন সমাধা হবে শুনে খুষী প্রাণ রে,
স্থূল দেহে রহিয়াছে যত ব্যবধান রে,
সে টুকুও থাকিবে না, গায় মিশে বহিব,
নিঃশব্দ ভাষাতে প্রাণে প্রেম-কথা কহিব ;
আজ্ঞা কর সুকুমারি, ঘাতকেরে ত্বরিতে,
প্রেমযজ্ঞে প্রমোদেরে বলিদান করিতে !"
কথা শুনে পাগলিনী তীরসম ছুটিল,
গলায় ধরিল এসে, ঘুমঘোর টুটিল ;

জেগে দেখি পাগলীর কাছে শুয়ে রয়েছি,
নয়নের জলে তার মাথাটী ভিজিয়েছি !

১১

ললিত, বিভাস কিবা ঝিঁঝিট পুরবীতে,
গায় যবে পাগলিনী প্রভাতে কি সন্ধ্যাতে ;
অভাগার ভাঙা প্রাণ নেচে উঠে তখনি ;
(কখনো জানিনে কিবা রাগ কিবা রাগিণী)
তুলিয়া অনন্ত স্বর সে স্বরে মিশাইয়া,
কত যে অজ্ঞাত গীত ফেলি আমি গাইয়া।
পৃথিবীর বক্ষে যথা কঠিন আবরণে,
অনলের স্রোত আছে অতিশয় গোপনে ;
তেমতি এ পোড়া প্রাণে জানি নাই কখনো,
ছিল এত ভাবরাশি বাড়বের মতনো ;
পাগলিনী প্রাণ ধরে দিয়েছে যে ঝাকনি,
ভেঙ্গেছে বুকের বাঁধ বেরিয়েছি অগিনি ;
নাহি জানি পাগলীর প্রেমের কি বলরে,
ছিলেম নীরব কবি, হয়েছি পাগল রে !
উথলিয়া উঠে প্রাণ না পারি নিবারিতে,
অফুটস্ত কথা ছুটে নয়নের বারিতে।
বিহঙ্গ হইলে পরে অন্তরীক্ষে ধাইতাম,
দিবানিশি পাগলীর প্রেমগুণ গাইতাম ;

সামান্য মানুষী ভাষা, আশা তাতে মেটেনা,
পাগলীর প্রেম-কথা ভাল করে ফোটে না !

১২

পাগলীর ছবিখানি সঙ্গে করে রেখেছি,
দণ্ডে তারে দশবার শতবার দেখেছি :
কত দেখি তবু তার নূতনত্ব যায় না,
পাগলীর রূপ মোর নয়নে ফুরায় না !
ছবিতেই পাগলীরে অভিমানী হেরেছি,
আদর করিয়া কত বুকে চেপে ধরেছি।
পাগলীর চিঠি খানি সঙ্গে করে রেখেছি,
পড়িতে পড়িতে তারে অশ্রুজলে মেখেছি ;
এই দেখ পাগলিনী লিখিয়াছে তাহাতে,
হৃদয়ের কত কথা অমানুষী ভাষাতে ;
করেছে স্বাক্ষর নীচে সেই পাগলিনী,
"—চিরদিন তোমারই এই পাগলিনী।"
পাগলীরে যত ফুল দিয়েছিনু ছিঁড়িয়া,
তার কতগুলি মোরে দিয়েছে সে ফিরিয়া ;
কি জানি কি মেখে তাতে পাগলিনী দিয়েছে,
শুকায়েছে ফুল, তবু গন্ধ আজো রয়েছে,
পারিজাত ফুলে বিধি পাগলিনী গড়েছে,
হয়েছে সুগন্ধ যাহা পাগলিনী ধরেছে :

ভূতলে অমূল্য নিধি পাগলিনী ধন সে,
পেয়েছি নবজীবন পাগলীর পরশে!

১৩

সাধে কি সে পাগলীরে কণ্ঠহার করেছি,
সাধে কি তাহার তরে উনমত্ত হয়েছি?
জ্ঞানের মলিন দীপ নিবু নিবু জ্বলিত,
"নিশ্চয় জানি না কিছু," এই মাত্র বলিত;
"কার্য্য কারণের" ফাঁদে ঘুরে ঘুরে মরিতাম,
জীবনের আদি অন্তে অন্ধকার হেরিতাম।
পাগলী পরশমণি যাই প্রাণ ছুঁইল,
নাজানি কি আলোকেতে চিত্ত আলো করিল
অনন্ত মঙ্গল আর ইচ্ছাশক্তি মিশিয়া,
সমস্ত সংসার আছে কোলে করে বসিয়া;
প্রেমালোকে এই ছবি পাগলিনী দেখালো,
প্রকৃত তত্ত্বের জ্ঞান পাগলিনী শিখালো;
সুন্দর সাধের কিছু দেখি নাই জগতে,
যার তরে চেতে পারি এক দিনো বাঁচিতে;
পাগলিনী হইয়াছে জীবনের সার রে,
পাগলিনী করিয়াছে সুন্দর সংসার রে;
আপনা হইতে সেই পাগলীর লাগিয়া,
নিয়ত প্রার্থনা উঠে হৃদয় বিদারিয়া;

নয়নের মণি মোর পাগলিনী ধন সে,
জীবন্মুক্তি পাইয়াছি আমি তার পরশে!

১৪

হয়েছি পাগল আমি, পাগলীরে লইয়া,
গাইব প্রেমের গীত দেশে দেশে যাইয়া ;
এই প্রেম-প্রতিমারে কাঁধে যবে লইব,
নেচে গেয়ে, হেসে খেলে দিশাহারা হইব ;
দুই কণ্ঠ মিলাইয়া এক গীত গাইব,
পাষাণ গলিবে তাতে, জগৎ মাতাইব ;
সতী-দেহ কাঁধে লয়ে শিব নাকি নাচিল,
দেখে সে প্রেমের খেলা ত্রিভুবন বাঁচিল।
পাশব জগত আজো প্রেম কি তা জানে নি,
',প্রকৃতি পুরুষ" কথা শুনেছে, তা মানে নি ;
জীবন্ত প্রেমের ছবি জীবলোকে দেখাবো,
প্রেম কি পরম ধন ভাল করে শিখাবো ;
আপনারে না ভুলিলে প্রেম কভু হয় না,
বাঁধ ভেঙে না দিলে যে জল-স্রোত বয়না,
শিখাব প্রেমের ধ্যান, প্রেমের ধারণা রে,
প্রেমের তপস্যা আর প্রেমের সাধনা রে ;
স্বাধীনতা, উদারতা, পবিত্রতা শিখাবো,
প্রেম-যজ্ঞে প্রাণাহুতি দিয়ে তবে দেখাবো ;

ভূতলে স্বর্গের শোভা করিব বিস্তার রে,
স্বার্থক মানব জন্ম হইবে আমার রে !

কমলে কামিনী।

(উদ্ভ্রান্ত প্রেম।)

১

একি অপরূপ রূপ কমলে কামিনী !
ঘোরতর অমানিশা,
নয়নে নাহিক দিশা,
ক্ষণে হাসে ক্ষণপ্রভা ভ্রান্তি-বিলাসিনী ;
এ সময়ে ও কি দেখি ! কমলে কামিনী ?

২

সতত সঙ্গিনী ঐ কমল-বাসিনী ;
জীবন-সরসী-জলে,
হৃদি শতদলদলে
বিরাজে বিমল মূর্ত্তি—স্থির সৌদামিনী—
নয়নের তারা ঐ কমলে কামিনী !

৩

ঐ রূপ, দেখি যবে নিশীথে স্বপন,
হাতে পাই চন্দ্র তারা,
—ভাবমদে মাতোয়ারা—
নয়নে আনন্দ-ধারা হয় বরষণ ;
কমলে কামিনীরূপ নিরখি তখন।

৪

যখন প্রদোষশেষে বিজন পুলিনে,
শুনি দূর বংশীগান
বিলুপ্ত হয়েছে জ্ঞান,
আলুথালু মনপ্রাণ রসের প্লাবনে,
তখনি ও রূপ আমি দেখেছি নয়নে।

৫

দেখিয়াছি, মধুমাসে পোহালে যামিনী,
প্রফুল্ল কুসুমমাঝে,
সজ্জিত কুসুম-সাজে,
দেখিয়াছি, বনদেবী-বন-সুশোভিত,
অনন্তরূপিনী ঐ কমলে কামিনী !

৬

দেখিয়াছি ঐ মুখ পদ্মরাগ-মণি
বিমল বিনোদভরা,
উল্লাসে নেচেছে ধরা ;

করতালি দিয়া দিয়া নেচেছি আপনি ;
গাইয়াছি "ঐ মোর কমলে কামিনী !"

৭

মায়ার মূরতি ঐ কমলে কামিনী,
কভু অন্নপূর্ণা সতী,
কভু রমা রসবতী,
কভু উগ্রচণ্ডা ভীমা, কভু উন্মাদিনী,
অনন্তরূপিণা ঐ কমলে কামিনী !

৮

সাহিত্য-কাননে ঐ বাণী বীণাপাণি,
মরুভূমে স্বর্ণলতা
শান্তির কুসুমযুতা,
উৎসব-নন্দন-বাসে শচী-সোহাগিনী,
প্রেম-যমুনার কূলে রাধা কলঙ্কিনী।

৯

দুঃখের সাগরে যবে আকুল পরাণি,
নিরাশার ঝড় বহে,
কার সাধ্য আর সহে
চিন্তার তরঙ্গ বেগ ? কি হবে না জানি !
তখনি নিরখি ঐ কমলে কামিনী !

১০

বেঁধেছে মানস-করী মৃণালে কামিনী !
নাহি কেউ সাক্ষী তার,
আমি দেখি অনিবার,
জাগ্রতে স্বপনে সম দিবস-যামিনী,
প্রবাস-সাগরে ঐ কমলে কামিনী !

১১

হৃদয়-পুতলি ঐ কমলে কামিনী !
জীবনের যাত্রাশেষে
কৃতান্ত ধরিলে কেশে,
হৃদয়ে করিব ধ্যান প্রেমমুখখানি,
দেখিব মশানে ঐ কমলে কামিনী !

বিনোদ ও মালতী।

১

গভীর বিষাদে উহুঃ সদা প্রাণ দহিছে !
পাষাণের প্রাণ, তাই এত জ্বালা সহিছে।
মরমে ফাটিয়া বুঝি শত খণ্ড হয়েছি,
আশার কুহকে শুধু আজও বেঁচে রয়েছি।
স্নেহের নিকুঞ্জ যারে এত করে পুষিলাম,

হৃদয়-শোণিত দিয়ে কত করে তুষিলাম ;
এমন সুন্দর যারে হেরিয়াছি নয়নে,
তিলেক ছাড়িনি যারে জাগ্রতে কি স্বপনে,
জীবনের সার ধন পরাণের পুতলি,
স্মরিতে যে রূপ উঠে মনপ্রাণ উথলি !
আদরে নিকটে বসে কত কথা কয়েছি,
মধুর আলাপে সুখে ডগমগ হয়েছি ;
আদর করিয়া তার কত নাম রেখেছি,
সোহাগে আকুল হয়ে কত নামে ডেকেছি,
দণ্ডে দণ্ডে কত তারে বক্ষোপরে লয়েছি,
করতালি দিয়া দিয়া কত যে নাচায়েছি ;
সে কণ্ঠের গীত ধ্বনি শুনিয়াছি যখনি,
সশরীরে স্বর্গভোগ করিয়াছি তখনি ।
কোন্ ব্যাধ নিদারুণ সে বিহঙ্গে হরিল ।
জীবন-কানন মম অন্ধকার করিল !

২

শিশু কাল হতে দোঁহে এক হতে চেয়েছি,
একি সরোবর জলে এক ঘাটে নেয়েছি,
একই বাগানে গিয়ে এক ফুল তুলেছি,
মালা গেঁথে গলে দিয়ে, রূপ দেখে ভুলেছি ;
এক পাঠশালে গিয়ে এক পাঠ পড়েছি,
এক সুখে হাসিয়াছি, এক শোকে মরেছি ;

এক চিন্তা, এক আশা মনে আর হৃদয়ে,
এককালে এক ভাবে পুষিয়াছি উভয়ে ;
এক বৃন্তে দুটি ফুল এক সঙ্গে ফুটিবে,
আশা ছিল, কত আহা, পরিমল ছুটিবে।
সমাজ-শ্বাপদ ক্রূর পাষাণের নখেতে,
ফুল দুটী ছিঁড়ে নিল অফুটন্ত থাকিতে !
অকালে কুসুম দুটী পদতলে দলিয়া,
ছিন্ন ভিন্ন করে গেল ধূলি-মাঝে ফেলিয়া !
ভাগ্যের বাতাসে পুনঃ ফুল দুটী মিলিল,
জীবনের গত দুঃখ আর বার ভুলিল।
ভাবিনু বিচ্ছেদ, শোক আর বুঝি হবে না,
বিনোদ, মালতী আর কভু দূরে রবে না।
হায় রে ! স্বপ্নের মত যদিও বা পাইলাম ;
না জানি কি পাপফলে আবার হারাইলাম !

৩

স্বহস্তে ফেলিতে পারি হৃদয় উপাড়িয়া,
বাঁচিতে পারিনা তবু মালতীরে ছাড়িয়া।
মালতীর সেই প্রেম কি করিয়া ভুলিব ?
গভীর প্রাণের দাগ কি করিয়া তুলিব !
"বিনোদ-মালতী" কথা কবিতায় লিখেছি,
"বিনোদিনী" বলে তারে অনুদিন ডেকেছি ;
"মালতী-বিনোদ" কথা গাথা হয়ে রয়েছে,

"মালতী-বিনোদ" গীত প্রেমিকেরা গেয়েছে ;
"বিনোদ-মালতী" কথা শিখেছিল ময়না,
হয়ত সে তাই বলে আর কিছু কয় না।
কে বুঝিবে মালতীরে কত ভাল বাসি রে,
মালতীর তরে আমি হবো বনবাসী রে !
দেখিব সে মালতীরে পাই কিনা পাই রে,
অথবা মালতী বুঝি ধরাতলে নাই রে !
তা না হলে, অভাগারে কেন মনে করে না,
পাগলিনী হয়ে এসে ছুটে কেন ধরে না ?
না জানি কি পাপ রাহু কোথা হতে আইল,
আকাশ ছাড়িয়া শশী কোথারে লুকাইল !

৪

অথবা আমারি ভ্রম, স্বপনেতে ভুলেছি,
আকাশের ফুলরাশি দুই হাতে তুলেছি !
মালতী মায়ার খেলা, প্রেম কি তা জানে না,
আমারি অবোধ প্রাণ ঐ কথা মানে না।
অভাগী বাঙ্গালী-মেয়ে প্রেম কিসে জানিবে,
পঙ্কিল সুন্দর-বনে মন্দার কে আনিবে ?
যে দেশে অবলা জাতি পশুদের মতনো
পুরুষের পদ সেবে, নাহি পায় যতনো,
যে দেশের পরিণয় প্রণয়েতে হয় না,
পতি পত্নী ভালবেসে কারো নাম লয় না,

যে দেশে নারীর জন্ম খাটিতে আর রাঁধিতে,
প্রিয়-শোকে পারে না সে মুখ ফুটে কাঁদিতে!
সে দেশে জনম যার, প্রেম কি সে জানিবে?
বেতবনে পারিজাত কে কেমনে আনিবে?
বুঝেছি নারীর প্রেম স্থির নাহি রয় রে,
প্রবঞ্চক মরুভূমি; মরীচিকাময় রে!
তবে কেন দূর হতে ছায়া দেখে ভুলিলাম,
আকাশের গায়ে এত অট্টালিকা তুলিলাম?
তা হলে ভালই হলো, ভাল শিক্ষা পেয়েছি,
হৃদয় মানে না কেন? ভাল দায়ে ঠেকেছি!

৫

তবে কেন নিরাশায় পাগলিনী হইয়া,
বনে বনে কেঁদেছিল বিনোদের লাগিয়া?
তবে কেন এতদিন প্রতিজ্ঞা ভুলিল না,
রাজরাণী হতেছিল, হয়েও তা হলোনা?
বিনোদের ছবি খানি কেন তবে রেখেছে,
স্বহস্তে "মালতী" নাম কেন নীচে লেখেছে?
বিনোদে পাবেনা বলে, নিশিতে লুকাইয়া,
ভীষণ পদ্মার জলে পড়েছিল ঝাঁপিয়া?
তা নয়—কখনি নয়, মরীচিতে ভুলিনি,
অবোধ শিশুর মত সাপ লয়ে খেলিনি;
প্রেমের তুলিতে বিধি অবলায় এঁকেছে,

"বিশ্বাস" কথাটি তার হৃদয়েতে লেখেছে;
বুঝেছি অদৃষ্ট-দোষে আমার সে হলো না,
অবলার প্রাণ কভু নাহি জানে ছলনা।
মালতীর ভালবাসা পর্ব্বতের মতনো;
কোটি বজ্রপাতে তাহা ভাঙ্গিবে না কখনো;
বেঁধেছি পর্ব্বত-মূলে এ জীবন-তরণী;
ছিঁড়িবেনা এই বাঁধ, ডুবিবনা কখনি;
বহুক বিপদ-ঝড় নাহি কিছু ভয় রে,
মালতীর প্রেম কভু টলিবার নয় রে।

৬

কত ভাল বাসিতেম, মালতী তা বুঝেনি,
অভাগার প্রেমে তাই ভাল করে মজেনি,
কেবলি কি মালতীরে প্রাণে পূরে রেখেছি,
কেবলি কি ঐ রূপ ধরাময় দেখেছি;
চোকের উপরে তার কত ত্রুটী হয়েছে,
কত লোক কত মত কত কথা কয়েছে,
তিলেক সন্দেহ তারে কভু যদি করেছি,
ফাফর হইয়া দুখে বুক ফেটে মরেছি।
তবু তারে মরমের সেই দুঃখ কইনি,
সন্দেহ এলেও কভু সন্ধানটী লইনি;
মালতীর প্রেমে দ্বিধা কভু হতে পারে না,
এই বলে আপনারে করিয়াছি তাড়না;

"উঠে যে পবিত্র জল গিরিবক্ষ হইতে,
নিয়তই পড়ে তাহা সাগরের বক্ষেতে ;
চাতকিনী মরিলেও কূপ-জল খাবে না,
মালতী বিনোদে ছেড়ে আর কোথা যাবেনা।
দিক্‌যন্ত্র নাবিকেরে করেনাকো ছলনা ?
মালতীর কোন দোষ কেউ কাণে বলোনা।"
এই কথা বলে লোকে রাখিয়াছি নীরবে,
কত ভাল বাসিতেম, মালতী কি বুঝিবে !

৭

ইতর পল্লীতে যথা গোশালার নিকটে,
শিউলী ফুলের গাছ থাকে অতি সঙ্কটে ;
বার মাসে এক মাসো ফুল তাতে আসে না,
ফুলসাজে শেফালিকা কোন দিনো হাসেনা ;
গোময়, গোমূত্র আর আবৰ্জ্জনা রাখিয়া,
শেফালীর চারিদিক রাখে সদা ঢাকিয়া !
কেবল শরৎকালে প্রাতঃ সমীরণেতে
এক বিন্দু শান্তি দেয় শেফালীর প্রাণেতে ;
কখনো যদিবা হাসে দুটী ফুল ধরিয়া,
ধূলাতে শুকায় ফুল সারাদিন পড়িয়া !
তেমতী মালতী ছিল, ইতরের ভবনে,
সুখের বাতাস কভু লাগে নাই পরাণে,
অধীনতা অত্যাচারে মরমেতে মরিয়া

পিশাচের সঙ্গে ছিল প্রেতভূমে পড়িয়া ;
যদি বা স্বভাব-গুণে হাসিয়াছে কখনি,
কি অমৃত আছে তাতে, পিশাচেরা দেখেনি ;
তার সেই হাসি আমি কুড়াইয়া লয়েছি,
মালা গেঁথে কত সাধে হৃদয়েতে পরেছি ;
ফুটে আছে হাসি ফুল, যেমন তা ফুটিত,
ছুটিছে সুগন্ধ তার, তখন যা ছুটিত !

৮

মালতিরে, ও মালতি, পড়েনাকি মনেতে ?—
সেই যে বসেছি যেয়ে অশোকের বনেতে ,
সাজায়েছি তোরে কত অশোকের ফুলেতে,
দেখিয়াছি তোর রূপ সরোবর-জলেতে ;
রূপের পিয়াসে পোড়া চোকে পাতা পড়েনি,
ভাবের আবেগে পোড়া মুখে কথা সরেনি !
মনে কি পড়েনা কথা, দেখ্ মনে ভাবিয়া,
মাথার উপরে বসে ডাকিয়াছে পাপিয়া ?
"চোক গেল !" বসে পাখী যত বার ডেকেছে,
দেখিয়াছি—তত বার তোর প্রাণে লেগেছে ;
রাগ করে বলেছিস,—"আমাদের সুখেতে,
পাপিষ্ঠ হিংসুক পাখী মরে দেখ দুঃখেতে ;
প্রেমের সোহাগ ওর চোখে বুঝি সয় না,
'চোক গেল !' বলে ডাকে, আর কিছু কয়না ।"

এখন বুঝেছি পাখী কেন হেন ডাকিত,
অশোক-পাতায় কেন লুকাইয়া থাকিত !
নিরাশ প্রেমের জ্বালা যার প্রাণে রয় রে,
কেঁদে কেঁদে ছুনয়ন তারি অন্ধ হয়রে ;
"চোক গেল!" বলে পাখী জানাইত বেদনা,
অভাগা যে ভাল করে কাঁদিতেও পারিনা !

৯

বুঝেছি বুঝেছি আমি, বুঝেছি এখন রে,
নিরাশ-প্রেমের জ্বালা গভীর কেমন রে !
বুঝেছি দামিনী কেন আত্মহত্যা করিল,
বুঝেছি স্বরেশ কেন পাপে ডুবে মরিল ;
এ জীবনে এক বার প্রাণ যারে চায় রে,
বাঁচে কি মানুষ, যদি সে ধনে না পায় রে ?
অভাগা স্বরেশ আহা দামিনী হারাইয়া,
পথে পথে কেঁদেছিল উন্মত্ত হইয়া !
নিবা'তে প্রাণের জ্বালা, সেই শোক ভুলিতে,
তরল অনল-স্রোতে গিয়াছিল ডুবিতে,
মাতাল পাপিষ্ঠ হয়ে কত পাপ করেছে !
পশুদের অত্যাচারে দামিনীও মরেছে !!
পাপিষ্ঠ সমাজ যারে "আত্মঘাতী" করিছে,
"অপরাধী" বলে পুনঃ তারি কেশে ধরিছে !
থাকুক পাপিষ্ঠ দেশ "ধন মান লইয়া,

বনে বনে বেড়াইব প্রেম-যোগী হইয়া ;
স্বাধীন বনের পশু, পাখী যথা পাইব,
স্বাধীন প্রেমের গীত সেইখানে গাইব,
জুড়াতে প্রাণের জ্বালা বিধাতারে ডাকিব,
মালতীর স্মৃতি লয়ে অনুদিন থাকিব।

ফুলের রাণী।

মালতী-মল্লিকা, যূথী
কিম্বা যেমন শেফালিকা,
অমল কোমল অঙ্গখানি
তেমনি তোমার মধুমাখা ;
মানস সরোবরে যেমন
ভাসে স্বর্ণ শতদল,
কমলিনি, তেমনি তোমার
শোভা করে বক্ষস্থল ;
বেল ফুলের মালার মত
হাত দুখানি শান্তিময়,
পরশিলে, গলায় দিলে
দুঃখ-জ্বালা নাহি রয় ;

পারিজাত ফুলে বিধি
গড়েছেন পা দুখানি,
নন্দন-কাননের শোভা
হেঁটে যেতে পায় অবনী
কোটি গোলাপ ফুলের মত
ফুটে আছে প্রেমমুখ,
চাইলে পরে, প্রাণটি ভরে
ঢেলে দাও স্বর্গ-সুখ ;
ফুলের বাড়া প্রাণটী তোমার,
ফুলেগড়া দেহখানি ;
আদর করে তাতেই তোমার
নাম রেখেছি ফুলের রাণী।

আদরিণী।

আদরিণি, যে দিন তোমায়
আদরিণী ডেকেছি,
যে দিন তোমার নয়ন দুটী
অনিমেষে দেখেছি,
যে দিন তোমার কোমল মাথা
বক্ষস্থলে রেখেছি,

অবশ প্রাণে গাছের মত
অটল হয়ে থেকেছি,
সে দিন থেকে প্রাণের মাঝে
কি জানি কি হয়েছে,
সে দিন হতে নূতন পথে
জীবনের স্রোত রয়েছে।
"প্রাণনাথ, তুমিই কেবল
বুঝ আমার প্রাণের ব্যথা,"
আদর করে স্নেহ ভরে
বল তুমি এই যে কথা,
ঐ কথাটী শুনে আমি
হাতে হাতে স্বর্গ পাই,
উহার চাইতে গৌরবের তো
ধরায় আমার কিছু নাই।

চোকের দেখা।

অনেক দিনের পরে প্রিয়ে,
সে দিন তোমায় দেখেছি,
নয়ন-জলে বক্ষস্থলে
পদচিহ্ন এঁকেছি।

প্রেম-নয়নে মুখের পানে
সেই যে তুমি চেয়েছিলে,
কোথা হতে নয়ন-পথে
না জানি কি ঢেলে দিলে,
অবসন্ন হলো দেহ,
স্থির হইল নয়ন-তারা,
আপনি আপনি বলেছিলেম
কি যেন পাগলের পারা ;
আত্মহারা হয়ে গেলেম,
অচল হলো পা দুখানি,
প্রাণের মাঝে কি যে হলো,
প্রাণ জানে, আর আমি জানি !
উথলিয়া উঠলো হৃদয়
দেখে তোমার বদন-চাঁদ,
আর খানিকটা হলে পরে
ভেঙ্গে যেতো বুকের বাঁধ !
দূরে থেকে চোকের দেখা
দেখেই যদি এমনি হয়,
স্পর্শ হলে কি যে হতো,
ভেবেই আমার হচ্ছে ভয় !
কি আর হতো ? পা দুখানি
যদি তোমার বক্ষে পেতেম

প্রেমভরে শত খণ্ড
হয়ে না হয় ভেঙ্গে যেতেম।
মাটির দেহ পড়ে থাকতো,
বেড়িয়ে যেতো অমর প্রাণ ;
অমর লোকে গিয়ে আমি
গেতেম তোমার প্রেমের গান।

প্রেমময়ী।

রজনী-প্রভাত হলে নিত্য যাই সেই খানে,
প্রেমময়ি, তুমি আমার যথা থাক পথ চেয়ে ;
এলোথেলো কেশবেশ, কিন্তু দুটী চক্ষু স্থির,
ঝরে ঝরে ঝরে নাকো আঁখিভরা অশ্রুনীর ;
ঊষার শিশিরে যেন উজ্জ্বল অরুণ-শোভা,
তেমতি প্রভাতে হেরি তোমার মুখের আভা ;
দিবালোকে জগতের অন্ধকার যায় ঘুচে,
চিত্তের আঁধার মম তুমি সব দাও মুছে ;
ধরাতলে পড়ে যায় তোমার মুখের জ্যোতিঃ,
তেঁই হয় সুমধুর সুন্দর প্রকৃতি সতী ;
তোমার ঐ প্রেমদৃষ্টি নিত্য সুধাবৃষ্টি করে,
সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি এত তাই হয় চরাচরে ;

তব প্রেমে প্রেমময়ি, বিমোহিত হয়ে চাই,
অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশি কেবলি দেখিতে পাই ;
তব প্রেমময় রূপ হায় না হেরি যখন,
বিষাদ-সাগরে হয় মনপ্রাণ নিগমন !
বুঝিলাম প্রেম ছাড়া শোভা কোথা কিছু নাই,
প্রেমময়ি, তোমা ছাড়া সুখশান্তি নাহি পাই ;
সুখসৌন্দর্য্যের হেতু তুমি বট প্রেমময়ি,
তোমাগত প্রাণ, তাই জানিনা আর তোমা বই ।

প্রেমযোগী।

এই কি তোমার মনে ছিল,
ও পাষাণি সর্ব্বনাশি,
অবশেষে এমনি করে,
করে দিলে বনবাসী !
বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে,
তোমায় পেতে যে জন চাবে,
তপস্বী না হলে পরে,
এমন ধন সে কেন পাবে ?
বেশ হয়েছে, আজ হতে
আর সকলি ছেড়ে দিব,

তোমার প্রেমে যোগী হয়ে,
তোমার নামে দীক্ষা লব;
যে ঘাটেতে স্নান করেছ,
সেই ঘাটেতে করবো স্নান,
যে জলেতে পা ধুয়েছে,
সে জল আমি করবো পান;
যে পথে চলেছ তুমি,
সেই পথের ধূলা তুলে,
সর্ব্ব অঙ্গে মাখবো আমি
পবিত্র বিভূতি বলে;
নয়ন-জলে সেই ধূলাতে
মিশে হবে হরিমাটি,
বক্ষে তাতে পড়বো ফোঁটা,
আঁকবো তাতে চরণ দুটি;
যে ফল তুমি ভালবাস,
দিনে একবার সে ফল খাবো,
যে গীত তুমি ভালবাসা,
দিবানিশি সেই গীত গাবো;
তোমার নামের যে সব কথা,
সে সব কথা বেছে নিয়ে,
নামের মালা গেঁথে আমি
রাখবো সদাই কণ্ঠে দিয়ে;

তোমায় প্রেমে যোগী হয়

মিট্‌বে সুখের অভিলাষ,

লোকালয়ে যাবোনাকো,

করবো সুখে বনবাস ;

বনদেবি ! তোমার রূপ

নয়ন মুদে করবো ধ্যান,

চিত্তপটে দেখে তোমায়

করবো প্রেম-সুধাপান ;

তোমার প্রেমে যোগী হয়ে,

মানব জন্ম সফল হবে,

তোমার প্রেমের পুণ্যকথায়

জগৎবাসী মুগ্ধ হবে।

আগমনী।

আসন পেতেছি আমি যতনে প্রাণের ঘরে,
প্রেমময়ী ষড়্‌ভুজা আসিবেন দয়া করে ;
সুখের শরৎ কালে আমার হৃদয়াকাশে
আশার নক্ষত্র-মালা মৃদু মৃদু মৃদু হাসে,
ফুটেছে কমল ফুল আর শেফালিকা বনে,

আগমনী-প্রেম-গীত জাগিতেছে প্রাণে প্রাণে ;
প্রেমময়ী ষড়ভুজা, কি সুন্দর এ মূরতি !
বদনে, নয়নে খেলে কিবা অনুপম প্রীতি,
প্রেমের দুখানি হাত, জ্ঞানের বটে দুখানি,
ইচ্ছার দুখানি, তেঁই ষড়ভুজা সুররাণী।
কামরূপ ছাগ বলি দিব আমি রাঙা পায়,
ক্রোধ মহিষের সঙ্গে এমহা প্রেম-পূজায় ;
অহঙ্কার অসুরের সমূলে হবে নিধন,
প্রাণরাজ্য হয়ে যাবে সুখ-শান্তি-নিকেতন।
জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মশীলা এই ত্রিগুণধারিণী,
অধমে তরাতে আহা আসিবেন ত্রিনয়নী ;
দুনয়নে প্রেম-পাশে মোরে করিয়া বন্ধন,
ঊর্দ্ধ নয়নেতে করি স্বর্গ-পথ প্রদর্শন।
উন্নত পবিত্র লোকে নিবেন দেবী আমায়,
পুণ্যস্রোত প্রবাহিত রয়েছে সদা যথায়।
এস এস প্রেমময়ি, আমার এই প্রাণাসনে,
তোমার পবিত্র রূপ হেরি আমি প্রাণে প্রাণে।

আঁধার বঁধু

অন্ধকার হে, তুমি আমার
চিরদিনের সাথের সাথী,
তোমায় আমি ভালবাসি,
তুমিই আমার ব্যথার ব্যথী।
বাল্যকালেই দিনের চাইতে
রেতের আঁধার লাগ্‌তো ভাল,
আঁধার-মাখা মিষ্টি মিষ্টি
দেখ্‌তেম সব কাল কাল।
লক্ষ তারা দীপের মত
জ্বলতো যখন সে আঁধারে,
জোনাকিরা আলোর মালা
গেঁথে রাখতো পুকুর-ধারে,
অন্ধকারে ঘরের দোরে
ফুট্‌তো শেফালিকা ফুল,
বারেন্দার এক কোণে বসে,
গন্ধে হতো প্রাণাকুল ;

অন্ধকারের মাঝে তখন
কি যে আলো দেখেছি,
আধ আধ ছন্দে কত
মনের কথা লিখেছি ;
কাগজ খানি কাল হলে,
তাতে যেমন সাদা লেখা,
অন্ধকারের গায়ে তেমন
পড়তো আমার ভাবের রেখা ;
সে সব লেখা পড়ে আমার
চিত্তে কত স্ফূর্ত্তি হতো,
কোমল প্রাণের কোমল রেখা
সহজেই সব মুছে যেতো।
কিন্তু যখন যৌবন এলো,
আশার বায়ু ছুটলো প্রাণে,
দুঃখ-মেঘমালা এসে
ঢেকে দিল প্রাণ-গগনে,
নিবে গেল প্রাণের আলো,
হলো গভীর অন্ধকার ;
ভিতর বাহির সবই সমান,
অন্ধকারে একাকার !
তখন থেকে আঁধার আমি
তোমার মাঝেই আছি ডুবে,

তুমি আমার, আমি তোমার,
আর কেহ নাই, এইটী ভেবে ;
আবার কেন কুক্ষণেতে
দেখলেম আমি সে এক মুখ,
অন্ধকারে আলোর আশায়
ফুলে কেন উঠলো বুক !
"ভালবাসি" এই কথাটী,
বল্লে কেন দুই এক বার ?
চঞ্চলা চপলার মত,
কল্লে দ্বিগুণ অন্ধকার !
জানি আমি জন্মদুখী,
সে ধন কভু পাব না।
অন্ধকার হে, ঘাট হয়েছে,
তোমা ছেড়ে (আর) যাবনা ।
এস তবে অন্ধকার হে,
তোমার কোলে লুকাই মাথা,
এস বন্ধু, তোমার কাছে
খুলে দিই সব প্রাণের ব্যথা ;
প্রাণের কথা নিয়ে তুমি
হবেনাকো অবিশ্বাসী,
খাঁটি বন্ধু আঁধার তুমি,
তাতেই এত ভালবাসি ।

এস তবে অন্ধকার হে,
তোমায় প্রাণে ভরে রাখি ;
এস তবে অন্ধকার হে,
তোমার মাঝে ডুবে থাকি।

মানের কি প্রেমের গৌরব ?

গৌরবিনি, মানের গৌরব
নিয়েই তুমি সুখে থাক,
প্রাণটী সঁপে কাজ নাই তোমার,
সযতনে মানটী রাখ ;
দীনহীন কাঙ্গালের মত
এত যদি মানভিখারী,
পথ ভুলে এ প্রেমের খেলা
খেল্‌লে কেন দিন দু চারি ?
মান-বাঁচানো প্রাণের খেলা
বল কোথা শিখেছিলে ?
প্রেমময়ী নারীকুলে
ছিছি কি কলঙ্ক দিলে !

পাছে তোমায় লোকে বলে
ভালবাসায় মেতেছ,
বুদ্ধি-বিবেচনা ছেড়ে
অন্ধকারে যেতেছ!
ভালবাসি, এই কথাটি
বলতেই যদি হতমান,
তবে কেন এমনি করে
পাগল করলে পরের প্রাণ?
যে দিন তোমায় প্রাণ সঁপেছি,
যতমান আর অভিমান
তোমার চরণ-তলে আমি
সব করেছি বলিদান;
তোমায় ভালবাসি বলে
লোকে যদি মন্দ বলে,
এমন গৌরবের তো কিছু
নাইকো আমার ধরাতলে;
তুমি যদি বল আমায়—
"তোরে আমি চিনি না,"
শতমুখে বলবো আমি
"তোমা বই আর জানিনা;"
তুমি যদি বল প্রিয়ে,
আমি তোমার কেহ নই;

আমি বলবো বস্তু তুমি,
আমি কেবল ছায়া হই।
মানের গৌরব নিয়ে তুমি
থাক থাক সুখে থাকে,
আমার "পর" বলে তুমি
পরের কাছে মানটী রাখ!
তোমার প্রেমের গৌরবেতে
মত্ত আমি দিবানিশি,
তোমার প্রেমের কথা বলে
আনন্দ-সাগরে ভাসি;
তোমার প্রেমের স্মৃতি নিয়ে
এ দেহেতে রাখি প্রাণ,
তুমি আমার, এ জগতে
এতেই আমার বড় মান।

কদম্ব-সখা।

কদম্ব-কুসুম-তরু, তোরে আমি ভালবাসি,
নিতি নিতি সন্ধ্যাবেলা তেঁই তোর তলে আসি।
গোকুলের প্রিয় ফুল কদম্ব সে মধুমাখা,
যে ফুলে সাজায়ে তনু গোকুলের শ্যাম সখা

বসি কদম্বের ডালে বাঁশিতে গাইত গান,
অর্থশূন্য প্রেমগানে হরিত রাধার প্রাণ;
উন্মাদিনী হয়ে ধনী ধাইত কদম্বমূলে,
কহিত মনের কথা প্রাণের কপাট খুলে;
আবেশে বিবশ তনু হয়ে যেতো দরশনে,
জ্ঞানহারা, আত্মহারা প্রিয়অঙ্গ-পরশনে!
দেখিত প্রিয়ের রূপ অন্তর বাহিরময়,
জলস্থল-অন্তরীক্ষে শ্যামরূপ সমুদয়;
আপনারে ভুলে গিয়ে না চাহিত প্রতিদান,
আত্মদানে বাসনার হয়ে যেতো অবসান।
স্বর্গের অমূল্য ধন সেই প্রেম রাধিকার,
মধুর সুন্দর হায় এমন কি আছে আর?
সে প্রেমের সাক্ষী তুই রে কদম্ব তরুবর,
তাই তোরে প্রাণভরে ভালবাসি নিরন্তর।
সে প্রেম-পরশে তুই হয়েছিস পুণ্যময়,
পত্র-পুষ্প-শাখা তোর গায় সে প্রেমের জয়!
রে কদম্ব-তরু, আমি যারে ভালবাসিতাম,
প্রেমের পিয়াসে যার তোর তলে আসিতাম;
কোথা চলে গেছে সেই, নাই আর এই দেশে,
জানিনা সে অভাগারে ভালবাসে কি না বাসে!
কিন্তু তার প্রেমরূপ দেখি এ জগৎময়,
ফল-পত্র-শাখা তোর সে প্রেমের কথা কয়;

প্রতি ফুলে ফুলে তব দেখি তার প্রেমমুখ,
তোর পানে চেয়ে চেয়ে ভুলে যাই সব দুখ ;
তোর কুসুমের গন্ধে সেইরূপ জাগে মনে,
পরশি সে প্রেম-অঙ্গ তোর অঙ্গ-পরশনে।
রাধার প্রেমের সাক্ষী রে কদম্ব-তরুবর,
পুণ্যের ভাণ্ডার হয়ে আছ তুমি নিরন্তর ;
আমার প্রেমের সাক্ষী এ জগতে কেউ নাই,
মরমের ব্যথা আমি বলি নাই কারো ঠাঁই ;
কেবল প্রাণের কথা যাহা কিছু জান তুমি,
রে কদম্ব তরু, তোরে বড় ভালবাসি আমি।
প্রেমময়ী শ্রীরাধিকা গিয়াছেন যেই দেশে,
আমিও যাইব তথা দিন দুই চারি শেষে ;
যতদিন এই ভবে থাকিব এ দেহ লয়ে,
মিটাবো প্রাণের ক্ষুধা তোর পানে চেয়ে চেয়ে ;
তোর তলে বসে আমি গাইব প্রেমের গান,
তোর মূলে ধরাতলে অন্তিমে ত্যজিব প্রাণ।
যদি এসে কোন দিন ওরে তরু, তোর তলে
আমার সে প্রাণধন, বলো তারে দেখা হলে,
নিতি নিতি সন্ধ্যা বেলা আমি হেথা এসেছি,
একাকী নীরবে কত অশ্রুজলে ভেসেছি ;
ক্ষেপা পাগলের মত, ছুটে ছুটে কতবার
কি যেন দেখিব বলে ঘুরিয়াছি চারি ধার,

সহিতে পারিনি যবে নিরাশ প্রাণের ঢেউ,
তোরে ধরে দাঁড়ায়েছি, আর তা দেখেনি কেউ ;
তোমার যে শাখা আমি করিয়াছি আলিঙ্গন,
সে যেন শ্রীকরে এসে করে তাহে পরশন,
তোমায় যে ফুলগুলি চুম্বন করেছি হায়,
কুন্তলে পরিতে তাহা বলো বলো বলো তায় ;
তব তলে যেই স্থলে এ প্রাণ ত্যজিব আমি,
সে যেন সেখানে এসে রাখে তার পাদুখানি !
রে কদম্ব তরু, করি এ মিনতি বারে বারে,
আমার হইয়া তুমি এই কথা বলো তারে,—
তব পত্রমাঝে লিখি সে প্রেমময়ীর নাম
অশ্রুজলে, বক্ষস্থলে রাখিয়াছি অবিরাম ;
যেই দিন চিতানলে এই দেহ ভস্ম হবে,
পত্র পুড়ে যাবে, কিন্তু সে নামটী সঙ্গে যাবে ;
আত্মাতে নিহিত হয়ে রবে তা অনন্ত কাল,
তাহারই প্রেমের জয় ইহকাল পরকাল !

পোড়া পাপিয়া।

অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে
কে রে কেঁদে এমনি করে ?
এ কান্না যে শুন্‌তে নারি,
প্রাণ যে আমার কেমন করে !
কেরে তুমি, কোন্ দেশে ঘর,
বল্‌ছো ভাষা কেমন কেমন ?
মধুর স্বরে আকাশ ভরা,
মানবের স্বর নয়তো এমন।
স্বর্গবাসী কেউ কি তুমি,
হারায়েছ শান্তি ধাম,
আকাশ-পথে তাই নিশীথে
কেঁদে বেড়াও অবিরাম ?
কি ধন হারায়েছ তুমি,
কেন এত প্রাণে ব্যথা ?
লুকাইয়া কেন কাঁদ,
কও না খুলে মনের কথা ?

"চোক গেল!" হায় একি কথা,
চোকে তোমার হয়েছে কি?
এস, আমার কাছে এস,
চক্ষু চেয়ে দেখাও দেখি।
বুঝেছি রে ও পাপিয়া,
তুই সে পাখী পোড়ার মুখ;
শোকের ভরে কেঁদে কেঁদে,
ভেঙেচুরে গেছে বুক!
হতভাগা পাখী ওরে
কেন ভালবেসেছিলি?
সরল প্রাণে গরল নিতে
কেন ধরায় এসেছিলি?
কেঁদে কেঁদে চক্ষু গেল,
তবু ঝরে আঁখি-জল!
যা হবার তা হয়ে গেছে,
কেঁদে কি আর হবে বল?
না না, ওরে অবোধ পাখি,
মনের সাধে কাঁদ তুমি;
নিরাশ প্রেমের কি যে জ্বালা,
তুই জানিস, আর জানি আমি!
সেই যে ভালবাসি যারে,
সেতো আমার হ'ল নারে;

কেঁদে কেঁদে চক্ষু গেছে,
পড়ে আছি অন্ধকারে !
এখনো তোর চক্ষু আছে,
"চোক্ গেল !" তুই বলিস্ তাই ;
কণ্ঠরুদ্ধ অন্ধ আমি,
কাঁদিবারও শক্তি নাই !
প্রাণের আগুন প্রাণেই আছে,
ভস্ম কল্লে নীরবে ;
পাপিয়া রে, মর্ম্মব্যথা
কেউ বুঝে না এ ভবে !
লোকের কাছে বল্লে পরে
কর্‌বে লোকে উপহাস ;
প্রাণের আগুন প্রাণে নিয়ে
কর গিয়ে তুই বনবাস।
কিম্বা পাখি, উড়তে জানিস,
দূর গগনে উড়ে যা ;
প্রেম-বিহীন এ ধরাতলে
লোকালয়ে আসিস্ না।
যা ইচ্ছা, তাই বলে কাঁদিস্,
প্রাণ যখন তোর মান্‌বে না ;
কেন কাঁদিস, সে কথা আর
ধরায় কেহ জান্‌বে না।

যে দেশেতে প্রেম আছে, আর
নাই রে এমন নিরাশা ;
সেথায় গিয়ে কাঁদলে পরে
মিট্‌বে প্রাণের পিপাসা।
আসিস্‌ না আর এদেশে তুই,
ভাসিস্‌ না আর নয়ন-জলে ;
তোর এ কান্না শুন্‌লে আমার
প্রাণের আগুন দ্বিগুণ জ্বলে !
নীরবেতে কাঁদবো আমি,
তুই গিয়ে কাঁদ উচ্চৈঃস্বরে ;
পাপ ধরাতে পড়ে আমি,
উড়ে যা তুই স্বর্গদ্বারে।
পাখিরে, তুই আমার কাণে
এ কান্না আর তুলিস্‌ না ;
কিন্তু পাখি, কাঁদবি যখন,
আমার কথা ভুলিস না !

বিষাদ।

কেন আজি দশ দিক্ হেরি অন্ধকারময়,
বিলুপ্ত জগতে যেন সুখ-শোভা সমুদয় ?
সবুজ পাতার কোলে হাসিছে কুসুমদল,
হেসে হেসে নীলাকাশে তারা করে ঝলমল ;
ভ্রমর-গুঞ্জন কিবা দূর বনে ঝিল্লিরব,
আমার নিকটে আজ নিরেট কঠোর সব ;
দক্ষিণ মলয়ানিল শীতল করে না প্রাণ,
নীরস কোকিল আর পাপিয়ার প্রেম-গান ;
মালতী, মল্লিকা আর শিউলির হেরি ফুল,
আগেকার মত আজি নাহি হয় প্রাণাকুল ;
প্রণয়ীর প্রেমমাখা নিটোল চোকের পানে
চেয়ে আছে প্রণয়িণী এক ভাবে এক প্রাণে ;
নাচিছে শিশুর দল করতালি দিয়া দিয়া,
এসব দেখিলে হতো পুলকে পূর্ণিত হিয়া ;
আজিকে আমার কেন সেই সুখ হয় না,
আনন্দের সমীরণ প্রাণে কেন বয় না ?
বুঝেছি, বুঝেছি এই গভীর দুঃখের হেতু,
ভাঙ্গিয়াছে জীবনের আজিকে সুখের সেতু ;

সেই যে দেখেছি আমি তোমার মলিন মুখ,
গভীর বিষাদরাশি ঢাকিয়া রেখেছে বুক;
যা দেখি, তাতেই সেই বিষাদের ছায়া পড়ে,
সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য যত ঢেকে ফেলে একেবারে!
তোমার প্রসন্ন মুখ সঞ্জীবনী সুধা ক্ষরে,
মৃতপ্রাণে দেয় প্রাণ, জগত সুন্দর করে;
তাই বলি প্রেমময়ি দেখাও প্রসন্ন মুখ,
নহিলে বিষাদ-ভরে ভেঙে গেল পোড়া বুক!
প্রেমানুপ্রাণিত হয়ে তব মুখে চেয়ে থাকি,
প্রেমানন্দ-সুধাপানে দিবানিশি মগ্ন থাকি।

বিচ্ছেদ।

একটী ঘণ্টাও হায় যায় যায় যায় না,
একটী মিনিটো যেন সহজে ফুরায় না;
যুগ-যুগান্তর-সম তোমা ছাড়া এক দিন,
আশায় জীবিত প্রাণ বিচ্ছেদে হতেছে ক্ষীণ!
এত মাস, এত দিন কি করিয়া গত হবে,
শীত, গ্রীষ্ম, বরষার ক্রমে অবসান হবে;
গাছের ঝরিবে পাতা, আবার হবে নূতন,
ঢাকিবে গগন, পুনঃ চলে যাবে মেঘগণ;

কোকিল, পাপিয়া আর বধূসখী গাবে গান,
ক্রমে ক্রমে এসে তারা ক্রমে হবে অন্তর্ধান ;
ফুটিবে অনেক ফুল, আর তারা ফুটিবে না,
অনন্তকালেও হায় এইকাল কাটিবে না ;
কেমনে বাঁচিব ? সদা আই ঢাই করে প্রাণ !
প্রেমময়ি, প্রেমাধীনে দেখা দিয়ে রাখ প্রাণ।
হৃদয়ের পটে আছে তোমার যে মুখখানি,
নয়নেতে লেগে আছে নয়নের যে চাহনি,
অমিয়া-মাখান হাতে দিয়েছ যে স্পর্শসুখ,
এখনো স্মরিতে যাহা ফুলে ফুলে উঠে বুক !
সেই মুখ, সে চাহনি, সে পরশ করি ধ্যান,
শুষ্ক তরুসম আছি, হারাইয়া বাহ্যজ্ঞান ;
নাহি জানি শোকানলে কখন্ বেরোবে প্রাণ !
প্রেমময়ি, প্রেমাধীনে দেখা দিয়ে রাখ প্রাণ।

প্রেম-সঙ্গীত্।

রাগিণী বারোঁয়া—তাল ঠুংরি।

ভালবাসা জানি না কি ধন ;
মনের মানুষ আমার হলো না সে জন !

সংসার-সাগর-কূলে, পায় কেহ বিনা মূলে,
সাধনের ধন সেই পরশ-রতন ;
কেহ প্রাণপণ করি, ভাসায়ে জীবন-তরী,
না পেয়ে কূলকিনারা, হইল মগন !

রাগিণী লুং ঝিঁঝিট—তাল একতালা

ভুলিব কেমনে, সে বিধু-বদনে ?
হৃদয়-শোণিতে, নয়ন-বারিতে,
পূজিয়াছি যারে চিতে, বসি যোগ-ধ্যানে।
সাধ ছিল মনে, সে জীবন-ধনে
রাখি যুগ যুগ ভরি, নয়নে নয়নে !

রাগিণী ভৈরবী (জংলা)—তাল আড়াঠেকা।

স্বপনে দেখেছি আমি, হৃদয়ের প্রিয় ধনে ;
যার তরে দিবানিশি, ধারা বহে দু নয়নে।
অকলঙ্ক শশীমুখী ছল ছল করি আঁখি,
করেতে কপোল রাখি বসেছে অধোবদনে।
দারুণ বিষাদ-ভরে, বচন নাহিক সরে,
কম্পিত অধরে একবার চেয়েছিল এ নয়নে।
এই মাত্র বলেছিল, "প্রাণনাথ বল বল,
কত কাল আর এ দুখিনী দগ্ধ হবে এ আগুনে।

রাগিণী ঐ—তাল ঐ।

কি বলে বুঝাবো আমি, হৃদয়ের ভালবাসা ?
কাঁরে কবো এ যাতনা, কে বুঝিবে এ দুর্দ্দশা!
ইচ্ছা হয় প্রাণভরে, "প্রিয়" বলে ডাকি তারে,
স্বার্থপরতাতে পূর্ণ মানুষের পাপ-ভাষা!
এক মুখ দিলা বিধি, সে দুঃখে দহিছে হৃদি,
পাইলে অনন্ত কণ্ঠ, পূর্ণ হতো মনের আশা।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়া।

বড় সাধ লুকাইয়ে, ভালবাসা করি দান;
তুমি আমায় নাহি দেখ, আমি তোমায় সঁপি প্রাণ
হৃদয়ের থাল ভরি, তোমার সম্মুখে ধরি;
নয়নে নয়ন দিলে, হয়ে যাই হতজ্ঞান!
ইচ্ছা হয় থাকি দূরে, স্মৃতি মাত্র সার করে,
হৃদয়-মন্দির-মাঝে বসাইয়ে করি ধ্যান!
তবে যে দেখিতে চাই, বুঝিতে না পারি ছাই,
পিপাসায় জ্বলে কেন, পোড়া আঁখি, মন, প্রাণ!

ঐ রাগিণী ঐ—তাল।

আমার মনের কথা সকলি রহিল মনে;
জানায়ে যে হবো সুখী, হলোনা তা এ জীবনে।

যখন তোমারে পাই, ঐ মুখপানে চাই,
আপনা ভুলিয়া যাই, কিছুই থাকেনা মনে।
তোমায় হারাই যদি, দুঃখানলে দহে হৃদি,
কণ্ঠরোধ হয়ে থাকে, ধারা বহে দুনয়নে!
প্রেমাকুলে কেন বিধি দেয় দুঃখ নিরবধি?
ভালবাসা আছে, তার ভাষা নাই কি কারণে!

রাগিণী পাহাড়ী—তাল আড়া।

তুমি ভালবাস বলে, আমি কিগো ভালবাসি?
তাই কি তোমার তরে, প্রাণ কাঁদে দিবানিশি!
সুধাংশু সহস্র করে পুষ্পে আলিঙ্গন করে;
কুসুম-সৌরভে কভু সুধাংশু কি অভিলাষী?
তুমি যদি সুখে থাক, মনে রাখ কি না রাখ,
সুখেদুঃখে যথা থাকি, আনন্দ-সাগরে ভাসি।
দিতে চাই ভালবাসা, দিয়ে নাহি পূরে আশা,
অবোধ বালিকে তুমি, বুঝিবে কি দুঃখরাশি!

রাগিণী ঐ—তাল ঐ।

কেন গিয়েছিলেম আমি, সেই যমুনার পারে;
কেন দেখেছিলেম আমি, সেই প্রেম-প্রতিমারে!
সেই মুখ-সুধাকর, সে নয়ন-ইন্দীবর,
সেই প্রেমময় ছবি ভুলিতে যে পারি নারে!

দেখেছিলেম দেখেছিলেম, কেন মনে রেখেছিলেম ?
রেখেছিলেম রেখেছিলেম, কেন প্রাণ দিলেম তারে !
সে এমন প্রিয় ধন, কিবা ছার এ প্রাণ মন;
এমন কে আছে তারে না দিয়ে থাকিতে পারে ?

রাগিণী সাহানা—তাল জৎ।

সাধে কি গোলাপফুলে আমি ভালবাসি সই ;
আমার মনের কথা, শোন্ সখি তোরে কই।
আমি যারে ভালবাসি, তার মৃদু মৃদু হাসি
সুধাংশু-কিরণ-সম মাঝে মাঝে পড়ে খসি ;
সে অমূল্য ধন পেয়ে, চির পিপাসিত হিয়ে,
পৃথিবী হৃদয়মাঝে, রাখে সখি লুকাইয়ে ;—
সে হাসি জমাট হয়ে, ধরাবক্ষ বিদারিয়ে,
বাগানে গোলাপ রূপে ফুটে ফুটে উঠে ওই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিবিধ বিষয়িনী কবিতাবলী।

বিজয়া-দশমী।

১

আঁধার আঁধার, একিরে আবার?
বিষাদে ডুবিল বঙ্গ;
দেখিতে দেখিতে, স্বপনের মত
ফুরালো উৎসব-রঙ্গ!
সুখের শরতে, শারদা সুন্দরী
ভারত-সৌন্দর্য্য-সার,
ক্ষণপ্রভাসম ক্ষণ হাসাইয়া,
গৌড়ে নাহি রে আর!
বাঙ্গালির মুখে একবার হাসি,
এইত বৎসর-শেষে;
কে হরিল সেই অকাল-কুসুম,
এহেন হিমানী দেশে?

বাঙ্গালির ভালে বরষা কেবলি,
নাই বসন্তের লেশ ;
তিন দিনে হায়, সুখ-মধুমাস,
আসিয়া হইল শেষ !
দুখিনী বঙ্গের সুখের প্রতিমা,
ডুবেছে, ডুবেছে আহা !
কাল-সিন্ধু-জলে, আজিরে আবার
ভাসিয়া ডুবিল তাহা ! !

২

চলিলা অন্নদা, শূন্য বঙ্গালয়,
বঙ্গের সন্ততি যত,
অন্ন নাই ঘরে, দরিদ্র দুর্ব্বল,
সাহস-সম্বল হত !
চলিলা প্রবাসে, পরিজনশোকে
নয়নে বহিছে ধার ;
পরপদসেবা ভিক্ষাপাত্র করে,
বক্ষেতে দুঃখের ভার !
কত অনাদরে, কত অত্যাচারে,
বাঙ্গালী-জীবন ক্ষীণ ;
নিরাশার ঝড়ে, দুঃখের সাগরে
আবার হইল লীন !

আবার পশিল, অকূল সাগরে ;
বিষাদ-তরঙ্গচয়,
প্রবল প্রহারে (বাঙ্গালি আকুল !)
মরম করিছে ক্ষয় !
বিস্মৃতির জলে, ডুবিল সকলি
আনন্দ উল্লাস হাসি ;
সুখের স্বপন ভাঙ্গিল অকালে,
জাগ্রতে যাতনারাশি !

৩

উঠে জয়ধ্বনি বৈজয়ন্ত-ধামে,
গিরিজা আসিলা ঘরে ;
বৃন্দারকদল ইন্দ্রালয়ে বসি,
আনন্দে উৎসব করে।
কত যে যতনে মকরন্দমাখা
মন্দারে গাঁথিয়া হার,
সাজাইলা পুরী অমরসুন্দরী
বদনে প্রীতির ভার।
শত ইন্দ্রধনু উদিত আকাশে,
চন্দনে চর্চ্চিত ধরা,
পীযূষ বহিয়া বহে সমীরণ,
সৌরভে অম্বর ভরা।
শত বিদ্যাধরী, বীণাযন্ত্র করে
অতুল শোভায় সাজে,

অমর-সভায় নাচে, রুণুঝুণু
চরণে কিঙ্কিণী বাজে।
মুরুজ-মন্দিরা বাজে মধুস্বরে,
সপ্তস্বরে উঠে তান;
পরম পুলকে, দেবদল গায়
অন্নদামঙ্গল-গান।

৪

"জয় ভবরাণি! বরদে ভবানি,
দেবমাতা বিশ্বরমে;
শিবানি, শঙ্করি, ত্রিদশ-ঈশ্বরি,
জয় হরপ্রিয়তমে!
অনন্ত প্রকৃতি, বিশ্বরূপা তুমি,
আদ্যাশক্তি মহামায়া;
সুখ, মোক্ষ, যশ তোমার শ্রীপদে,
ভগবতি ভবজায়া।
ত্রিভুবনময়ি, ত্রিলোক-ঈশ্বরি,
ত্রিগুণধারিণী দেবি;
ধাতা, পুরন্দর, সকলি অমর,
তোমার চরণ সেবি।
তোমার বিহনে, ত্রিদিব আঁধার,
জ্যোতির্ম্ময়ি তুমি শিবে:

অনন্তমহিমা, অনুপমা; তুমি,
. কে তব উপমা দিবে ?
তব আবির্ভাবে, হাসিছে অমরা,
আনন্দে ভাসিছে সবে ;
জয় সুরবাণি ! বরদে ভবানি,
জগত জননি ভবে !”

৫

উঠিল অদূরে, বাঁশীর সুরব
মধুর করুণ স্বরে ;
পশিল সে রব, যেখানে অমর
আনন্দে কীর্ত্তন করে।
কাঁপিল অমনি কনক-আসন,
চকিতা ভবের রাণী ;
মুদিলা নয়ন, সহসা হইল
মলিন বদন খানি।
অধীরা অন্নদা, অকস্মাৎ হলো
অমর স্তম্ভিত সবে ;
গগন ভেদিয়া, সেই বংশিধ্বনি
উঠিল গভীর রবে।
করুণা-উচ্ছ্বাসে পূরিল আকাশ,
কাঁপিল অমরাবতী ;

মন্দাকিনী-জলে উঠিল লহরী,
বহিল ত্বরিতগতি !
অমর-মণ্ডল নীরব সকলি,
মনে পরমাদ গণি ;
শুনিলা অন্নদা, মেদিনী হইতে
উঠেছে রোদন-ধ্বনি।

৬

"কোথা ভবরাণি, জগত-জননি,
একবার মাতঃ দেখনা এসে ;
তোমার বিহনে, তোমার সংসার
নয়নের জলে যায় মা ভেসে !
কোথা সে উল্লাস, কোথা সে উৎসব,
গিয়েছে সকলি, আর কি হবে ?
আনন্দ-বাজার আঁধার নীরব,
শোকে অচেতন আজিরে সবে !
দিনেশ মলিন, সুবায়ু বহে না,
সে রূপ সুষমা নাই রে চাঁদে ;
বিষাদে বিলীন আজি রে সকলি,
গগন-মেদিনী নীরবে কাঁদে।
ঐ কুলাঙ্গনা বসিয়া প্রাঙ্গণে,
কাঁদিছে নীরবে ঢাকিয়া মুখ ;
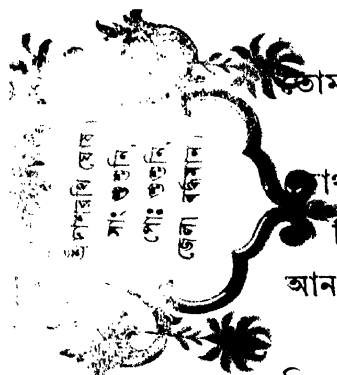
বালকবালিকা ধূলায় লুটায়,
বিষাদে পুড়িছে কোমল বুক।
শূন্য বঙ্গালয়, এ ঘোর যাতনা
তাপিত হৃদয়ে সহে না আর।
কোথা ভবরাণি, দেখ মা আসিয়া,
ঘুচাও জীবের যাতনাভার!"

৭

সুগভীর রবে, বিলাপের ধ্বনি
অম্বর ভেদিয়া উঠে;
অকালজলদে ঢাকিল গগন,
সঘনে তারকা ছুটে।
দিগঙ্গনাদল বিষাদে বিবশ,
নয়নে আসার বহে;
কাঁপে বিশ্বধাম, স্তব্ধ সমীরণ,
চপলা অচলা রহে!
কাঁদিলা অন্নদা করুণারূপিণী,
অপাঙ্গে বহিল ধারা;
ঢাকিল কালিমা মুখসুধাকর,
মুদিলা নয়নতারা।
অমর-উৎসব ফুরালো সকলি,
অদৈত্য অধীর অতি;

সুরসুন্দরীর করুণাবিলাপে
ভরিল অমরাবতী !
দিবসে তামসী হলো মহাঘোর,
যেমন প্রলয়-ঝড়ে।
আবার উঠিল সেই বংশীধ্বনি,
গভীর করুণ স্বরে—

৮

"কোথা ভবরাণি, দেখ মা আসিয়া,
হাহাকার করি কাঁদিছে দেশ ;
দয়াময়ী তুমি, দেখিছ কেমনে
জীবের এমন অসহ্য ক্লেশ ?
কোন্ পাপ ফলে, বাঙ্গালির ভালে
লিখেছে বিধাতা এমন দুখ ;
নয়ন ভরিয়া পাবনা দেখিতে
তোমার কোমল, সস্নেহ মুখ ?
সুখসুধাকর চির অস্তগত,
তুমি বাঙ্গালির, আশার তারা ;
কেন লুকাইলে হায় রে অকালে,
বসন্তে বহিছে বরষা-ধারা !
মঙ্গলরূপিণী পুণ্যময়ী তুমি,
অনন্ত সুকৃত চরণতলে,

এস বঙ্গালয়ে, ঘুচাও যাতনা,
সকল কলুষ, চরণে দলে।
কিম্বা দয়াহীনা নিতান্তই যদি,
(ডুবেছে বঙ্গের সৌভাগ্যরবি)
এস একবার, প্রাণভরে হেরি
অমর-বাসনা আনন্দচ্ছবি !
চরণে অঞ্জলি দিব প্রাণমন,
জীবন কলঙ্ক অবনীতলে ;
এস শান্তিময়ি, তোমারে লইয়া,
পশিব অনন্ত বিস্মৃতিজলে !”

কাল-মাহাত্ম্য।

১

অনাদি অনন্ত তুমি ওহে কাল !
নাহি জান কিবা শৈশব জরা ;
নাহি তব ভেদ সকাল বিকাল,
সম বলে সদা শাসিছ ধরা।
যখন বিধাতা কামনা-সাগরে
বসিয়া রচিলা এ বিশ্ব সংসারে,

তখনি আপন বাহু পসারিয়া,
করতলে তুমি ধরেছ তারে।

২

যদি কোন দিন সুন্দর সংসার
অনন্ত আঁধারে হয় হে লীন,
না থাকে সমীর, সলিল, অনল,
ঋতু, মাস, বার, রজনী, দিন,
হিমাদ্রি-সমান অটল হইয়া,
তখনো যে তুমি থাকিবে বসিয়া,
সেই মহা ঘোর প্রলয়-প্লাবনে
মনের আনন্দে বেড়াবে ভাসিয়া।

৩

কোথা সে মান্ধাতা, কোথা সেই রোম,
কোথা চন্দ্রগুপ্ত, গৌড় ধাম ?
তোমার দলনে বিলুপ্ত সকলি,
ইতিহাসে শুধু রয়েছে নাম !
এখনো সে রবি বিতরে সে কর,
এখনো গগনে সেই সুধাকর,
তখনো যেমন এখনো তেমন,
এই ভাবে যাবে যুগ-যুগান্তর।

৪

দৈব বলে বট তুমি মহাবলী,
সৃষ্টি, স্থিতি, লয় তব কবলে ;
অনন্তযৌবন তুমি অবিনাশী,
সৃজিছ, নাশিছ নশ্বর দলে ;
সকলি চূর্ণিত তোমার প্রভাবে,
চিরদিন নিজে আছ সম ভাবে,
ঘটনার স্রোতে পড়ে যবে জীব,
তখনি তোমার রূপান্তর ভাবে।

৫

শৈশব-সময়ে ছিলেম যখন
সরল, কোমল, চঞ্চল অতি,
বিষয়, ভরসা, আসক্তি, বিরাগ,
প্রবৃত্তির পথে ধায়-নি মতি ;
ওহে কাল, তব সহাস্য বদন
অবিরত আমি দেখেছি তখন ;
নাহি ছিল ভয়-ভাবনার লেশ,
আপনার ভাবে রয়েছি মগন।

৬

আবার যখন দুরন্ত যৌবন
আইল ধরিয়া উন্মত্ত বেশ,
তার সনে আমি ঘুরিলাম কত

দুরাশাছলনে, বঞ্চিত শেষ !
বাল্যসখাসম হাসিতেনা আর,
দেখিতেম শুধু ভ্রূকুটি তোমার,
যথা যাই, তথা তুমি প্রতিকূল,
দুঃখের সাগর-সমান সংসার !

৭

গিয়েছে সে দিন, এখন আমার
মানস রসেনা সে সব রসে,
নাই সেই বল, নাই সে ভরসা,
দেখিনে স্বপন মায়ার বশে ;
স্মরণের পটে কিন্তু হে যখন
কলঙ্কের রেখা দেখি অগণন,
উথলে হৃদয়ে শোক-পারাবার,
অবিরল ধারা বরষে নয়ন !

৮

কত যে উদ্যান হয়েছে শ্মশান,
কত যে যতন হয়েছে বিফল,
কত যে কোরকে পশিয়াছে কীট,
কত যে অমৃতে মিশেছে গরল !
ভাবি সেই দিন পাইলে আবার,
প্রাণ-বিনিময়ে করি প্রতীকার,

হারালে সুযোগ, আর নাহি ফিরে,
এই যে অলঙ্ঘ্য নিয়ম তোমার।

৯

ওহে কাল, আগে জানিতেম যদি,
হেন শিক্ষা তুমি দাওহে নরে,
তাহলে কি হয় এই পরিণাম
সুজন, তোমায় উপেক্ষা করে!
মিছে মোহ-মদে হইয়া বিহ্বল,
চেয়েছি তোমায় করি করতল;
তোমার শাসন করে অতিক্রম,
এ ভবে এমন কার আছে বল?

১০

আশা আছে কিন্তু ওহে জীবনাশ,
অবিনাশী তুমি, আমিও তাই;
যদিও মানব ভাগ্যের অধীন,
এভবে তাহার বিলোপ নাই;
অপূর্ণ যে জীব, অবশ্যই সেই
ভুঞ্জিবে আপন কর্ম্মের ফল;
কিন্তু চিরদিন এ দুঃখ রবেনা,
অনন্ত আমার আশার স্থল!

ইন্দ্রপ্রস্থ-দর্শন।

সুপ্রশস্ত ইন্দ্রপ্রস্থ যমুনা-পুলিনে
পরিণত এবে হায়, বিজন বিপিনে!
কৌরব-গৌরবালয় ইন্দ্রালয়াধিক
ছিল যাহা, কত কত বীরেন্দ্র নির্ভীক,
ধার্ম্মিক পুরুষ আর ধর্ম্মশীলা নারী,
মহাশিল্পী (ধন্য যার রচনা-চাতুরী!)
ভারতের বক্ষঃশোভা করেছিল যারে,
ধন্য মান্য অগ্রগণ্য-অবনী-মাঝারে,
যার কীর্ত্তি সুবর্ণিত সুবর্ণ-অক্ষরে
অক্ষয় ভারত-কাব্যে অতুল সংসারে,
অবশিষ্ট তার ভগ্ন ইষ্টক কেবল,
ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, বীর্য্য বিলুপ্ত সকল!
একদিন কালিন্দীর কূলে দাঁড়াইয়া
দেখিতেছি ইন্দ্রপ্রস্থ সম্মুখে চাহিয়া;
ভাবাবেশে অবসন্ন হলো প্রাণমন,
অবিচল দেহ আর নিস্পন্দ নয়ন;
স্মৃতির কুহকে যেন জাগ্রত-স্বপনে
দেখিলাম নানা দৃশ্য মানসনয়নে,—

দেখিলাম কুরুসভা ঐশ্বর্য্য-আধান,
রণক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র শ্মশানসমান!
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, আর রাজা দুর্য্যোধনে,
যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন আদি বীরগণে,
গান্ধারী, দ্রৌপদী, আর উত্তরা প্রভৃতি
গুণবতী নারীগণে অপূর্ব্বমূরতি!
কল্পনা-সঙ্গিনী-সঙ্গে মনোরঙ্গে ভ্রমি,
ইন্দ্রজালসম দৃশ্য দেখিলাম আমি;
দেখিলাম,—মহাজ্ঞানী দ্বৈপায়ন ঋষি
মহাকবি মহাগ্রন্থ লিখিছেন বসি;
বিস্ময়-ভাণ্ডারসম মহাকাব্য তাঁর,
কল্পনাকবিত্বে তুল্য নাহি কিছু যার;
রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজ-দর্শন,
লিখিছেন কত তত্ত্ব না যায় গণন;
ধন্য দ্বৈপায়ন কবি, কাব্যশক্তি আর
জ্ঞানের গরিমা হেরি মোহিত সংসার!
যাঁর পদ অনুসরি কত কত নর
রাখিলা বিপুল কীর্ত্তি, হইলা অমর।
দেখিলাম, মহাকবি মহাকাব্যে সেই
লিখিছেন মহাসত্য স্বর্ণাক্ষরে এই,—
"সুবুদ্ধি সুজন, সেও মজিলে ব্যসনে,
হারায় সম্পদখ্যাতি, যায় শেষে বনে;

অতুল ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য সম্বল যাহার,
সেও যদি করে অত্যাচার, অবিচার,
অবলার অপমান, কিম্বা অহঙ্কার,
অচিরে অবশ্য হয় পতন তাহার ;
ধর্ম্মমতি হয়ে যেই ধর্ম্মপথে থাকে,
পড়ুক জীবনপথে সহস্র বিপাকে,
পরিণামে সুখশান্তি লাভ হবে তার,
যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ—এই কথা সার।”

যমুনার স্রোত যথা ক্রমে নিম্নগামী,
তেমতি চিন্তার স্রোতে চলিলাম আমি ;
রহিল পশ্চাতে দূরে পুরাতন কাল,
দেখিলাম পাঠানের বিক্রম বিশাল,
পৃথ্বীরাজ পরাভূতি দুর্জ্জয় সমরে,
সংযোগতার বীরপণা সুবর্ণ-অক্ষরে
সুকবির কবিতায় সুন্দর বর্ণিত,
দেখিলাম মহাস্তম্ভে রয়েছে লিখিত। (১)
দেখিলাম তার পর জঙ্গিস, তৈমুর,

(১) পুরাতন ইন্দ্রপ্রস্থের অনতিদূরবর্ত্তী দিল্লীনগরে “কুতব মিনার” নামক যে উন্নত স্তম্ভ আছে, তাহা পৃথ্বীরাজকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত আছে। ঐ স্তম্ভের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, বিক্রমকেশরী পৃথ্বীরাজ ও তৎপত্নী সংযোগতার বীরত্বকাহিনী যেন তাহাতে লিখিত রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

বাবর, আক্‌বর আদি কত কত শূর
প্রতিষ্ঠিল মোগলের মহিমা অপার ;
সহসা সকলি লুপ্ত, নাহি কিছু আর !

ক্ষুব্ধমনে চাহিলাম যমুনার পানে,
কলস্বরে কালিন্দী কহিল মম কাণে ;—
"চঞ্চলা কমলা—কথা শুনেছ সুজন;
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার কর দরশন ;
যথা ছিল ইন্দ্রপ্রস্থ, নাহি তথা আর,
বিগত বৈভব ; এবে হের অন্ধকার !
কোথা গেল রাঘবের অযোধ্যানগরী,
কোথা গেল যাদবের সে মথুরাপুরী ?
ধনজন, জীবনযৌবন, বুদ্ধিবল
পদ্মপত্রে জলসম সকলি চঞ্চল ;
কেবল সুকৃতি স্থায়ী, নহে কিছু আর,
কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি—এই কথা সার !"

সুখস্থান।

"সুধাইব কারে, এই ধরাতলে,
কোথা সেই সুখস্থান ?—
যার তরে সদা, না বুঝিয়া কাঁদে
শিশুর সরল প্রাণ ;
যাহারে স্মরিয়া পাষাণের হিয়া
স্নেহের সলিলে গলে ;
স্বপনে হেরিয়া যাহার মূরতি
ভাসি নয়নের জলে !
যেখানে স্বভাব নবভাবে শোভে,
অভাবের নাই লেশ ;
নাহি হিংসাদ্বেষ, সতত সুন্দর
সৌজন্যের সমাবেশ ;
গন্ধতরুরাজি, স্বর্ণলতাবলী
যেখানে জনমে কত,
এমনি সুলভ, বাসনার ফলে
সুখের সামগ্রী যত !
যেথা সরোবরে ফুটে স্বর্ণকলি,
সৌরভে অম্বর ভরা ;

জীবগণ সহ, লাবণ্য ঢালিয়া
অবিরত হাসে ধরা !
শুনি কবি-কথা, নন্দন-কানন
বিমল বিনোদ-ধাম ;
নহে তুল্য তার, এমনি সে ভূমি
নয়নের অভিরাম !
কোথা সেই স্থান ? ধরার পশ্চিমে
অপার সাগর-কূলে
হবে কি সে দেশ, সুশোভিত যাহা,
নব নব কাব্যফুলে ?
রবি, শশী, তারা, সিন্ধু, সমীরণ,
যার আজ্ঞাধীন রয় ;
বিজ্ঞানের জ্যোতি করেছে যাহার
ভূগর্ভ আলোকময় ;
জ্ঞান, মান, যশ, সকলি সঞ্চিত
বিপুল ভাণ্ডারে যার,
মূর্ত্তিমতী হয়ে, স্বাধীনতা যথা
আনন্দে করে বিহার ;
সেই কি সে স্থান, শান্তির নিলয়,
দেবের দয়িত ভূমি ?”
“—কেন ভ্রান্ত নর, এই কথা আর
অপরে জিজ্ঞাস তুমি ?

কর অন্বেষণ আপন অন্তরে,
পাইবে সন্ধান তার ;
নর যদি হও, অবশ্যই আছে
সে চিত্র চিত্তে তোমার ;
ঐ যে বিজয়ী, করে তরবার,
উচ্চ আকাঙ্ক্ষার দাস ;
ঐ যে ভিক্ষুক, মুষ্টি-আহরণে
সদা যার অভিলাষ,
ঐ যে কৃষক, ভাবনায় কৃশ,
আতপতাপিত প্রাণ,
তুমি ভাব যাহা, সেও ভাবে তাহা,
আপনার সুখস্থান !
ভেদমাত্র এই, তব সুখস্থান
শোভিত রয়েছে যথা ;
—কোথা সুখস্থান !—এই বলে সদা
সে এসে কাঁদিবে তথা !
যে দেশে দিনেশ, কভু দুইবার ;
বৎসরে না দেয় দেখা ;
নাই ঋতুভেদ, অদৃশ্য যেখানে
সুধাংশুর ক্ষীণ রেখা !
অনাবৃত দেহে, মৃগয়া-সম্বলে
সেখানে যে ফিরে বনে.

বাহুবলে সদা, সংগ্রামে নিরত
কেশরী-ফণীন্দ্র সনে ;
যাহার প্রকৃতি সভ্যতার শিরে
করে রোষে পদাঘাত,
তব সুখস্থানে আন যদি তারে,
করিবে সে অশ্রুপাত ।
বড়ই মধুর সে দেশের নাম,
লোকে বলে—জন্মভূমি—;
আশৈশব যার সুকোমল কোলে
সোহাগে পালিত তুমি !
সেই রম্য দেশে বিকাশে নিয়ত
প্রীতির কুসুমচয় ;
যার পর্ণশালা আঁধারে উজলা,
সতত সুরভিময় !
যথা সুমধুর, মুরলীর ধ্বনি,
সামান্য বিহঙ্গরব ;
যথায় শিশিরে বসন্তের শোভা,
(প্রকৃতির পরাভব !)
যাওরে সে দেশে, রহ গিয়ে সুখে
প্রিয়পরিজন সনে ;
ঝরিবেনা আর নয়নের জল,
হাসিবে প্রফুল্ল মনে।”

হিমালয়-দর্শন।

আহা কি আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিলাম আজি,
বিস্ময়-ভাণ্ডার তুমি হিমগিরিবর,
হেরি অতি অপরূপ বিচিত্র তোমার রূপ
ভাবেতে বিহ্বল মম হইল অন্তর,
কি বর্ণিব ? বর্ণনার নাহি অবসর !

অতুল মহিমা তব, অন্তরীক্ষ ব্যাপি
বিশাল প্রশান্ত বপু রয়েছে বিস্তৃত,
পূর্ব্ব কি পশ্চিমে হায়, সীমা নাহি দেখা যায়,
পৃথিবীর মানদণ্ডরূপে অবস্থিত ;
সত্য ইহা, নহে শুধু কবির কল্পিত।(১)

শুভ্র শিরস্ত্রাণসম আহা কি সুন্দর
মস্তকে তুষাররাশি যতনে সজ্জিত !
ভানুর কিরণজালে মণিমুক্তা তাহে জ্বলে,
কনক-কিরীট রম্য হয় বিরচিত,
"নগেন্দ্র" তোমার নাম তাতেই কি খ্যাত ?

---

(১) মহাকবি কালিদাস কুমারসম্ভব-কাব্যে হিমালয়কে পৃথিবীর মানদণ্ডরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

ভয়ঙ্কর ভাব তব, ভীষণ মূরতি,
মহাবীরবেশে তুমি আছ বিরাজিত,
কটিতটে মেঘাম্বরে, বিদ্যুদ্দাম ক্রীড়া করে,
দীপ্তচন্দ্রহাস যেন পার্শ্বে বিলম্বিত,
নহে এক দুই, কিন্তু শত শত শত!

নগরাজ, অবনীর তুমি অধিপতি,
কার এত উচ্চশির তোমার মতন?
আর যত নগ আছে, নগণ্য তোমার কাছে,
নতশির হয়ে তারা আছে অনুক্ষণ,
সমগ্র পৃথিবী তুমি করিছ শাসন।

নববর্ষ-আগমনে তব রাজপুরে
প্রতিদিন নিনাদিত সহস্র কামান,
শুনি সেই মহাশব্দ চরাচর রহে স্তব্ধ,
কে আছে বিক্রমে আর তোমার সমান?
ধরাতলে কে না করে তোমার সম্মান? (১)

---

(১) বৈশাখ মাস হইতে পর্ব্বত-পার্শ্বে ঘনঘটার আরম্ভ হয়, এবং পুনঃ পুনঃ বজ্রধ্বনি হইতে থাকে; ঐ ধ্বনিকে নববর্ষের তোপধ্বনির সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

তোমার বিরাট অঙ্কে লক্ষ লক্ষ জীব
দিবানিশি করিতেছে স্বচ্ছন্দে বিহার,
জনকের বক্ষোপরে শিশু যেন ক্রীড়া করে,
তুমি কর সবাকারে সস্নেহ ব্যভার,
বিশাল বিচিত্র বটে তব পরিবার।

শুনিয়াছি নগরাজ, মেনকাসুন্দরী
রাজ্ঞী তব গুণবতী বড় স্নেহবতী ;
তোমা হেন পতি যার, পরম সৌভাগ্য তার,
অসংখ্য অগণ্য তাহে সন্তান-সন্ততি ;
দেখাতে কি পার কোথা সেই ভাগ্যবতী ?

ধরাধর নামে তুমি পুরাণে বর্ণিত,
নিশ্চল নিঃশব্দ স্থির স্পন্দহীন কায়,
যুগযুগান্তর হতে, ধ্যানে মগ্ন এই মতে,
গাম্ভীর্য্য কি এতদিনে বুঝিলাম হায়,
পৃথিবীর কোলাহল পরাস্ত হেথায় !

স্বভাবের সহোদর অরণ্যবিহারী
পর্ব্বতনিবাসী যত অশিক্ষিত নর
তুলেছে কুটীর যত, স্তরে স্তরে ইতস্ততঃ,
চন্দনে চর্চ্চিত যেন তব কলেবর
হইয়াছে, হেন মনে লয় যোগীবর-(১)

(১) পর্ব্বত-পার্শ্বে স্থানে স্থানে অসভ্য লোকদিগের কুটীর রচিত

তপোনিষ্ঠ যোগীশ্রেষ্ঠ তুমি গিরিপতি,
মহাযোগ-রত তুমি ধৈর্য্য-অবতার,
সুগভীর প্রেমযোগে হৃদয়ের মহাবেগে
উঠেছে তরঙ্গমালা বক্ষেতে তোমার,
বহিছে প্রেমাশ্রু আহা নেত্রে অনিবার!

প্রেমে গদ গদ তুমি প্রেমিক প্রধান,
গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র আর সিন্ধু আদি যত,
তোমারি নয়নজলে প্রবাহিত ধরাতলে,
তাতেই পবিত্র আর শান্তিময় এত,
পৃথিবীর মলিনতা প্রক্ষালে নিয়ত।

পবিত্র স্বভাব তব পুণ্যময় অতি,
পরম ধার্ম্মিক তুমি পর-উপকারী,
কঠিন পাষাণ-দেহ, তথাপিও এত স্নেহ,
অপার তোমার গুণ যাই বলিহারি!
শত উপচারে জীবে তোষ দয়া করি।

তব ধৈর্য্য, তব দয়া, তব পুণ্যভাব
সাধুর পূজিত, তাই বুঝিনু এখন,

পল্লীগুলিকে অনতিদূর হইতে পর্ব্বতের শ্যাম অঙ্গে চন্দনচর্চ্চাবৎ বোধ হইয়া থাকে।

কেন যত ঋষিযোগী এত তব অনুরাগী,
পরিহরি গৃহবাস আর ধনজন,
তব সহবাসে এত আনন্দিত মন।

বিশ্বাসের বল। (১)

চলেছি, অজ্ঞাত পথে ভাই-বন্ধুহীন,
অনিচ্ছায় সঙ্গী হয়ে আসিয়াছে যারা,
হইতেছে ব্যস্ত, যত যাইতেছে দিন,
তাদেরি ভাবনা ভেবে হইতেছি সারা।

লঘুচিত্ত লোক তারা, কিবা দিব দোষ,
আমার মহান লক্ষ্য বুঝিতে কি পারে ?
ভীরুতা দেখেও তেঁই নাহি করি রোষ,
কেবল আশ্বাস-বাক্য কহি বারে বারে।

বাহিরে সহায় নাই, চলেছি একাকী,
কে যেন হৃদয়ে সদা কহিছে আমারে,—
"কলম্বস, আমি তব সঙ্গে সঙ্গে থাকি,
নিশ্চয় গন্তব্য পথে লইব তোমারে।"

(১) সমুদ্রপথে কলম্বসের উক্তি।

এ নহে কল্পনা কিম্বা জল্পনা অসার,
ঐ যে দেখিছি আমি বিশ্বাস-নয়নে,
অঙ্গুলি-সঙ্কেত করি সম্মুখে আমার
বিধাতা ডাকেন মোরে স্নেহ-সম্বোধনে।—

"এস এস্ কলম্বস্ সিন্ধু পার হয়ে,
লক্ষ্য সিদ্ধ হলে দিব ভাল পুরস্কার,
যশের মুকুটশিরে গৃহে যাব লয়ে,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ বৎস হইবে তোমার।"

যাইব সে স্বর্ণভূমে, ভূগর্ভে যাহার
কোটি কোটি মণি আছে, স্রোতস্বতী-নীরে
স্বর্ণরেণু ভাসে যথা বালুকা-আকার,
যথা হতে দীনবেশে কেহ নাহি ফিরে (১)

ফিরিব সে দেশে গিয়ে পেয়ে ধনরাশি,
হাসিবে স্পেন দেশ গৌরব-প্রভায়,
সৌভাগ্যের পথ পেয়ে ইউরোপবাসী
চিরদিন আশীর্ব্বাদ করিবে আমায়। (২)

---

(১) পুরাতন ইতিহাসবর্ণিত "স্বর্ণভূমি ভারতবর্ষের" সহজ পথ আবিষ্কার করাই কলম্বসের উদ্দেশ্য ছিল।

(২) স্পেন দেশের রাজ্ঞী আইসাবেলার আনুকূল্যেই কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করেন।

বাণিজ্যের, সভ্যতার হইবে উন্নতি,
এই কথা লিপিবদ্ধ হবে ইতিহাসে,
আনন্দে পড়িবে তাহা সন্তান-সন্ততি,
হইবে সকলে সুখী স্বদেশে বিদেশে !

বিশাল সমুদ্র বটে সম্মুখে আমার,
কোন দিকে ভূমি-চিহ্ন দেখিতে না পাই ;
অবশ্যই এই সিন্ধু হয়ে যাব পার,
দেখিব সে দিব্য দেশ, তুল্য যার নাই।

এখন আমায় যারা করে অবিশ্বাস,
লজ্জিত হইবে তারা নিজ ব্যবহারে ;
এখন আমায় যারা করে উপহাস,
স্মরিবে আমায় তারা কৃতজ্ঞ অন্তরে।

যে লক্ষ্যসাধনহেতু দেশদেশান্তরে
ভ্রমিয়াছি, লোকে মোরে বলেছে বাতুল,
সে লক্ষ্য-সাধন হবে কত দিন পরে,
এ কথা ভাবিয়া হই আনন্দে আকুল !

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ মম হইবে নিশ্চয়,
বুঝিয়াছি সত্য যাহা, তাহাই করিব ;
হইবে সত্যের জয়, কি আছে সংশয় ?
করিতে সত্যের সেবা আনন্দে মরিব।

সাগর-তরঙ্গে পড়ে যদি প্রাণ যায়,
তাহাতেও দুঃখ নাই, কর্ত্তব্য আমার
করিলাম, একদিন হইবে ধরায়
আমার মতের জয়, সত্যের প্রচার।

ঠিক যথা আমি এই আছি বর্ত্তমান,
আমার গন্তব্য স্থান রয়েছে তেমন;
শত ভয়ে কিছুতেই ভীত নহে প্রাণ,
অচিরেই পাব আমি তার দরশন।

অলস নির্জীব যারা নীচ সুখে রত,
অবিশ্বাসী অন্ধসম এ সংসারে থাকে;
সত্যের সাধনে রত বিশ্বাসী নিয়ত,
বিধাতার দত্ত প্রাণ দেন বিধাতাকে।

সুরধুনী।

ধন্য ধন্য অচল-নন্দিনি, দেবের বাঞ্ছিত সুরধুনি;
পুণ্যভুমি ভারতের বক্ষ প্রবাহিণি;
স্বাস্থ্য আর শান্তি প্রদায়িনি, দরিদ্রের দীনতা-হারিণি,
সার্থক তোমার নাম "পতিত-পাবনী।"

সুরধুনি, কি বলিব আর? অতুলনা মহিমা তোমার,
প্রবাহিত হয়ে দেশ করিলে উদ্ধার;

ধনধান্য করি বহু দান, দরিদ্রের বাঁচাইলে প্রাণ,
রোগতাপ-নাশী পূত সলিল তোমার। (১)

নাহি জানি কোন্ দিন হতে প্রবাহিত আছ এ জগতে,
"পুরাতনী" নাম তব শুনি পুরাণেতে;
তুমি হলে প্রবাহিত যথা, ভারতের প্রাচীন সভ্যতা
প্রতিষ্ঠিত তথা, ইহা প্রসিদ্ধ জগতে।

কত কত প্রাচীন নগর, তব তটে শোভে মনোহর,
কান্যকুব্জ, কাশী, যারা নহে বিনশ্বর (২)
মহাবীর রোহিণী-নন্দন, পুরাকালে করিয়ে যতন
স্থাপিলা পাটলিপুত্র তোমারি উপর। (৩)

কত কত মহাযোগী ঋষি ধ্যানে মগ্ন তব তটে বসি,
পরিহরি মায়া মোহ মোক্ষ-অভিলাষী;
তব জলে ধৌত যেই স্থান, ভূভারতে তাহারি সম্মান,
তব গুণে তীর্থরাজ খ্যাত বারাণসী।

---

(১) গঙ্গার জল ব্যবহার করিলে, বা গঙ্গার সন্নিকটে বাস করিলে রোগ ও মানসিক গ্লানির হ্রাস হয়, ইহা প্রসিদ্ধ বটে।

(২) যতকাল জগতের ইতিহাস থাকিবে, ততকাল পুরাতন সভ্যতার অধিষ্ঠানভূমি কাশী ও কান্যকুব্জ প্রভৃতি অবিনশ্বর থাকিবে।

(৩) কথিত আছে, বলরাম পাটলীপুত্র (পাটনা) নগর সংস্থাপন করেন।

ভাগ্যবতী তোমার ভগিনী যমুনা, সে ব্রজ-বিহারিণী,
অতুল গোকুল-প্রেম-লীলার সঙ্গিনী ;
ইন্দ্রপ্রস্থ আর অগ্রবন বটে যার কণ্ঠের ভূষণ,
আর্য্য বীর্য্যে অভিষিক্ত পূত প্রবাহিণী।

পূজ্যা যেই নিজ মহিমাতে, সেও এসে মিশেছে তোমাতে,
প্রয়াগ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাতে ;
ভগিনী তো ক্রমে হয় "পর," চলে যায় দেশদেশান্তর,
তোমাদের প্রেম কিন্তু আশ্চর্য্য ধরাতে !

করিবারে সৌভাগ্য-সঞ্চার আগমন বঙ্গেতে তোমার,
সুশ্যামল প্রান্তরেতে শোভিত দুধার ;
পুণ্যশীলে, স্নেহময়ী তুমি, ঐশ্বর্য্যে ভরিলে বঙ্গভূমি,
"কীর্ত্তিনাশা" নামে মিছে কলঙ্ক তোমার।

ব্রহ্মপুত্র তব সহচর, নাশিয়াছে কীর্ত্তি কোটীশ্বর,
রাজনগরের শোভা তাহারি উদরে ;
ভৌগোলিক জ্ঞান নাহি যার, সেই ভাষে কলঙ্ক তোমার,
আরোপে এ অপকীর্ত্তি তোমার উপরে। (১)

---

(১) আসাম ও বঙ্গপ্রদেশের সীমাস্থল হইতে ব্রহ্মপুত্রের একটী শাখা গোয়ালন্দের নিকট আসিয়া মূলগঙ্গা(Ganges) বা পদ্মার সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল। কালক্রমে ব্রহ্মপুত্রের মূল প্রবাহ ঐ শাখা দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়া, গঙ্গার জল ও স্রোতোবেগ এত বৃদ্ধি করিয়াছিল যে, সেই

পরিহরি নিম্ন বঙ্গদেশে চলি গেলে সাগর উদ্দেশে,
তুলিয়া তরঙ্গমালা উন্মাদিনী-বেশে ;
তব সহ সাগরসঙ্গম শোভা ধরে অতি অনুপম,
নবীন নীরদ-কান্তি সুনীল আকাশে !

অবশেষে হলে সুরধুনি, রত্নাকর সাগর-সঙ্গিনী,
যোগ্য জনে মিলে যোগ্য রত্নপ্রসবিনি ;
দোঁহে মিলি করিছ সাধিত জগতের হিত অবিরত,
প্রীত যাতে নিয়ত জগৎপাতা যিনি।

জলরাশি বিক্রমপুরের মধ্যভাগস্থ এক খাল দিয়া প্রবাহিত হইয়া, অচিরেই উহাকে প্রবল নদীরূপে পরিণত করিল, এবং ঐ নদীর উত্তর দিকস্থ রায়-রাজাদিগের কীর্ত্তিকলাপ বিনষ্ট করিল। এই জন্যই সেই নদীর নাম কীর্ত্তিনাশা হইয়াছে। তৎপরে কীর্ত্তিনাশা রাজা রাজবল্লভের বহুকীর্ত্তিশোভিত বাসস্থান রাজনগরও উদরসাৎ করিয়াছে। পাঠান রাজত্বকালে বাঙ্গালায় বার ভঁইয়ার অভ্যুদয় হয়। বার ভুঁইয়ার অন্যতম রাজা কেদাররায় বিক্রমপুরে রাজবাড়ী নামক স্থানে বসতি করিতেন। কথিত আছে, এক বহুমূল্য মন্দির মধ্যে রায় রাজারা কোটীশ্বর নামক দেবতা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সেই মন্দির ধ্বংস করাতেই কীর্ত্তিনাশা নামের সৃষ্টি। রাজবাড়ীতে এখন আর কিছুই নাই। একটী ভগ্ন মঠ ও আর একটী পুরাতন দীর্ঘিকা অবশিষ্ট রহিয়া ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে!

নিশীথ-চিন্তা।

অতি ঘোর অমানিশা, গভীরা রজনী
নীরবে শিয়রে বসি চিন্তা সহচরী ;
দিক্ দশ একাকার, স্তম্ভিতা মেদিনী,
বসিলাম এ সময়ে শয্যা পরিহরি।

না বাজে কর্ম্মের ঢোল ভবহাটে আর
নাহি উঠে হাস্য আর ক্রন্দনের ঢেউ ;
সুষুপ্তি জীবের করে শ্রান্তির সংহার,
আমি ভিন্ন বুঝি আর নাহি জাগে কেউ।

কেন জাগি ? স্বভাবের হেন বিপর্য্যয়
কেন করি ? আমিওতো মানব-সন্তান ;
সহস্র সহস্র নর যেই পথে রয়,
ভ্রান্তি বলে কেন তারে করি অভিমান ?

কে বলে মানুষ এই দেহের অধীন ?
কোথা থাকে দেহ আর কোথায় চেতনা
ভাবের সাগরে মন হইলে বিলীন ?
পাসরি সংসার, আরো পাসরি আপনা।

চলেছে দক্ষিণ মুখে অচল-নন্দিনী,
তুলিয়া মধুর কিবা কল কল রব,
সাগরসঙ্গম-আশে হয়ে পাগলিনী,
প্রস্তর-বিটপি-লতা ভাসাইয়া সব।

অনুরাগ অনিবার্য্য, অস্থির, চঞ্চল,
লজ্জাভয়ে সঙ্কুচিত কভু নাহি হয় ;
বাধাবিঘ্ন ঘটে যত ততই প্রবল,
বাসনার তৃপ্তি ভিন্ন শান্ত নাহি হয়।

এই ত দক্ষিণ-বায়ু বহিছে প্রবল,
আলু থালু নাচিতেছে নীরদার হিয়া ;
বেলাভূমে প্রহারিছে তরঙ্গসকল,
হীনবল হয়ে শেষে যেতেছে ফিরিয়া।

এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার ঝড়ে
দুঃখীর অন্তরে উঠে রোদনেব ঢেউ ;
অবিরত মর্ম্মস্থল প্রপীড়িত করে,
এইরূপ অন্ধকারে নাহি দেখে কেউ।

এই ত সম্মুখে কাল অনন্ত আকাশ
সমীরণ-ভরে যেন মন্দ মন্দ দোলে ;
আমার নয়নে করে আশার প্রকাশ,
"অনন্ত !" ভাবিয়া ভাসি আনন্দ-হিল্লোলে।

একটী নক্ষত্র নাহি বিতরে কিরণ,
কেবল মেঘের কোলে সৌদামিনী হাসে;
কিন্তু কত সূর্য্য, কত গ্রহ অগণন
আমার মানস-নেত্রে এ সময়ে ভাসে!

কত সৌরজগৎ আবর্ত্তপথ-গামী
ঘুরিতেছে কালচক্রে রহিয়া রহিয়া;
কতশত উপপ্লব দেখিতেছি আমি,
কত যুগযুগান্তর যেতেছে বহিয়া!

ঐ ত শোভিছে দূরে ভবিষ্যৎদ্বার,
সামান্য নরের যথা দৃষ্টিরোধ হয়;
জীবের অদৃষ্টচক্র অন্তরে যাহার
ঘূরিছে বিদ্যুৎবেগে, ক্ষণ স্থির নয়!

কত জীব বহু ক্লেশে পরিধি বাহিয়া
একবার উঠিতেছে, পড়ে আরবার,
কেহ দাঁড়াইয়া আছে বাহু প্রসারিয়া,
নেমির আঘাতে ভাঙ্গে মস্তক কাহার!

এই চক্রছিদ্র-পথে অন্তিম-নিবাসে
যেতে হবে, যথা আছে অনন্ত বিভব,
দিব্য দৃষ্টিপথে যাহা কেবল প্রকাশে;
আহা, এই দিব্য চক্ষু দেবের দুর্ল্লভ!

যে বলেছে সপ্ত স্বর্গ—কল্পনা অসার—
হয় নাই বুঝি সেই এই পথগামী ;
তিন লোকে তৃপ্ত সেই, স্থূল বুদ্ধি যার,
অনন্ত অনন্ত লোক দেখিতেছি আমি।

অসংখ্য অসংখ্য জীব ঐ পথে ধায়,
অল্পমাত্র কিন্তু তার হয় অগ্রসর ;
ভ্রমবশে কেহ শুধু ভ্রমিয়া বেড়ায়,
কেহবা বসিয়া রচে কল্পনার ঘর !

কিন্তু যারা বহুশ্রমে বহুদূর গত,
অবিরত তাঁহাদের সহাস্য বদন ;
চলেছেন বলীয়ান বিজয়ীর মত,
"মাভৈ ! মাভৈ !" রবে কাঁপায়ে ভুবন ;

ভরত-মিলন।

শিরে শোভে হেমকূট, গিরিবর চিত্রকূট
সুবিখ্যাত ভারত-ভবনে ;
সুশ্যামল কলেবর, ভাবকের মনোহর
পূত অতি শত তপোবনে।
সুনির্ম্মলা স্রোতস্বতী কলনাদী ধীর গতি
অচলের অঙ্গে প্রবাহিত ;
শত শত যোগীঋষি পর্ব্বত-কন্দরে বসি
যোগধ্যান করেন নিরত।
নাহি জানে পাপতাপ, সদা করে শাস্ত্রালাপ
তাপসের তনয়াতনয়,
মৃগপক্ষী আদি যত, হিংসাদ্বেষ-বিবর্জ্জিত,
পুণ্যস্থান শান্তির নিলয়।
দশরথ-রাজসুত অশেষ সদ্গুণযুত
রামচন্দ্র অযোধ্যাভূষণ ;
পিতৃ আজ্ঞা অনুসরি হইলেন বনচারী
সঙ্গে করি জানকীলক্ষ্মণ।
চিত্রকূট-গিরিবরে মুনিগণ সমিভ্যারে
নিবসেন রঘুকুলমণি,

ভুঞ্জিছেন সাধুসঙ্গ সদা করি সৎ প্রসঙ্গ,
বনবাসক্লেশ নাহি গণি।
অকস্মাৎ তপোবনে বশিষ্ঠশত্রুঘ্নসনে
কুমার ভরত উপনীত;
নাহি অঙ্গে আভরণ, অশ্রুসিক্ত দু-নয়ন
তপস্বীর বেশ পরিহিত।
বন্দিয়া রামের পদ, যুগ্মনেত্রে কোকনদ
ভাসাইয়া প্রেমের সলিলে,
কাঁদিয়া ভরত কহে,— "তোমার উচিত নহে
হেন কর্ম্ম, এই কি করিলে?
অযোধ্যায় হবে রাজা, আনন্দে পালিবে প্রজা,
আমরা রহিব আজ্ঞাকারী;
তুমি বনে বনস্পতি, মোরা ক্ষুদ্র তরু অতি
তোমার আশ্রয়ে প্রাণ ধরি।
এস দাদা গৃহে যাই, বনবাসে কার্য্য নাই,
জটাচীর কর পরিহার,
মধ্যাহ্ন-আকাশ ছাড়ি, ভূমে যায় গড়াগড়ি
সূর্য্য যেন, সে দশা তোমার!
হয়েছে শ্মশান প্রায় অযোধ্যা, কি ক'ব হায়,
নরনারী করিছে রোদন,
কহিতে না সরে মুখে, হে রাম, তোমার শোকে
পিতৃদেব ত্যজিলা জীবন!"

পিতার নিধন-কথা কহিতে, দারুণ ব্যথা
উপজিল ভরতের চিতে,
যেন ছিন্ন তরুবর পরিহরি অনশ্বর
অকস্মাৎ পড়িলা ভূমিতে !
কাঁদিলেন রঘুপতি, লক্ষ্মণ, জানকীসতী
"কোথা পিতঃ! কোথা পিতঃ!" বলে ;
তপোবনবাসিগণ করি দৃশ্য দরশন,
বিগলিত নয়নের জলে !
বহুক্ষণ হলে গত, হয়ে পুনঃ শান্তচিত,
রাঘবের চরণ ধরিয়া,
কহিলা ভরত ধীর, নয়নে বহিছে নীর
প্রেমসিন্ধু উঠি উথলিয়া।
"হইয়াছে যা হবার, নাহি তার প্রতীকার,
ভরতের কপাল-লিখন,
এ হেন বিপদকালে তুমি দেশে নাহি গেলে,
সবাকার হইবে মরণ !
পাপের কুহকে ভুলে অকলঙ্ক রঘুকুলে
হায়, মাতা কলঙ্ক মাখিলা ;
গর্ভে ধরি দিয়া জন্ম, শেষে করি হেন কর্ম্ম
ভরতেরে এ বাদ সাধিলা !
অল্পবুদ্ধি মা আমার, ক্ষমা কর দোষ তার
তুমি রাম দয়ার সাগর ;

চল যাই স্বভবনে, রঘুপতি, তোমাবিনে
অন্ধকার অযোধ্যানগর।
তুমি যদি হও বাম, না পূরাও মনস্কাম,
তব সঙ্গে হব সর্ব্বত্যাগী!
পরে নিবে রাজ্যধন, অযোধ্যার সিংহাসন,
তুমি হবে কলঙ্কের ভাগী!”
আলিঙ্গিয়া ভরতেরে, কহিলেন মহাদরে
রামভদ্র সস্নেহ বচন,—
“তুমি হে গুণের ভাই, ভ্রাতৃভক্ত কেহ নাই
ত্রিভুবনে তোমার মতন!
তুচ্ছ অতি ধনজন, তুচ্ছ রাজ্যসিংহাসন,
তুচ্ছ এই জীবনযৌবন,
দেখিয়া তোমার স্নেহ, পূত আজি মনদেহ,
তুমি ধন্য, তুমিই সুজন;
তুমি সদা ধর্ম্মমতি, জান ভাল রাজনীতি,
অগ্রে ধর্ম্ম, রাজ্যরক্ষা পরে;
ধর্ম্মরক্ষা করি আমি, আমার হইয়া তুমি
রাজ্য কর অযোধ্যানগরে।
শুনিনু তোমার মুখে, যার লাগি মনোদুঃখে
পিতৃদেব ত্যজিলা জীবন,
আমি যদি গৃহে যাই, তা হলে হবে না ভাই,
জনকের সে সত্যপালন।

বিপদ ঘটাবে কেহ, অযোধ্যায় শীঘ্র যাহ,
জননীরে কহ এই কথা,
তাঁর কিছু নাই দোষ, রাম নাহি করে রোষ,
বনবাসে নাহি মনে ব্যথা।
যাও তবে যাও ভাই, বিলম্বেতে কার্য্য নাই,
কহ গিয়া গুরুজনগণে,—
চতুর্দ্দশ বর্ষ-পরে, আমরা যাইব ঘরে,
প্রণমিব তাঁদের চরণে।"
সবিনয়ে পুনরায় কহিলা ভরত "হায়,
না পূরিল মানস আমার ;
তোমারে রাখিয়া বনে গৃহে যাব কোন্ প্রাণে,
তুমিই ত অযোধ্যার সার !
তুমি কর ধর্ম্মভয়, আমার উচিত নয়
অনুরোধ করা বারম্বার ;
কিন্তু অযোধ্যার স্বামি, অধম অক্ষম আমি
কেমনে লইব রাজ্যভার ?
আমি দাস তুমি প্রভু, বসিতে নারিব কভু
তোমার সে রাজসিংহাসনে ;
আমারে করিয়া স্নেহ, তোমার পাদুকা দেহ,
প্রতিষ্ঠিত করিব সেখানে।
পাদুকা হইবে রাজা, পালিবে যতেক প্রজা,
ধরি ছত্র পাদুকা উপরে,

সদা তব নাম লয়ে, আজ্ঞাধীন ভৃত্য হয়ে
নিবসিব অযোধ্যা নগরে।

মানবের ভাগ্য।

নন্দনকাননে বসি বৃন্দারক এক
মানবের ভাগ্য-লিপি ভাবিলা অনেক ;
জন্মমৃত্যু, রোগশোক, উত্থানপতন,
এ সকলে পরিপূর্ণ মানবজীবন
নিরখিয়া, মনে হলো প্রশ্নের উদয়,—
"মর্ত্ত্যভূমি কেবলি কি দুঃখের আলয় ?"
এইরূপ চিন্তাকুল হইয়া অমনি
সুরলোক ত্যজি সুর আইলা অবনী।
বিচিত্র ধরিত্রী-শোভা করি বিলোকন
পুলকে পূর্ণিত হলো ত্রিদশের মন ;
কোন স্থানে গিরি-শৃঙ্গ পরশে গগন,
শিরে শুভ্র জটাভার যোগীন্দ্র যেমন ;
কটিতটে মেঘাম্বরে বিদ্যুৎ-প্রকাশ,
বীরবর-অঙ্গে যেন দীপ্ত চন্দ্রহাস ;
কোথা শোভে স্রোতস্বতী শ্যামল প্রান্তরে,
রজতের ধারা যেন ধরা-বক্ষপরে,

তীরে অট্টালিকাপূর্ণ সুন্দর নগর,
দুকূলে তরণী-শ্রেণী কিবা মনোহর।
ফলশস্য-পরিপূর্ণ প্রান্তরকানন,
মকরন্দ-গন্ধ বহে মন্দ সমীরণ ;
নিভৃত নিকুঞ্জে সুখে বিহঙ্গম গায়,
নাচিছে কুরঙ্গ, ভৃঙ্গ উড়িয়া বেড়ায় ;
এই সব হেরি সুর ভাবিলা তখন,—
নহে শুধু দুঃখময় মানব-জীবন।
এইরূপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে সুরবর
অদূরে দেখিলা এক নগর সুন্দর ;
পশিলা নগরমধ্যে বড় কুতূহলে,
সম্মুখে দেখিলা পুরী অতুল ভূতলে ;
কনকরচিত গৃহ মুকতা-খচিত
অগণিত রত্নজালে রয়েছে সজ্জিত ;
মধ্যে এক সিংহাসন বড়ই উজ্জ্বল,
ইন্দ্রধনুসম যেন করে ঝলমল ;
সুন্দর পুরুষ এক রাজ-আভরণে
হাস্যমুখে উপবিষ্ট সেই সিংহাসনে ;
শিরে শোভে জয়মাল্য, রাজদণ্ড করে,
কটিতে উলঙ্গ অসি ধক্ ধক্ করে ;
অভিমান বিস্ফূরিছে নয়ন যুগল,
মানব-শোণিতে ধৌত হস্তপদতল ;

চারি দিকে বসিয়াছে পাত্রমিত্র শত,
দিনেশে বেষ্টিয়া গ্রহ-উপগ্রহ-মত ;
নাচিছে নর্ত্তকীবৃন্দ, বন্দী গায় গীত,
উঠিয়াছে সঙ্গীতের স্বর সুললিত।
মানুষের সৌভাগ্যের সীমা নাহি আর,
এত ভাবি সুরচিত্তে আনন্দ অপার।
হেন কালে অকস্মাৎ মহাকোলাহলে
আইলা বীরেন্দ্র এক নিয়ে দলবলে,
জ্বালিলা প্রবল অগ্নি সেই রম্য পুরে,
বহিল প্রবল স্রোত মানব-রুধিরে !
সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিল যেই জন,
আগন্তুক-সঙ্গে সেই আরম্ভিল রণ।
কিন্তু সে বীরেন্দ্র তার শিরশ্ছেদ করি,
স্বহস্তে উষ্ণীষ অসি লইলেন কাড়ি ;
সেই ছত্রদণ্ড-সহ সেই সিংহাসনে
আপনি বসিলা পুনঃ সহাস্য বদনে।
মানুষের সৌভাগ্যের এইরূপ শেষ
নিরখিয়া সুরচিত্ত সন্তপ্ত বিশেষ ;
সেই দৃশ্য পরিহরি চলিলেন সুর,
মনের মালিন্য যাহে জন্মিল প্রচুর ;
ক্ষুণ্নমনে দূর বনে করিলা গমন।
তপস্বি-আশ্রম এক অতি সুশোভন

দেখিলেন পরিপূর্ণ ফুল আর ফলে,
নিত্য ধৌত পাদমূল নির্ঝর-সলিলে ;
নির্জ্জন কুটীর-মাঝে অজিন-আসনে
বসিয়া তাপসবর গম্ভীর আননে
ভক্তিভরে করিছেন বিভুগুণগান,
নিরখিয়া পুলকিত আদিত্যের প্রাণ !
ভাবিলেন—চিন্তা-ভয়-ভাবনারহিত
এই সাধু ভাগ্যশীল হইবে নিশ্চিত।
দেখিতে দেখিতে সেই সাধুর বদন
বিষাদ-কালিমাময় হইল তখন ;
নয়ন মুদিয়া সাধু কুঞ্চিত কপোলে
অভিষিক্ত হইলেন নয়নের জলে !
কেন অকস্মাৎ পূর্ব্বভাব-পরিহার,
সুনীল গগনে কেন মেঘের সঞ্চার ?
জানিতে কারণ তার, দৈবশক্তি-বশে
কুতূহলে পশে সুর সাধুর মানসে।
দেখিলেন সুর, স্মরি বিগত জীবন
দেখিছে তাপস বড় দুঃখের স্বপন।
ত্যজিয়াছে তাপস সংসার-পরিবার,
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি মাত্র হয় নাই তার ;
অকাল-শিশিরে যথা কুসুম কুঞ্চিত,
সাধুর হৃদয়-গ্রন্থি নহে বিকশিত ;

প্রীতি, ক্ষান্তি, পবিত্রতা আদি গুণচর
কার্য্যক্ষেত্রে পরীক্ষিত, পরিপুষ্ট নয় ;
ভাবুকতা ধর্ম্ম, আর জ্ঞান সংস্কার,
কর্ম্মকাণ্ড তাপসের অনুষ্ঠানসার ;
অশান্তিতে পরিপূর্ণ চিত্ত সর্ব্বক্ষণ,
ধ্যানযোগে দেখে তেঁই দুঃখের স্বপন।

তপস্বীর এই দশা করি দরশন,
বিষাদে বিদগ্ধ হলো ত্রিদশের মন।
ভাবিলেন—নরভাগ্য দুঃখের ভাণ্ডার,
নরলোকে ভাগ্যশীল কেহ নাহি আর।
এইরূপে ভাবনায় আকুল হইয়া
ক্ষুণ্ণ মনে দূর পথে উত্তরিলা গিয়া ;
দেখিলেন, সেই পথে যুবা এক জন
দ্রুতপদে ব্যস্ত হয়ে করিছে গমন ;
অদৃশ্য হইয়া সুর সে যুবার সঙ্গে
দেখিতে নূতন দৃশ্য চলিলেন রঙ্গে ;
দেখিলা যুবক, পথে কিছু দূর গিয়া,
কাঁদিছে বালক এক পথ হারাইয়া ;
অমনি যুবক তারে তুলি নিলা কোলে,
মুছিলা নয়ন-নীর বসন-অঞ্চলে ;
আরো কিছু দূরে যুবা করিয়া গমন,
অবলার আর্ত্তনাদ করিলা শ্রবণ ;

নিকটে অরণ্য ঘোর, তথা সেই ধ্বনি,
অরণ্যে যুবক দ্রুত পশিলা অমনি ;
দেখিলা—রমণী এক দীনা হীনা বেশে,
কৃতান্ত-কিঙ্কর দস্যু ধরিয়াছে কেশে ;
"রক্ষা কর অবলারে কে আছ কোথায় !"
এত বলি কাঙ্গালিনী ধূলায় লুটায়।
দস্যুর বাহুতে গুরু যষ্টির প্রহারে,
অস্ত্রশূন্য বার যুবা করিলা তাহারে ;
অস্ত্রশূন্য হয়ে দস্যু হইল হতাশ,
পলাইল দূর বনে হয়ে ঊর্দ্ধশ্বাস ;
আশ্বাসিয়া রমণীরে সুমধুর বোলে,
পথপ্রাপ্ত বালকেরে দিলা তার কোলে ;
ঘুচিল বিপদ, পেয়ে আপন সন্তান,
কৃতজ্ঞতা-ভরে ভঙ্গ রমণীর প্রাণ।

মধ্যাহ্ন-সময়ে যুবা অতি দ্রুতপদে
প্রবেশিলা গিয়া এক রম্য জনপদে ;
পশি এক বিদ্যালয়ে, আনন্দিত মনে
নিযুক্ত হইলা যুবা পাঠ-অধ্যাপনে ;
ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, দর্শনবিজ্ঞান,
কাব্যসাহিত্যের কত করিলা ব্যাখ্যান।
যথাকালে নিজ কার্য্য করি সমাপন,
বিদ্যালয় ছাড়ি যুবা করিলা গমন ;

অদূরে রয়েছে এক অনাথ-আলয়,
অপরাহ্নে তথা গিয়া হইলা উদয় ;
অন্ধখঞ্জগণে দিলা নানা উপহার,
মাতৃহীন শিশুমুখে সুমিষ্ট আহার ?
রোগীকে ঔষধ দিলা বহু যত্ন করি,
আনন্দিত সবে যেন আত্মজনে হেরি ;
হাসাইলা সকলেরে সুমধুর বোলে,
শুষ্ক ভূমি সিক্ত হলো শিশিরের জলে !
কতক্ষণে সেই স্থান করি পরিহার
আপন আলয়ে যুবা চলিলা এবার।
কিছু দূরে গিয়া যুবা করে দরশন,
পথিমধ্যে বৃদ্ধ এক করিছে রোদন ;
সম্মুখে ভূতলে শব রয়েছে শায়িত,
অনন্ত নিদ্রায় আহা নেত্র নিমীলিত !
কাঁদিতেছে বৃদ্ধ ঘন শিরে হানি হাত,
বিনা মেঘে মস্তকে হয়েছে বজ্রপাত !
বহুদিন পুত্র তার আছিল প্রবাসে,
পিতাপুত্রে একযোগে চলিয়াছে দেশে ;
পথিমধ্যে কালসর্প করিল দংশন,
তাহাতেই হইয়াছে যুবার মরণ ;
আপনা বলিতে তথা কেহ নাহি তার,
কে দিবে সান্ত্বনা, আর কে করে সৎকার ?

বিদেশে বৃদ্ধের এই দশা দরশনে,
বহিল শোকের ধারা যুগল নয়নে ;
প্রবোধ কথায় বৃদ্ধে কিছু শান্ত করে,
দ্রুতপদে প্রবেশিলা গ্রাম-অভ্যন্তরে ;
উত্তরিলা দুই চারি গ্রামিকে লইয়া,
চলিলা আপনি শব স্কন্ধেতে বহিয়া ;
সুর বলে "ধন্য ধন্য মানব-নন্দন,
দেবতার পূজ্য তুমি বট সর্ব্বক্ষণ !"

নদীতীরে সেই শব করিয়া সৎকার
স্নানান্তে আলয়ে যুবা চলিলা আবার ;
দিবা অবসান হলো গোধূলি আইল,
প্রান্তর ত্যজিয়া গাভী গৃহেতে ধাইল ;
উড়িল বিহঙ্গকুল মৃদু কলরবে,
দিবসের অন্তে অতি শ্রান্ত যেন সবে !
সাধুকার্য্যে দিনপাত করি যেই জন,
এইরূপ সন্ধ্যা-শোভা করে বিলোকন,
ধরণী ধরেন যবে প্রশান্ত মূরতি,
অন্তরে বাহিরে তার জন্মে কত প্রীতি !
রবির লোহিত ছবি অস্তগত প্রায়,
শোভিছে কিরণ-রেখা গগনের গায় ;
তরুশিরে পড়িয়াছে তার চারু আভা,
হেমছত্ররূপে তরু পাইতেছে শোভা !

সেই তরুতলে এক সুন্দর কুটীর,
বহুমূল্য নয়, কিন্তু গঠনরুচির ;
সম্মুখে সরসী এক শোভিত পুষ্করে,
বিহরে মরাল তাহে আনন্দ-অন্তরে ;
তীরে শোভে তরুলতা-ফলপুষ্পচয়,
পরিপাটী, কিন্তু বিলাসিতাপূর্ণ নয়।
নহে বহুদূর ওই শান্তিনিকেতন,
সতৃষ্ণনয়নে যুবা করে দরশন।
সন্ধ্যা সমাগত দেখি সত্বর হইয়া,
আলয়ে আইলা যুবা আনন্দিত হিয়া ;
দেখিলা,—জননী তার অলিন্দে বসিয়া,
হাস্য পরিহাসে রত নাতিনী লইয়া ;
বৈকালিক ভোজনের করি অয়োজন,
যথাকালে গৃহকার্য্য করি সমাপন,
পত্নী তাঁর শিশুপুত্র লয়েছেন কোলে,
প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া অশোকের তলে।
আইলা যুবক যাই গৃহের দুয়ারে,
বেষ্টন সকলে আসি করিলা তাহারে ;
"বাবা" বলি ধেয়ে এল তনয়াতনয়,
দোঁহারে ধরিলা বক্ষে, বিলম্ব কি সয় ?
চুম্বিলা দোঁহার মুখে ব্যাকুল হইয়া,
প্রণয়িনী স্মিতমুখ সে রঙ্গ দেখিয়া।

বৃহৎ কুক্কুর এক গৃহের রক্ষক
প্রভুর প্রদত্ত নিত্য প্রসাদ-ভক্ষক
লুটায়ে পড়িল আসি প্রভুর চরণে,
পরিতুষ্ট হলো পশু মধুর বচনে।
অঙ্গনে আছিলা গাভী ধবলী শ্যামলী,
প্রভুর নিকটে তারা আসে দোঁহে মিলি ;
গলে হাত দিয়ে প্রভু করিলে আদর,
ক্ষণ পরে গেল তারা আপনার ঘর।
এইরূপে প্রেমের কৌতুক হলে সাঙ্গ,
সুশীতল সমীরণে স্নিগ্ধ হলে অঙ্গ,
অল্পমাত্র জলযোগ করিয়া তখন,
আরম্ভিলা পতিপত্নী গ্রন্থ-অধ্যয়ন ;
পতিনী পড়েন গ্রন্থ, শুনিতেছে পতি,
মীমাংসা করেন দোঁহে করিয়া যুকতি ;
কভুবা উভয়ে ঘোর চিন্তায় মগন,
হাস্যপরিপূর্ণ কভু দোঁহার বদন ;
কভু ভাবে গদগদ দম্পতির প্রাণ,
বলিহারি বিধাতার বিচিত্র নির্ম্মাণ !
এক বৃন্তে দুটী ফুল অতি সুশোভন,
ধন্য রে দাম্পত্য প্রেম ভবের ভূষণ !
অধ্যয়নশেষে যুবা বসিলা আহারে,
আদরিলা প্রণয়িনী নানা উপাচারে।

কি ছার পলান্ন আর পিষ্টক, পায়স,
ধনীর রসনা যাতে সতত অলস ;
শত শত দরিদ্রের শোণিত শোষিয়া,
পঞ্চামৃত ভুঞ্জে যেই মন্দিরে বসিয়া,
শ্রম করি প্রতিবেশী অন্নাভাবে মরে
যার, শত ধিক্ সেই গৃধ্রসম নরে !
দরিদ্রের শাক-অন্ন বিলাসবিহীন,
যার উপার্জ্জনে পাপে নাহি যায় দিন,
দরিদ্র দুর্ব্বল কিম্বা ক্ষুধাতুর জনে
পুণ্যস্মৃষ্টি হয় যার তুষ্টি বিতরণে,
সেই শাক-অন্ন বটে সুধার সমান,
প্রিয় জন স্নেহভরে করে যদি দান।

আহার করিয়া আসি বসিলা দম্পতি
ইষ্টদেব-আরাধনে অতি শুদ্ধমতি,
ভক্তিভরে গদগদ, মুদিয়া নয়ন
মধুর সঙ্গীতে করে গুণানুকীর্ত্তন ;
প্রেম-অশ্রু দোঁহাকার নয়নে উদিল,
কমলের দলে যেন শিশির শোভিল !
করযোড়ে সমস্বরে করিলা প্রার্থনা,
“কভু যেন পাপপথে যায় না বাসনা,
হে ঈশ্বর, তব প্রতি থাকে যেন প্রীতি,
তব প্রিয়কার্য্যে সদা থাকে যেন মতি ;

জীবনে তোমার ইচ্ছা হউক সফল,"
এত কহি সম্বরিলা নয়নের জল।
আরাধিয়া ইষ্টদেবে, করিয়া শয়ন
সুখ-নিদ্রাবেশে যুবা হ'ল অচেতন।
ধরাতলে এ পবিত্র দৃশ্য নিরখিয়া,
পুলকে পূর্ণিত হলো ত্রিদশের হিয়া;
ভাবিলেন—সাধুতাই সুখের নিলয়,
মানবের ভাগ্য কভু নহে দুঃখময়;—
প্রীত মনে দম্পতিরে আশীর্ব্বাদ করি,
সুরলোকে গেলা সুর ধরা পরিহরি।

পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক গীত।

(দক্ষদজ্ঞে সতীর প্রতি শিব)

রাগিণী ভৈরবী (জংলা), তাল আড়াঠেকা।

যেওনা যেওনা সতি, বারে বারে করি মানা;
ভাবনা-সাগরে শিবে, তব শিবে ভাসা'ওনা।
পাঠাইতে দক্ষালয়ে, নাহি লয় এ হৃদয়ে;
ভয়ে যে কাঁপিছে অঙ্গ, অমঙ্গলের এ সূচনা।
ভাই বন্ধু মাতা পিতে, কেউ নাই আমার এজগতে;

(কত) সাধনের ধন সতী, জেনেও কি তাই জান না ?
সতীমন্ত্রে ব্রহ্মচারী, (আমি) সতীরূপ ভুলিতে নারি ;
সতী ধ্যান, সতী জ্ঞান, সতী যে পরম সাধনা।
কি শ্মশানে কি অরণ্যে, কি শয়নে কি স্বপনে,
সতীগত-প্রাণ শিব, সতী বিনে বাঁচিবে না। (১)

(হিরণ্যকশিপুর প্রতি প্রহ্লাদ।)

রাগিণী আলাইয়া-ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

পিতঃ কর এই ভিক্ষা দান ;
ত্যজ পাপ অভিমান,
হরি নাম লয়ে, জীবন্মুক্ত হয়ে, প্রহ্লাদের বধ প্রাণ।
তুমি পিতা আমার ধরণী-ঈশ্বর,
তোমার আমার পিতা অনন্ত ঈশ্বর ;
তাঁরি শান্তি কোলে, ইহ পর কালে, সকলেই পায় স্থান।
রত্ন-সিংহাসনে নাহি আমার আশা,
হরি-পদাম্বুজ কেবল ভরসা ;
হৃদয়-আসনে বসায়ে সে ধনে, কর্‌বো নিত্য সুধাপান।
করী-পদতলে পাষাণ-চাপনে,
অনলে গরলে কি ভয় মরণে ?
দয়াময় হরি দিয়ে পদতরী, করিবেন পরিত্রাণ।

সত্য সত্য পিতঃ এ প্রতিজ্ঞা করি,
এই স্তম্ভমাঝে আছেন আমার হরি ;
দেখ যদি পিতঃ দেখাইতে পারি,"ভক্তের অধীন ভগবান"। (২)

(বাল্মীকির প্রতি)

রাগিণী সাহানা-বাহার—তাল যৎ।

নমি আমি কবিগুরু, তব চরণ-কমলে ;
স্মরিতে তোমার নাম, অজস্র প্রেম উথলে।
আর্য্যদের শিরোমণি, তুমি শত রত্ন-খণি ;
জগত মোহিতে কিবা কাব্য-শক্তি প্রকাশিলে !
শুভক্ষণে কবিগুরু, রোপিলে যে কল্পতরু ;
ভরিল ভারত-ভূমি তার কত ফুলফলে।
ভবভূতি, কালিদাস, মধু আদি কীর্ত্তিবাস,
সেই পুষ্পে গাঁথি মালা, পূজ্য হলেন ভূমণ্ডলে।
পুণ্যের ভাণ্ডার সম তব চিত্ত অনুপম,
অপূর্ব্ব স্বর্গের সৃষ্টি করিয়াছে ধরাতলে !
জগতের অভিরাম, হেন গুণনিধি রাম,
সতীত্ব-রূপিণী সীতা, বিরচিলে কি কৌশলে !
ভাল শিক্ষা দিলে তুমি, গাইছে ভারত-ভূমি,
"জয় বাল্মীকির জয় !" "জয় সীতারাম !" বলে। (৩)

(লক্ষ্মণের প্রতি সীতা।)

রাগিণী * তাল একতালা।

আহারে, এ কি হলো রে, এই ছিল কপালে ;
যত আশা করেছিলেম, সকলি গেল বিফলে !
রাজনন্দিনী রাজরাণী, আমি জনম-দুখিনী,
তোদের মুখ চেয়ে লক্ষ্মণ, সকল দুঃখ আছি ভুলে ॥
বাঁধিয়া সাগর-জলে যে সীতারে উদ্ধারিলে,
অবশেষে বনবাসে তারে বিসর্জ্জন দিলে।
ভিখারিণী বনে রবো, রামরূপ ধ্যান করিব ;
সেই মুখ নিরখিব, এই প্রাণ যাবার কালে।
জন্ম-জন্মান্তরে আমি পাইব রাঘব স্বামী ;
এ জীবনে হের্‌বোনা রে, মরি এই শোকানলে !
ওরে লক্ষ্মণ ধরি হাতে, লয়ে আমার রঘুনাথে,
সুখে থেকো অযোধ্যাতে, (কভু) ভেবো না জানকী
বলে। (৪)

রাগিণী * তাল আড়াঠেকা।

ওরে শোন্ রে মেঘনাদ, ওরে শোন্ রে মেঘনাদ,
কুক্ষণে রামের সনে করেছি বিবাদ।
(সে যে) সামান্য এক বনবাসী, এই রক্ষ-দেশে আসি,

বাঁধিয়া সাগর, লঙ্কা করিল প্রবেশ ; আবার
শত শত রক্ষবীরে, পাঠাইল যমপুরে, যম্বুক
সংহারে সিংহে একিরে প্রমাদ !
(ওরে) ভুবনবিজয়ী আমি, এই রক্ষরাজ্য-স্বামী,
পলকে ত্রিলোকে পারি করিতে প্রলয় ; (যেজন) দেবতা-
গন্ধর্ব্ব-ত্রাস, (তারে) নরে করে উপহাস, সহিতে
না পারি হায় এই অপমান !
(আর) কাজ কি বিলম্ব করি, আস্পর্দ্ধা
করিছে অরী, নিমেষে সাগর সেতু কররে বিনাশ ;
ডুবাও সাগর-জলে, মম শত্রু দলে বলে,
ঘুচাও সত্বরে রামের সমরের সাধ। (৫)

(বসুদেবের প্রতি দৈবকী)

রাগিণী ললীত বিভাস—তাল একতালা।

দৈবকীর দশা দৈবকী-ভরসা,
বল্‌বো কি আর আমি, দেখে কি দেখনা
নিজ বক্ষের মণি, পরের হাতে দিয়ে,
কারাগার আছি শূন্য প্রাণ লয়ে ;
আর এ যাতনা সহেনা সহেনা,
কৃষ্ণ বিনে প্রাণ আর বাঁচেনা বাঁচেনা।

কাল নিশিশেষে দেখেছি স্বপনে,
বৃন্দাবনে যত রাখালের সনে,
বাছা আমার ধেনু রাখে বনে বনে,
(ক্ষুধায়) মুখে কথা সরে না ;
হেন কালে আসি দুষ্ট কংশ-চরে,
সহসা ধরিল সেই সুধাকরে ;
মনে হলে আমার হৃদয় বিদরে,
(আমি ঐ মুখ বুঝি আর হেরিবনা ! (৬)

(অভিমন্যু-শোকে উত্তরা)

রাগিণী পাহাড়ী—তাল আড়াঠেকা।

ওরে নিদারুণ বিধি, এই কি করিলিরে ;
নয়নের মণি আমার, অকালে হরিলি রে, !
যত আশা ছিল মনে, ফুরাইল এত দিনে ;
জীবনের সুখ-তারা আঁধারে ঢাকিলি রে !
অকারণে পাপরণে বধিলি দুঃখিনী-ধনে ;
হাতে ধরে দুখিনীরে সাগরে ভাসলি রে !
কোথা পিতা ধনঞ্জয়, কোথা কৃষ্ণ নিরদয় ?
অভাগীর প্রতি বুঝি বিমুখ সকলি রে ! (৭)

(বুদ্ধদেবের প্রতি)

রাগিণী বসন্ত বাহার—তাল তেতালা।

ধন্য ধন্য শাক্যসিংহ পুরুষ প্রাধান;
কোটি কোটি নারীনরে করিছে অভিবাদন!
রাজ্যধন তেয়াগিয়ে, যৌবনেতে যোগী হয়ে,
জীবের দুঃখ নিবারিতে করিলে সাধন;
দয়ারূপে অবতীর্ণ তুমি হে সুজন—
ধরার দুঃখ ঘুচাইতে করলে আত্ম-বিসর্জ্জন।
প্রেমের প্লাবনে তুমি ভাসাইলে আর্য্যভূমি,
অহিংসা পরম ধর্ম্ম করিলে প্রচার;
স্বার্থনাশে খুলে দিলে স্বর্গের দুয়ার—
সাম্য-মন্ত্র উচ্চারণে কাঁপাইলে ত্রিভুবন। (৮)

(পৃথ্বিরাজের প্রতি সংযোগতা)

রাগিণী পিলুবাহার—তাল যৎ।

চল চল প্রাণেশ্বর, সমরে করি প্রস্থান;
একাকী যাইবে বলে, বধো না দুখিনীর প্রাণ।
একাকী সমরে যারে, এ দাসী কি গৃহে রবে?
তা হলে যে হবে নাথ, পৃথ্বিরাজের অপমান।
দেহ শূল দেহ অসি, সমর-সাগরে ভাসি,
কটাক্ষে নাশিবে দাসী যবনের অভিমান।

স্বদেশের শত্রু যত যবনে করিব হত ;
মরিলেও নিত্য-ধামে তব পদে পাব স্থান। (৯)

(বিধাতার প্রতি চৈতন্য)

রাগিণী আলাইয়া-ঝিঁঝিট—তাল এক তালা।

দীনে দয়া কর ভগবান ;
কর আশীর্ব্বাদ দান, দিয়ে পদতরী,
হে ভব কাণ্ডারি, কর দাসে পরিত্রাণ।
নিজকৃত পাপে আছি ম্রিয়মাণ,
ধরার দুঃখে পুনঃ কাঁদে হে পরাণ ;
আর এ যাতনা সহে না সহে না,
কর দুঃখ-অবসান।
যে আশা দিয়েছ গৌরাঙ্গের প্রাণে,
উদ্ধারিবে পিতঃ মানব-সন্তানে,
তোমার প্রেম-রাজ্যে তোমার সেই কার্য্যে
যায় যেন দাসের প্রাণ।
গৃহে শচীমতা জনম দুখিনী,
সতী বিষ্ণুপ্রিয়া মণিহারা ফণী ;
ওহে প্রেম-সিন্ধু, দিয়ে কৃপা-বিন্দু,
করো দোঁহে শান্তি দান। (১০)

(রামমোহন রায়ের প্রতি)

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়াঠেকা।

কোথা গেলে রামমোহন, ওহে ভারত-ভূষণ ;
স্মরিতে তোমার গুণ বিষাদে আকুল মন !
ধর্ম্ম-বীর শুদ্ধচিত, নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত,
জ্ঞানে প্রেমে বিভূষিত, সুকবি তুমি সুজন।
সতীদাহ নিবারিতে অবলারে উদ্ধারিতে,
ভারতের দুঃখ নাশিতে, করেছিলে প্রাণ-পণ।
ধর্ম্মসাধনের আশে পার হলে আনায়াসে
পদব্রজে হিমগিরি ক'রে অসাধ্য-সাধন !
করিতে ধর্ম্ম-প্রচার গেলে সপ্ত সিন্ধু-পার,
দেশান্তরে অকাতরে দিলে প্রাণ বিসর্জ্জন।
এক দিন প্রেমভরে জগতের ঘরে ঘরে,
করিবে সকলে তব প্রিয় নাম উচ্চারণ। (১১)

বিবিধ সংঙ্গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়া।

একি অপরূপ হেরি হিম-গিরি-কলেবরে ;
মোহিত নয়ন-মন বচন নাহিক সরে !
অনন্ত ভাণ্ডারসম, স্তরে স্তরে অনুপম
অমূল্য রতন-জালে কে সাজালো গিরিবরে ?
শিরে শোভে জটাভার, তাহে কিরণ-বিস্তার,
শারদ চন্দ্রিমা যেন যোগীন্দ্রের শিরোপরে।

৩২

কটিতটে মেঘ-বাস, বিজলির পরকাশ,
যেন দীপ্ত চন্দ্রহাস বীর-অঙ্গে শোভা করে।
এমন কঠিন দেহ, আহা মরি কিবা স্নেহ,
ধন রত্ন-ফল পুষ্প দেয় জীবে থরে থরে।
মানব-সন্তানগণ করিতেছে বিচরণ,
জনকের বক্ষে যেন শিশুগণ ক্রীড়া করে।
বল বল গিরিবর, ভাব কারে নিরন্তর,
কার প্রেমে শতধারে নয়নের জল ঝরে?

(লর্ড রিপণকে বিদায় কালে)

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়াঠেকা।

ধন্য ধন্য ধন্য আজি, ধন্য তুমি হে রিপণ;
ভারতের ঘরে ঘরে তোমারি গুণ-কীর্ত্তন!
কোটি কোটি নারী নরে যারে আশীর্ব্বাদ করে,
দেবের বাঞ্ছিত আহা, তার সে পুণ্য-জীবন।
কোটীশ্বর হয়ে তুমি, ছেড়ে প্রিয় জন্মভূমি,
এদেশের হিতব্রতে করেছিলে আগমন।
ধীর তুমি ধর্ম্ম-মতি, উদারচরিত্র অতি,
শিখালে যে রাজনীতি, ধরামাঝে অতুলন।
সাম্যমন্ত্র-উচ্চারণে, কাঁপাইলে দৈত্যগণে,
তবশিরে পুষ্পবৃষ্টি করিবেন দেবগণ।
স্বায়ত্ত-শাসন-বিধি করেছ যে গুণনিধি,
ভারতে সুখের ভিত্তি করিয়াছ সংস্থাপন।
তোমার গুণের কথা, হৃদয়ে রহিল গাঁথা,
ভুলিবেনা দীন কবি তব প্রসন্ন বদন।

থেকো থেকো সুখে থেকো, ভারতেরে ভুলোনাকো ;
আমাদের মনে রোখো, এই মাত্র আকিঞ্চন !
ধর্ম্মের হউক জয়, বিধাতা মঙ্গলময়
চিরসুখশান্তি তোমায় করিবেন বিতরণ।

(সমাজের নীচতা ও কপটতা লক্ষ্য করিয়া)
রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

অবাক কল্লে জুয়াচোরে ! গেল সোনার বাঙলা ছারে খারে।
ভাল মানুষ হতভাগা, বিজ্ঞ হয়ে অন্নে মরে ;
(আবার) সোণার দরে রাং বিকোচ্ছে কেবল বিজ্ঞাপনের জোরে।
কেহ ফলায় হিন্দুয়ানি ম্লেচ্ছের অধিক কার্য্য করে ;
(আবার) মাথায় রাখে হর্ম্মি টিকি, কেবল ফাঁকি দিবার তরে।
কেহ হলো রাজনীতিজ্ঞ, দুই একটা বক্তৃতা ক'রে ;
(আবার) কেহ হলো দেশের বন্ধু, গালি দিয়ে ইংরেজেরে।
কেহ হলো ভক্ত সাধু অকথ্য ভণ্ডামি করে ;
(ওদের) স্বার্থ বটে পরমার্থ, অর্থ পেলে সকলি করে।
আশ্চর্য্য এক দলাদলি, ক্ষুদ্র সাহিত্যের বাজারে ;
(তাতেই) কেহ হলো কবি-শ্রেষ্ঠ অবিকল তর্জমা করে।
কেহ করে বিদ্যাপ্রকাশ দেশছেড়ে দেশদেশান্তরে ;
(আবার) উপাধি হয়েছে ব্যাধি, কত অবিদ্বানের তরে।
কেহ হলো সাহেব সুবো রীতিমত সেলাম করে ;
(আবার) কেহ হলো রাজা নবাব, বড় বড় খানার জোরে !
আসল কথা স্বার্থসিদ্ধি, দুষ্ট বুদ্ধি ঘরে ঘরে ;
(যখন) সময় হবে, সব বেরবে, এ সময় তো থাক্‌বে না রে।

কবির সুর।

আজব সহর কল্‌কাতা !

(এসব) দেখেশুনে এ দুর্দ্দিনে বল্‌মা তারা, যাই কোথা ?
মিলে যত ভণ্ড ষণ্ড দেশটা কল্লে লণ্ডভণ্ড ;
ধর্ম্মকর্ম্ম ধোঁকার টাটি, (যত) বদ্‌মায়েসির ফাঁদপাতা !
টিকির নীচে ছাটা দাড়ি, (রূপের বালাই লয়ে মরি !)
মদের মুখে "হরি হরি" ধন্য কলির সভ্যতা !
ছাপার কাগজ যায় না পড়া, সতী, সাধুর নিন্দাভরা ;
আঁটকুড়ির বেটাদের এমনি বিদ্যা-বুদ্ধি-ক্ষমতা !
সভাস্থলে মাতামাতি, ভাইয়ের সঙ্গে হাতাহাতি ;
জ্বলে মরি, শুন্‌তে নারি ব্যবসাদারী বক্তৃতা !
তুচ্ছ কথায় দলাদলি, কুচ্ছ-কথায় গালাগালি ;
"ভারত মাতার" পুত্রগুলির এমনি ধারা একতা !
দায় হয়েছে মামলা করা, অপরাধী যায় না ধরা ;
বি এ, এম এ, মিথ্যা সাক্ষী উচ্চশিক্ষার খায় মাথা !
বারাঙ্গনা মদে মত্ত, সেই শোনাচ্ছে ধর্ম্মতত্ত্ব ;
ছেলেপিলের খেলে মাথা, বলিহারি মূর্খতা !
ভাল মানুষ আছে যারা, দেখেশুনে জ্যান্তে মরা,
ডাকলে ভয়ে দেয়না সাড়া, কারে কই দুঃখের কথা !
নাজানি কি কপাল-দোষে, হতভাগ্য বঙ্গদেশে
পশুর বেশে অসুর সৃষ্টি কল্লে দারুণ বিধাতা !
দেশ হয়েছে আস্ত নরক ! এক দিনেতে এসে মড়ক,
গো-বসন্তে উজোড় করলে, তবে যায় মনের ব্যথা ! !

সম্পূর্ণ।

ভারতমঙ্গল-সম্বন্ধে সাহিত্যসমাজের অভিমত।

We have been struck by the wonderful skill, which the poet has displayed in consecrating his poetry to the praise of religion and duty. * * Throughout are discernible a manly strength, a charming atmosphere of enhancing suggestions and a firm continuous music.

BENGALEE.

The poet's views on some of the social subjects dealt with may not be shared by all, but there should be none who would withhold from him the praise that is so emphatically his due for smoothness of diction, loftiness of conception and earnestness of purpose that characterise this remarkable production. The subject is as worthy of the treatment as the treatment is worthy of the subject.

INDIAN MIRROR.

The creations of the poet live and move just as if they were made of flesh and blood, and while in their joys and sorrows, their triumphs and failures, the more thoughtful reader will profitably study the varied experiences of the spiritual life, the ordinary reader will find in them all that forms the common attractions of epic poems and works of fiction.

INDIAN MESSENGER.

ভারতমঙ্গলের কবি প্রচলিত প্রথা অতিক্রম করিয়া এক অভিনব প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। এই নবাবলম্বিত প্রণালী সূক্ষ্মের স্থূলবৎ প্রকাশ। সূক্ষ্ম যাহা, জ্ঞানের মীমাংসা যাহা, তাহাই কবির ঐন্দ্রজালিক শক্তিপ্রভাবে কল্পনার নাতিস্থূলসূক্ষ্ম আবরণে আবৃত। অধ্যাত্মতত্ত্ব ভারতমঙ্গলে উপদেশের আকারে নয়, উপাখ্যানরূপে বিবৃত। সঞ্জীবনী।

বহুদিন হইল মাইকেলের অমিত্রাক্ষরের অমৃতময়ী বীণা নীরব হইয়াছে। অনেকেই দুঃখ করিয়া বলিয়া থাকেন, "সেই সুললিত বিহঙ্গকাকলি, গম্ভীর মেঘ-গর্জ্জন এবং প্রচণ্ড দুন্দুভিধ্বনি আর শ্রুতিগোচর হয় না; মাইকেল যে সুরে বঙ্গ-কাব্য-কাননে গান ধরিয়াছিলেন, সেই অমিত্রাক্ষরের মহাসংগীতে নূতন ভাবে, নূতন আবেগে, নূতন রসে কেহই গাহিতে পারেন না।" ভারতমঙ্গলকার বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্র এই দুঃখ বিদূরীত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সময়।

বাল্মীকি, ব্যাস এবং অন্যান্য পুরাণকারদিগের প্রদর্শিত পন্থানুসরণ ভিন্ন বঙ্গভাষাতে মৌলিক মহাকাব্য আজ পর্য্যন্ত বিরচিত হয় নাই। এবিষয়ে প্রথম উদ্যম এই ভারতমঙ্গল। ইহার কেবল পূর্ব্বখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্বখণ্ডেই কবি কল্পনাকে দেশকালবন্ধন-মুক্ত করিয়া, অজড় অমর সুখদুঃখ ও পাপপুণ্যাতীত অক্ষি

মহান, অতি উচ্চ মহাস্বর্গে এবং দুরবগাহ অন্ধকারময় নরকের গভীরতম প্রদেশে" লইয়া গিয়াছেন; স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল ত্রিলোকে ঘুরাইয়াছেন। এরূপ স্থলে কবি আনন্দচন্দ্রের বিচিত্র কল্পনা কিরূপ শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে পারে, কি মহারত্ন প্রসব করিতে সক্ষম, তাহা "হেলেনাকাব্যের" পাঠক অবগত আছেন।

নব্যভারত।

হেলেনাকাব্য-সম্বন্ধে সাহিত্য-সমাজের অভিমত।

বান্ধব—যে সকল আধুনিক কাব্য বাঙ্গালাভাষার কণ্ঠমালার আভরণ স্বরূপ গ্রথিত হইতেছে, এখানি নিশ্চয়ই তন্মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড যখন প্রকাশিত হইবে, তখন আমরা ইহার বিস্তৃত সমালোচনা করিব। * * * এইক্ষণ এইমাত্র বলিতে পারি, যাঁহারা অভিনিবেশ-সহকারে ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন, তাঁহারা স্থানে স্থানে কল্পনার কমনীয় লীলাচাতুরী দেখিয়া যেমন পুলকিত হইবেন, সেইরূপ শ্রুতিসুখকর সুমধুর পদবিন্যাস দর্শনেও নিরতিশয় আনন্দলাভ করিবেন।

এডুকেশন গেজেট—জন্‌সন্ যেমন মাতৃপ্রেতঃকৃত্য নির্ব্বাহের জন্য সপ্তাহ-মধ্যে রাসেলাস উপন্যাস রচনা করেন, আনন্দ বাবুও সেইরূপ ইউরোপ-গমন করিবার উদ্দেশ্য সাধনার্থ, শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া, এবং দুইখানি উৎকৃষ্ট মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের প্রধান লেখকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াও, তিন মাস মধ্যে এই কাব্যগ্রন্থ লিখিয়াছেন। লেখকদিগের ক্ষিপ্রহস্ততা একটি মহৎ গুণ, উহা তাঁহা-দিগের আভ্যন্তরিক শক্তির পরিচায়ক। অতএব নূতন কবি আনন্দ বাবুর এই গুণটি থাকাতে, তিনি আমাদিগের আশাস্থল হইলেন। আনন্দ বাবু আমাদিগের দেশের একটা সমুজ্জ্বল রত্ন হইয়া উঠিবেন বোধ হয়। আমাদিগের প্রার্থনা, তাঁহার মনোহভীষ্ট সিদ্ধ হউক।

ভারত-সংস্কারক—কবিবর হোমারের ইলিয়দ অবলম্বন করিয়া এই কাব্যখানি বিরচিত হইয়াছে। হোমারের গল্প যদিও ইহার অবলম্বন, কিন্তু কবি ইহাতে আপনার ভাব, রুচি ও কল্পনা যোগ করিয়া ইহা সম্পূর্ণ দেশীয় আকারে সংগঠন করিয়াছেন। এই গ্রন্থের সর্ব্বস্থলে গ্রন্থকারের কবিত্বের পরিচয় পাইয়া আমরা পুলকিত হইয়াছি। কি স্বভাববর্ণনা, কি প্রণয়, বীর ও করুণরস বর্ণনা সর্ব্বত্র কবি যেন স্বভাবের বেগে পরিচালিত হইতেছেন, শব্দসকল ভাবের অনুযায়ী হইয়া আপনা হইতেই জুটিতেছে।

মিহির—হেলেনাকাব্য উপাদেয় পদার্থ। ইহা ট্রয়ের অবরোধ অব
অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত হইয়াছে। হেলেনাকাব্যের ভাষার মাধুর্য্যে
ই মোহিত হইয়াছি। যিনি প্রথমউদ্যমে এমন সুন্দর মালা গাঁথিতে
মতা অসাধারণ না হউক, সামান্য নহে।

...াব্য-সম্বন্ধে সাহিত্য-সমাজের অভিমত।

...agazine.—The author is evidently a wild nightingale.
...vise the public not largely to patronize the author,
good deal of money, he would take his flight to
not regale us with his "Wood Notes Wild."

—গ্রন্থকারের অধিকাংশ কবিতাই সরস, মধুর ও জমাট ...বের
...শীথচিন্তা, সুখের শরৎ বিনোদ ও মালতী, কবির স্বপ্ন ও বিজয়া-
তাতে উচ্চ অঙ্গের কবিত্বশক্তি বিকাশিত হইয়াছে। পুস্তকের
...গীত আছে; সে গুলি অতি সুন্দর ও গ্রন্থকারের দেশহিতৈষি-
...। * * * কবি যে একজন প্রকৃত দেশহিতৈষী ব্যক্তি,
...তাহার একটু পরিচয় দিই। * * * কবির স্বভাববর্ণনাও
...া ছিল, দুই একটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাই, কিন্তু স্থান নাই।
...নন্দ বাবু বঙ্গের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুলেখক এবং সুপরিচিত
পাঠ করিয়া তাঁহার কবিত্বশক্তির বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলাম।
...ুস্তকে বাঙ্গালাভাষার যে অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে,
তাঁহার কবিতাগুলি শিক্ষাপ্রদ, সুমিষ্ট, সরল এবং চিত্ত-
...ত বাউলের গীত সর্ব্বাপেক্ষা অতি চমৎকার। উহা স্বর্গীয়
...হৃদয়ের আশা, পাপে তাপে জর্জ্জরিত মানব হৃদয়ের পবিত্র-
...পীড়িত মানুষের মহৌষধ! পুস্তকের স্থানে স্থানে কবির
...ভাবে আমরা বিমুগ্ধ হইয়াছি, কবিকে হৃদয়ের সহিত
...পারিতেছি না।